SKETCHES

OF

CELEBRATED CHARACTERS

IN

ANCIENT HISTORY.

সত্য ইতিহাসসার।
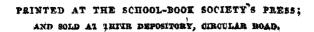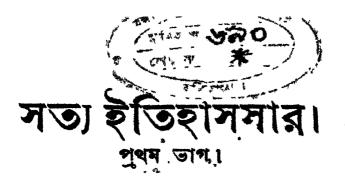
অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন প্রসিদ্ধ লোকদের বিবরণ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির দ্বারা ছাপা হইল।

Calcutta:

PRINTED AT THE SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS;
AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1830.

সত্য ইতিহাসসার।

প্রথম ভাগ।

---

১ প্রথমাধ্যায়।

নিম্রোদ ও নিন ও সেমিরামীর বিবরণ।

দেশীয় ... রবিক পুরাতন বৃত্তান্ত জানিতে সকল বিশিষ্ট
আবশ্য ... হয়; এবং কল্পিত ইতিহাস অপেক্ষা সত্য
জ্ঞান ... শয় উপকার ও দিগ্দর্শন হয়, কেননা যে
ব্যক্তি ইহ ... ত হন, তিনি বিশিষ্ট লোকের সহিত নিঃ-
হইয়া আ ... রিতে পারেন, এবং যাহা২ ঘটিয়াছে,
হা ঘ ... য় হয়, এবং মনুষ্যগণের ক্ষমতা ও
প্র ... হাদের কি২ কর্ত্তব্য, ও কি২ করিতে
... ত্তম বিষয় সত্য ইতিহাসদ্বারা আম-

যাবধি ঘটনানুসারে যে২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া, এবং কাল
নুসারে প্রধান লোকদের যে২ চরিত্র, তাহা সস্তুতি
করি।

ালস্থ চিত্রেতে এই আশিয়া দেশ বিলোকন কর! প্রথমে
শতে পুরুষ ও স্ত্রী লোক উৎপন্ন হইয়া বাস করিল, এবং
প্রথমে বাবেল নামে এক প্রধান নগর নির্ম্মিত ছিল।
মুদ ামে নোহের প্রপৌত্র মহা বল পরাক্রান্ত
অনে ... সংগ্রাম করিয়া আসিরিয়া নামে এক রমণীয়

দেশের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি আপন রাজ্যে নানা নগর পত্তন করিয়া ঐ রমণীয় বাবেল নগরকেও পত্তন করিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে সিমিরামী নামে তাঁহার পত্নী ঐ নগরকে অধিক সৌষ্ঠবান্বিত করিলেন। ঐ সিমিরামী যে প্রকারে রাণী হইয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত সম্প্রতি প্রকাশ করি। নিন নামে নিম্রোদের এক পুত্র; তিনিও মহাবল পরাক্রম প্রযুক্ত অনেক যুদ্ধেতে জয়ী ছিলেন। পরে বাক্‌ট্রিয়া নামে এক নগরকে আক্রমণ করিতে বেষ্টন করিলেন; কিন্তু সেই নগরের প্রাপ্তি বড় দুঃসাধ্য হইল। তাঁহার এক সেনাপতির ভার্য্যা ঐ সিমিরা[illegible] ঐ স্ত্রী অত[illegible] সাহসান্বিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন; তাঁহা[illegible] মাতা [illegible] বিখ্যাত ছিল না, কিন্তু ঐ স্ত্রী আত্ম চেষ্টা[illegible] গুণবতী হ[illegible] ছিলেন। ইহাতে এই স্পষ্ট বোধ হয়, যে [illegible]রুর প্রযত্ন না[illegible] লে বিদ্যার্থির প্রযত্নেতেও বিদ্যাভ্যাস [illegible] পারে।

ঐ সিমিরামী নিন রাজার নিক[illegible]ন করিয়া ঐ বাঞ্ছিত নগর যাহাতে লব্ধ হইতে পা[illegible]পায় উপদেশ করিলেন; এবং তাঁহার উপ[illegible] নগরকে বশীভূত করিলেন। পরে রাজা ঐ স[illegible]মিরামীর প্রতি অতি প্রেম প্রকাশ করিলে[illegible], তাঁহা[illegible]খিয়া তাহার ভর্ত্তা রাজভয়ে ভীত হইয়া আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল; তাহার মরণান্তে নিন রাজা সিমিরামীকে বিবাহ করিলেন; এই প্রকারে তিনি রাণী হইয়াছিলেন। এবং নিনের মরণান্তে ঐ রাণী তাঁহার সমস্ত রাজ্যের অধিকারিণী হইলেন।

সিমিরামী বাবেল নগরকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া প্রায় নূতন করিয়া রাজধানী ও মহামন্দিরাদি নির্ম্মা[illegible]রলেন। এই

কারণ বাবেল নগর অতি গৌরব ও সৌন্দর্য্য প্রযুক্ত বিখ্যাত ছিল। সিমিরামী ও স্বীয় বুদ্ধি ও রাজ্যশাসন প্রযুক্ত বড় বিখ্যাতা ছিলেন। তিনি যে নানা নগর পত্তন করিয়াছিলেন কেবল তাহা নয়, কিন্তু অনেকং সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া অনেকং দেশ স্বাধীন করিলেন। এক দিবস তিনি বস্ত্র পরিধান করিতেং সম্বাদ পাইলেন, যে নগরের মধ্যে মহা কলহ হইতেছে; তখন আপন কবরীবন্ধন সমাপ্ত না করিয়া ও বস্ত্র পরিধান পূর্ণ না হইতে বহির্গতা হইয়া ঐ বিবাদের সমতা করিলেন।

অন্য এক সময়েতে ঐ রাণী সৈন্য সামন্ত লইয়া পূর্ব্ব দেশের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্থান করিলেন; রাজা তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া এক দূতকে প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি কে? আমার সহিত কি নিমিত্তে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ? রাণী দূতকে কহিলেন, তুমি গিয়া আপন প্রভুকে বল, যে আমি কে তাহা তাঁহাকে শীঘ্র পরিচয় দিব। তৎপরে তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এবং যুদ্ধেতে সিমিরামী আপন শরীরের দুই স্থানে আঘাত পাইলেন, কিন্তু প্রাণে মরিলেন না; যে হেতু আপন সেনাগণের সহিত পলায়ন করিয়া বাবেল নগরে প্রবেশ করিলেন।

রাণীর প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ দিন পরে তাঁহার পুত্র বিগুণ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহা দেখিয়া রাণী উচিত শাসন না করিয়া তাহাকে আপন সিংহাসন সমর্পণ করিলেন; এবং রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া এক সামান্য স্থানে যাবৎজীবন কুশলে বাস করিলেন।

আসিরিয়া লোকেরা সিমিরামীর পূর্ব্ব কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ প্রকাশ করিল।

সিমিরামীর সময়ে আশিয়ার মধ্যে চীন দেশ অতি
দধন ও জন সমূহে সম্পূর্ণ ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মিনি ও নিম্রোদ ও সিসোস্ত্রির বিবরণ।

মিসর নামে দ্বিতীয় দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। ভূগোলস্থ চিত্রেতে
তাহা নিরীক্ষণ কর। যে স্থানে আফ্রিকা ও আসিয়ার সীমা
যোগ হয়, সেইস্থানে আফ্রিকার অন্তর্গত মিশর দেশ।

তাহাতে প্রথম রাজা মিনি ছিলেন, তিনি নিম্রোদের এক শত
সাত বৎসর পরে ও সিমিরামীর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন.

মিসর দেশ অনেক বিষয়েতে প্রসিদ্ধ ছিল; ঐ দেশে
নীল নামে এক নদী প্রতিবর্ষে ঐ দেশকে প্লাবন করে,
তাহাতে মৃত্তিকা আর্দ্র হইয়া সকল ভূমি উর্ব্বরা হয়। ঐ
দেশেতে পিরামিদ নামে ইষ্টকাময় ত্রিকোণ উচ্চ কোঠা নি-
র্ম্মিত হইল, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; কিন্তু কোন সম-
য়ে ও কোন প্রয়োজনে কৃত হইয়াছে, তাহা কোন লোক
বলিতে পারে না; অনেকে বোধ করে যে রাজার কবরের
নিমিত্তে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখন হইতে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নিম্রোন নামক ব্যক্তি-
দ্বারা ঐ দেশে প্রথমে অক্ষর সৃষ্ট হইয়াছিল; সেই অব-
ধি অন্য ২ দেশে বিশেষ ২ অক্ষর সৃষ্ট হইয়াছে, যদ্দ্বারা
লোকেরা আপন ২ মনোগত বাঞ্ছিত বিষয় বিস্মৃত হয় না।

মিসর দেশেতে সিশোস্ত্রি নামে এক মহা রাজা ছিলেন, তিনি
বহু কাল পর্য্যন্ত সুন্দররূপে রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন
তাঁহার পুত্রের নাম আমিনোফি ছিল, তিনি মিশরাএল

লোককে অনেক ক্লেশ দিয়াছিলেন ; পরে সুফ নামে সমুদ্রেতে মগ্ন হইয়া মরিলেন। মিসর লোক রাজাকে ফারো বলিয়া থাকে, এই কারণ আমিনোফিকে ফারো বলা যায়॥ সিসোস্ত্রির পিতা ঐ সিসোস্ত্রিকে প্রধান করিবার নিমিত্তে যত্ন পূর্ব্বক সু শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা এমত আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে মিসর দেশেতে যত বালক সিসোস্ত্রির জন্মদিনে জন্মিয়াছে, তাহারা রাজধানীতে আসিয়া সিসোস্ত্রির সহিত শিক্ষা করুক ; তাহাতে ঐ রাজপুত্রের অনেক মিত্র হইল, এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিপুণ বিশ্বস্ত ও সৈনাপতি ও মন্ত্রী হইল। ঐ রাজপুত্র ও তাঁহার সখাগণ কষ্টেতে প্রতিপালিত হইলেন, এবং অশ্বেতে কিম্বা পাদচারেতে তাঁহারা দিনে ২ দৌড় না করিলে আহার পাইতেন না ; এবং অস্ত্র বিদ্যাতে সু শিক্ষিত হইলেন, ও ক্ষুধা তৃষ্ণা সহনে সমর্থও হইলেন।

যখন তাঁহারা বলবন্ত হইলেন তখন আপন দেশের শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে রাজকর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। সিসোস্ত্রি এই প্রকারে যুদ্ধার্থে দূর দেশ গত হইলে তাঁহার পিতা মরিলেন। পরে তিনি রাজধানীতে আসিয়া তাবৎ দেশ জয় করিতে বাঞ্ছা করিলেন ; কিন্তু ঐ মহোদ্যোগের পূর্ব্বে তিনি ভাল২ মন্ত্রিগণকে মনোনীত করিয়া প্রজা বর্গের প্রতি অনুগ্রহ ও উপকার করিয়া রাজ্যে নিযুক্ত করিলেন। পরে তিনি নানা দেশ জয় করিলেন, ও নিজ দেশের নিমিত্তে সেই২ দেশের যে২ উত্তম দ্রব্য, তাহা সংগ্রহ করিয়া দেশের প্রতি আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন না। তিনি অনেক২ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এই প্রকার লিখিলেন,

যে রাজগণের রাজা ও প্রভুগণের প্রভু সিসোস্ত্রি নিজ বাহু-বীর্য্যেতে এই দেশ জয় করিয়াছিলেন; এই প্রকারে অশেষ দেশ জয় করিয়া তিনি নিজ রাজধানীতে আইলেন। পরে যে সময়েতে তিনি ও তাঁহার রাণী ও তাঁহার বালকেরা নিদ্রা-ন্বিত ছিলেন, সেই রাত্রিতে তাঁহার এক দুষ্ট ভ্রাতা ঐ রাজ-ধানীতে অগ্নি প্রদান করিয়া সকল দগ্ধ করিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা সকলে রক্ষা পাইলেন।

সিসোস্ত্রি আপন দেশের হিতার্থে ও বিদেশীয় বাণি-জ্যার্থে নানা বৃহৎ খাল খনন করাইয়াছিলেন, এবং আর২ অনেক উপায়েতে প্রজা বর্গের হিত করিয়াছিলেন, এই কারণ তাঁহার অহঙ্কারের প্রসঙ্গ করা দুঃখের বিষয় হয়। তিনি নিজ বিজয় কীর্ত্তিতে প্রমাদ যুক্ত হইয়া সকল নৃপতি-হইতে আপনাকেই শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া পরাজিত রাজগণ আসিয়া যে তাঁহাকে প্রণতি করে এমত আজ্ঞা করিলেন; এবং অশ্বের প্রতিনিধিতে তাহাদিগকে আপনার রথেতে যোজনা করিয়া দেবমন্দিরে প্রস্থান করিতেন; এই সকলি অতি নিন্দার বিষয়। কিন্তু ইহাহইতেও অধিক কুকর্ম্ম করিয়াছি-লেন, কেননা তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়া আত্মঘাতী হইলেন।

তাঁহার রাজ্যের সময়েতে সিক্রোপি নামে এক ব্যক্তি মিসর দেশহইতে অনেক লোক সঙ্গে লইয়া য়ুনানী দেশে যাইয়া আথিনী নগর পত্তন করিলেন, এবং তাঁহার যে ভ্রাতা পূর্ব্বেতে তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সে উচিত দণ্ড প্রাপ্তিভয়েতে পলায়ন করিল; এবং অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া শেষে আর্গ নগরে যাইয়া তা-হার অধিপতি হইল। ঐ সময়েতে অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের

১৫৪৬ বৎসর পূর্ব্বে স্কামাণ্ডর্ নামে এক ব্যক্তি ত্রয় নগর পত্তন করিয়াছিল।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

হেলিনা ও পারি ও হোমরের বিবরণ।

আথিনী নগরের কিঞ্চিৎ কাল পরে স্পার্ত্তা নগরের পত্তন হইল, তাহার প্রথম রাজা লিলেক্স; কিন্তু তৎ পরে লাসিদিমন নামে অন্য এক রাজা ছিল, তদ্দ্বারা ঐ রাজ্যের নাম লাসিদিমনিয়া বলে। স্পার্ত্তার দশম রাজা তিন্দারের হেলিনা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। এবং সেই কন্যার সৌন্দর্য্য প্রযুক্ত সকল লোকই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল; এবং অনেক রাজপুত্র ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিল। রাজা নিজ কন্যার বর নিশ্চয় করিতে না পারিয়া কন্যার স্বয়ম্বরতা স্বীকার করিতে রাজপুত্রদিগকে সত্য করাইলেন; তখন হেলিনা মিনিলাউকে মনোনীত করিলেন। পরে তাঁহাদের বিবাহ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে উভয়ে সুখেতে কাল যাপন করিতেছিলেন। তৎপরে ত্রয় নগরের রাজা প্রিয়ামের পুত্র পারি যুবরাজ অতি সুন্দর, তিনি ঐ দেশ ভ্রমণ করিতে২ হেলিনা যুবতীকে অবলোকন করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যেতে মুগ্ধ হইয়া এমত অধৈর্য্য হইলেন, যে মিনিলাউ বিদেশ গত জানিয়া ঐ অবকাশে তাঁহার পত্নী হেলিনাকে হরণ করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে মিনিলাউ বাটী আসিয়া পত্নীকে না দেখিয়া তাঁহার হরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিলাপ করিলেন, ও আপন পত্নীর প্রাপ্ত্যর্থে সমস্ত যুনানি লোকের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন।

য়ুনানি দেশ ইউরোপের অন্তর্গত, ও নানা নগরেতে পরিপূর্ণ। ঐ প্রত্যেক নগরেতে এক২ রাজা ছিল। ত্রয় নগর আশিয়ার অন্তর্গত। মিনিলাউর প্রার্থনাতে য়ুনানির সমস্ত লোকই প্রথমে একবাক্যতাপন্ন হইয়া যেখানে হেলিনা ও পারি বাস করিতেছিল তাহারা সেই ত্রয় নগর আক্রমণ করিয়া অবরোধ করিল। দশ বৎসর পর্য্যন্ত য়ুনানের সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়া ঐ নগর জয় করিল; পরে হেলিনাকে পাইয়া নগর দগ্ধ করিল। য়ুনানি লোকেরা ছল ক্রমেতে ত্রয় নগরে এই রূপে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা এক কাষ্ঠময় বৃহৎ ঘোটক নির্ম্মাণ করিয়া ঐ ঘোটকের উদরের মধ্যে অস্ত্র শস্ত্র যুক্ত অনেক সৈন্য পূরিয়া কোন ছলেতে তাহা নগরের মধ্যে প্রবেশ করাইল; রাত্রি কালে নগরস্থ সকলে নিদ্রাগত হইলে তাহারা ঐ অশ্বের উদরহইতে বাহির হইয়া এক স্থানে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া ও নগরের বহির্দ্বার ভগ্ন করিয়া আপনাদিগের তাবৎ সৈন্য নগরের মধ্যে আনাইল। এই সকল বৃত্তান্ত হোমর রচিত ইলিয়াদ নামে এক মহা কাব্যে লিখিত আছে; সেই কাব্য পাঠ করিলে হেলিনা ও পারির দোষেতে যে অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছে তাহা জানা যায়।

ইংরাজী সালের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে হোমর কবির জন্ম হইয়াছিল, হোমর দরিদ্র ও অন্ধ হইয়া স্থানে২ ভ্রমণ করিয়া পথে২ নানাবিধ কবিতা রচনা করিয়া গান করিতেন। পারি ও হেলিনার বিষয়ে এই এক কল্পিত কথা প্রসিদ্ধা আছে, যে আখিলির পিতা পিলু; তিথী নামে এক দেবীকে বিবাহ করিয়া অলক্ষ্মী দেবী ব্যতিরেক আর সকল দেব দেবীকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; তাহাতে অলক্ষ্মী ক্রোধাবিষ্টা হইয়া তাহাদের ভোজনসুখ বিঘাত করিতে ঐ সভামধ্যে

একটা স্বর্ণময় উত্তম ফল নিক্ষেপ করিলে সেই ফলের গাত্রে এই লিখিত ছিল, যে এই ফল অতি সুন্দরীর নিমিত্তে জানিবা। তাহাতে সকল দেবীই আপনাকে সুন্দরী জ্ঞান করিয়া ফলের প্রত্যাশা করিলেন; কিন্তু তাহা সকলের প্রাপ্তির অসম্ভব হইলে তন্নিশ্চয়ার্থে যুপিতর নামে প্রধান দেবতা যুনো ও মিনর্বা ও বিনস্ দেবীকে মর্কুরীর সহিত ইদা পর্ব্বতে গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন।

পারি যুবরাজ হইয়াও গো রক্ষক ছিলেন, এবং সেই পর্ব্বতে আপন পিতার পশুগণ চরাইতেছিলেন; তিনি সেই স্থানে ঐ তিন দেবীকর্ত্তৃক সৌন্দর্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, যে বিনস্ দেবী অতি সুন্দরী; তাহাতে যুনো ও মিনর্বা এই উভয় দেবী বড় বিমর্ষা হইয়া ও ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার প্রাচীন পিতাকে শাস্তি করিতে উদ্যতা হইলেন। তন্নিমিত্তে তাঁহারা হেলিনাকে হরণ করিতে পারিকে কু বুদ্ধি দিলেন; এবং হেলিনাকে ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে ত্রয় নগীর সংহার করিতে যনানি লোককে প্রবৃত্ত করাইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

লুকর্গের বিবরণ।

অনেক কাল পর্য্যন্ত স্পার্টা নগরে কেবল এক রাজা ছিলেন, পরে এক সময়ে দুই রাজা হইলে ঐ দুই রাজার মধ্যে

এক রাজার পলুদেক্টি ও লুকর্গ নামে দুই পুত্র ছিল। পলুদেক্টি মরিলে লুকর্গ রাজা হইতে পারিতেন; কেননা তাঁহার ভ্রাতার বিধবা ভার্য্যা লুকর্গের প্রতি এই প্রকার কথা কহিলেন, যে তুমি যদি আমাকে বিবাহ করিতে স্বীকার কর, তবে আমার সন্তান জন্মিবামাত্র আমি তাহাকে বধ করিব।

লুকর্গ এই গর্হিত বাক্য শুনিয়া মনেতে তুচ্ছ বোধ করিলেন, এবং বালকের প্রাণরক্ষার নিমিত্তে বাঞ্ছা করিয়া ঐ স্ত্রীকে কহিলেন, যে তুমি প্রসূতা হইলে সেই সন্তানকে আমার নিকটে পাঠাইবা; পরে যাহা উচিত তাহা আমি করিব। অতএব সে পুত্র প্রসব করিয়া আপন দেবরের নিকটে পুত্রকে পাঠাইল।

যে সময়ে বালক আনীত হইল, সে সময়ে লুকর্গ বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিতেছিলেন; তখন ঐ নবকুমারকে হস্ত প্রসারণ করিয়া লইয়া সকলকে দেখাইয়া কহিলেন, যে হে স্পার্ত্তা নিবাসি লোক, তোমাদিগের রাজাকে অবলোকন কর। তখন তাহারা আপনাদের মৃত রাজার পুত্রকে দেখিয়া বড় আনন্দ করিল; এই কারণ লুকর্গ ঐ রাজপুত্রের নাম খারিলাউ অর্থাৎ লোকানন্দ রাখিলেন।

যাবৎ পর্য্যন্ত ঐ শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক না হইল, তাবৎ পর্য্যন্ত লুকর্গ রাজ্য প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু পরে তিনি প্রজা বর্গের মধ্যে অনেক অনীতি ও কুকর্ম্মাচরণ দেখিয়া রাজনীতি জানিতে আপন রাজ্যহইতে রাজ্যান্তর ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

তিনি ভ্রমণ করিতেং হোমরের মহা কাব্য পুস্তক পাইয়া যত্ন ক্রমে রাখিলেন; এবং যখন স্পার্ত্তা নিবাসি লোকেরা তা-

হাকে রাজ্যেতে অতি শীঘ্র জানাইলেন, তখন তিনি কারা গুহ্ সহিত আগমন করিলেন, ও রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের দুর্নয়ের আধিক্য হইয়াছে। তখন তাহাদিগকে সুনীতি শিক্ষা করাইতে মনস্থ করিলে থারিলাউ প্রথমে তাঁহার পরামর্শের বিরোধী হইলেন; পরে ঐ নীতির উত্তমতা জানিয়া তদুপকারেতে মনোযোগ করিলেন।

লুকর্গ অগ্রেতে যত্ন পূর্ব্বক এক সভার স্থৈর্য্য করিলেন, সেই সভার মধ্যে ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান্ ত্রিংশৎ মন্ত্রী ও দুই রাজা থাকিতেন; এবং তাঁহারা ব্যবস্থা স্থৈর্য্য করিয়া তদনুসারে যে প্রজা বর্গ চলে, তন্নিমিত্তেই যত্নবান্ ছিলেন। পরে লুকর্গ রাজ্যের তাবৎ ভূমি বিভাগ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা স্পার্ত্তা নিবাসি প্রত্যেক জন সমানাংশী নিরূপিত হইল। তিনি তাহাদের অস্থাবর তাবৎ বস্তু বিভাগ করিতে বাঞ্ছা করিলেন; কিন্তু অনেক২ ধনবান্ ও বিশিষ্ট লোক তাহাতে সম্মত হইলেন না, এই কারণ তিনি প্রকারান্তরে আপন মনোগত কর্ম্ম সংপূর্ণ করিলেন। তিনি লৌহময় মুদ্রা চালাইতে স্বর্ণ ও রজতের মূল্য হানি করাইলেন। ঐ লৌহ মুদ্রা বিদেশি লোকদের মধ্যে হেয়া হইলে স্পার্ত্তা নিবাসি লোকেরা তদ্দ্বারা দেশান্তরের উত্তম বস্তু ক্রয় করিতে পারিল না; এবং এই রূপে তাহাদের কর্ত্তৃক সুখ সম্ভোগ দূরীকৃত হইল; এবং শিল্পকারি লোকেরাও উত্তম২ বস্তু প্রস্তুত করণে নিবৃত্ত হইয়া সকলের প্রয়োজনার্হ যে সামান্য বস্তু, তাহাই বাহুল্য ও উত্তম রূপে প্রস্তুত করিল।

পরে তিনি সকল লোককে প্রতি দিন এক স্থানে ভোজন করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং কেবল সাধারণ ভক্ষ্য ভোজন

করিতে দিলেন। এই শেষ নিয়মেতে স্পার্ত্তা লোকেরা বড় দুঃখিত ছিল; যেহেতুক তাহারা উত্তম পান ভোজনেই অনুরক্ত ছিল। এই কারণ তাহারা লুকর্গের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল; এবং আল্কাণ্ডর নামে এক ব্যক্তি দণ্ডাঘাতে তাঁহার এক চক্ষু নষ্ট করিল। লুকর্গ তাহার দণ্ড না করিয়া কেবল এই আজ্ঞা দিলেন, যে ঐ ব্যক্তি আমার দাস হইবে। পরে আল্কাণ্ডর তাঁহার এই রূপ মৃদুতা দেখিয়া খেদাপন্ন হইয়া তদ্রূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে নিবৃত্ত হইল, এবং আপন ক্রোধের উপশম করিল। সময়ানুক্রমে স্পার্ত্তা লোকেরা একত্র ঐ সাধারণ ভক্ষ্য ভোজন ভাল বাসিল; পরন্তু ঐ ভোজনসময়ে পরস্পরের সুন্দর ইষ্টালাপ অনেক বার হইত। তাহাদিগের এই যে এক উত্তম নিয়ম ছিল, তাহা সকলেই গ্রাহ্য করে। যখন সকলে এক কোঠার মধ্যে একত্র হইত, তখন তাহাদের মধ্যে এক অতি বৃদ্ধ মানুষ তর্জনীদ্বারা দ্বার দেখাইয়া সকলকে কহিতেন, যে এই গৃহের মধ্যে যে ২ বাক্য কথিত হয়, তাহা ইহার বাহিরে যাইবে না; তখন এই নিয়ম হেতু বাক্য কহিতে সকলেরি সাহস হইল; এবং পরনিন্দা ও পরচ্ছিদ্র কখন হইত না।

তাহাদের এই রূপ সামান্য ভক্ষ্য ভোজনে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ যূষ সর্ব্বদা প্রস্তুত হইত; স্পার্ত্তা লোক তাহা সুস্বাদু বোধ করিত, কিন্তু অন্য দেশীয়েরা তাহা অতি মন্দ বোধ করিত। স্পার্ত্তা লোকদের ভোজনে অগ্নিবৃদ্ধি প্রযুক্ত সর্ব্ব প্রকার ভক্ষ্যই গ্রাহ্য ছিল।" যখন কোন লোক ক্ষুধার্ত্ত হয় তখন স্পার্ত্তা লোকদের ন্যায় ব্যঞ্জন ব্যতিরেকেও ভোজন করিতে পারে।

তাহাদের বালকেরা সাধারণ পাঠশালাতে লিখন পঠন শিক্ষা করিত, এবং যুবা লোকেরা সাহসিকতা ও পরাক্রমের

উপায় শিক্ষা ও অতি সংক্ষেপে মনোগত অভিপ্রায় কথনের শিক্ষা করিত।

এই পরাক্রমশালি লোকদের বিষয়ে অন্য২ পুস্তকে অনেক২ কথা আছে; কিন্তু এই স্থলে কেবল আর এক কথার আবশ্যকতা হইল, যে লূকর্গ আপন ব্যবস্থা সকল স্থির করিলে পর তাহার রক্ষার্থে এক আশ্চর্য্য উপায় নিরূপিত করিলেন। তিনি স্পার্ত্তা নগরহইতে প্রস্থান করিয়া আপন প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত নিরূপিত ব্যবস্থা পালন করিতে সকল লোককে শপথ করাইলেন। তিনি যে প্রত্যাগমন না করেন, এমত কল্প করিয়াছিলেন; অতএব এই উপায় সংস্থাপন করিয়া আপন ব্যবস্থানুসারে সর্ব্বদা চলিতে সকলকে সম্মত করাইলেন। পরে লূকর্গ বিদেশে মরিলেন; কিন্তু তাহার মৃত্যু কি রূপে হইল তাহা জানা গেল না। সলিমানের মরণের এক শত বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

স্পার্ত্তা লোকদের মধ্যে হিল্লোৎ নামে অন্য এক জাতি বাস করিত। স্পার্ত্তা লোকেরা তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনাদের নিকটে দাস করিয়া রাখিল, এবং অনেক বার তাহাদিগকে মহা কষ্ট দিল।

---

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

দিদো ও ইলিয়ার বিবরণ।

আফ্রিকার অন্তর্গত কার্থাজ্ নামে এক মহা নগর ছিল। কতক লোক বলে যে ত্রয় নগরের যুদ্ধের পূর্ব্বে ঐ নগর পত্তন

হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও দিদো রাণী কর্ত্তৃক ঐ নগর অতি শোভান্বিত ও বিস্তারিত হইয়াছিল।

লুকুর্গের মরণের অল্প কাল পূর্ব্বে কি পরে দিদো রাণী আপন ভ্রাতা পিগ্‌মালিওনের দৌরাত্ম্যেতে বড় বিরক্তা হইয়া আশিয়ার অন্তর্গত তূর নগরহইতে পলায়ন করিয়া আফ্রিকার সমুদ্র তীরে বসতি করিলেন; কেননা ঐ দুষ্ট ভ্রাতা তাঁহার স্বামী সিখিয়সকে বধ করিয়াছিল। আফ্রিকাতে উপস্থিত হইয়া রাণী গোচর্ম্ম পরিমিত ভূমি ক্রয় করিয়া শঠতা ক্রমে ঐ গোচর্ম্ম খান খণ্ড ২ করিয়া এক ২ দীর্ঘ খণ্ডদ্বারা ভূমি মাপ করিয়া অনেক ভূমি লইলেন।

বর্জিল্ নামে এক কবি ইনিয়াদ নামে এক মহা কাব্যে দিদো রাণীর সকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। অনুমান করি যে তাহার মূল কথা অযথার্থ নয়, এই কারণ আমরা সংক্ষেপে সেই কথার সঙ্কলন করি।

দশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমিক যুদ্ধ করিয়া য়ুনানি লোক ত্রয় নগর বিনষ্ট করিলে যে সকল লোক তথাহইতে পলায়ন করিল; তাহার মধ্যে ইনিয়া নামে এক যুবরাজ ছিলেন; তিনি ও তাঁহার পিতা আংখিসি ও তাঁহার পুত্র আস্কানিয় ও অল্প পরিচারক লোক জাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিলে তাঁহারা প্রতিকূল বায়ুতে অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ জাহাজে বাধিত ছিলেন; এবং শেষে প্রচণ্ড ঝড়েতে কার্থাজ নগরের নিকটে আফ্রিকার সমুদ্র তীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। দিদো রাণী মহানুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে উঠাইয়া ভক্ষ্য বস্ত্রাদি দিয়া পোষণ করিলেন। পরে ইনিয়া ও দিদোর পরস্পর প্রণয় হইলেও দিদো বহু দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগ্যা হইলেন। কিন্তু ইনিয়া শেষেতে বিরক্ত হইয়া কিয়া

নিষ্কর্ম্মে কাল ক্ষেপণ করিতে না চাহিয়া তথাহইতে পলায়ন করিতে নিশ্চয় করিলে দিদো তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া অনেক বিনয় ও রোদন করিয়া নিকটে রাখিতে যত্ন করিলেন। দিদো রাণী তাঁহার ও তৎপরিবারের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, ও ইনিয়ার অনুরোধে দিদো অন্য রাজপুত্রকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন না; তন্নিমিত্তে সেই যুবরাজ দিদোর প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু ইনিয়া তাঁহার উপকার ও প্রীতির অনুরোধ না করিয়া জাহাজের পালি উঠাইয়া তথাহইতে রাত্রি যোগে প্রস্থান করিলেন। দিদো তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও পরিত্যাগ প্রযুক্ত কাতরা হইয়া আত্ম হত্যা করিতে নিশ্চয় করিলেন। প্রথমেতে এক কাষ্ঠময় চিতা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা আপন বক্ষস্থল ভেদ করিলেন। পরে ঐ চিতাতে তৎ পরিবারেরা তাঁহাকে দাহ করিল।

কার্থাজ নগর অনেক কাল পর্য্যন্ত বাণিজ্য কর্ম্ম ও ধনোপার্জন তদর্থক বড় বিখ্যাত ছিল, ও অনেক বীর্য্যশালি লোকেরা ঐ নগরের হিতার্থে অনেক বার যুদ্ধ করিয়া তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ঐ নগরের পরিসর ২৩ ক্রোশ এবং তাহার মধ্যে এক রমণীয় ক্রীড়োদ্যান ও অতি সুন্দর দুর্গ ছিল।

যদ্যপি সর্ব্ব নগরহইতে ঐ নগর অতি আশ্চর্য্য ছিল, তথাপি এই ক্ষণে তাহার চিহ্নও পাওয়া যায় না। এই ক্ষণে লণ্ডন ও কলিকাতা নগর বাণিজ্য কর্ম্ম ও ধনোপার্জনেতে কার্থাজ নগরসদৃশ হইয়াছে, কিন্তু কাল ক্রমে তদ্রূপ লুপ্ত হইতেও পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

য়ুনানি লোকদের সময় ও ক্রীড়ার বিবরণ।

সময় পরিমাণের নিমিত্ত নানা মত আছে। হিন্দু লোকদের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগানুসারে সময় নিরূপণ হয়। ইংরাজী লোকদের মতে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্ব কিম্বা পরের কালানুসারে সময় নিরূপণ হয়। মোছলমান লোকেরা মহম্মদের পলায়ন কালানুসারে সময় নিরূপণ করে। য়ুনানি লোক আপনাদের ক্রীড়া স্থানানুসারে সময় নিরূপণ করে। চারি ২ বৎসরের পরে ওলম্প্রিয়া নগরে জুপিতর দেবের পূজার সময়ে নানা প্রকার ক্রীড়া হইত; তন্নিমিত্তে যেমন হিন্দু লোকেরা শাক ধরিয়া বৎসর গণনা করে, তেমন য়ুনানি লোকেরা ঐ ক্রীড়ানুসারে ওলম্প্রিয়াদ ধরিয়া বর্ষ গণনা করিত।

ওলম্প্রিয়ার ক্রীড়া নানা প্রকার ছিল। রথের দৌড়, ও ঘোড় দৌড়, ও মল্ল যুদ্ধ, ও মুষ্টি যুদ্ধ, ও লৌহচক্রনিক্ষেপ, এই সকল ক্রীড়া করিত। কোন সময়েতে এক মল্ল পুরুষ নিজ পরিধৃত বস্ত্রদ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, এই কারণ তদবধি তাহারা বিবস্ত্র হইয়া মল্ল যুদ্ধ করিত; এবং যেন শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত না হয় তন্নিমিত্তে তাহারা সর্ব্বাঙ্গে তৈল লেপন করিত। যে মানুষ যুদ্ধে জয়ী হইত, সে ধনম্ভ জিত বৃক্ষীয় এক মুকুট প্রাপ্ত হইত; তাহাতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়, যে তাহারা ধনের নিমিত্তে নয়, কিন্তু যশের নিমিত্তে যুদ্ধ করিত। যাহারা জয়যুক্ত হইত, তাহাদের খ্যাতি য়ুনানি দেশে ও অন্য ২ দেশে ব্যাপ্ত হইত; এই কারণ যুবা লোকেরা সর্ব্বদিক্ হইতে ঐ ক্রীড়াতে যুদ্ধ করিতে আগমন করিত। সেই ক্রীড়ার শিক্ষার্থে

অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন হইল; সেই পরিশ্রমেতে তাহাদের শরীরের কাঠিন্য ও বলাধিক্য ছিল, তন্নিমিত্তে ঐ ক্রীড়া বিফলা ছিল না।

স্ত্রী লোকেরা ঐ ক্রীড়াস্থলে যাইতে পারিত না; এবং তাহাদের তথায় গমন উচিত ছিল না; কিন্তু এক সময়ে কোন স্ত্রী আপনার দুই পুত্রের যুদ্ধ দর্শনেচ্ছুকা হইয়া পুরুষের বেশ ধরিয়া ভিড়ের মধ্যে প্রবিষ্টা হইল। পরে সেই যুদ্ধেতে তাহার উভয় পুত্র জয়ী হইল; তাহা দেখিয়া জ্ঞানাপেক্ষা তাহার আহ্লাদের আধিক্য প্রযুক্ত ঐ স্থানহইতে দৌড়িয়া লোকনিবারক দড়ার অতিক্রম করিয়া ঐ স্ত্রী দুই পুত্রের নিকটে গেল, এবং কৃত্রিম পুরুষ বেশ ত্যাগ করিয়া লোকদিগকে জানাইল যে এই দুই পুত্রের মাতা আমি। তখন সকলে চমৎকৃত হইয়া পুত্র দ্বয়ের গুণাধিক্য প্রযুক্ত মাতৃদোষ মার্জ্জনা করিল; তদবধি যুদ্ধ স্থলে স্ত্রী লোকের গমন বিশেষ রূপে নিবারিত হইল।

যে ওলম্পিয়াদে তাহাদের তদ্দেশীয় ইতিহাস বর্ণনারম্ভ হইয়াছিল, সেই ওলম্পিয়াদ খ্রীষ্টের জন্মের ৭৭৬ বৎসর পূর্ব্বে ছিল। সত্য ইতিহাসের নিমিত্তেও ঐ সময়েতে রোম নগরের পত্তন হওয়াতে এই কথা স্মরণে রাখিতে হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

রোম লোকদের প্রথম বিবরণ।

রোম নগরের পত্তনবিষয়ে অনেক২ কথা আছে, তাহার মধ্যে অনেকের গ্রাহ্য যে কথা, তাহা লিখি। সে সকল বাক্য রমণীয় বটে, কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ নহে। পূর্ব্বেতে উক্ত ছিল, যে ত্রয় নগরের বিনাশের পর ইনিয়া যুবরাজ জা-

হাজে উঠিয়া কার্থাজে পলায়ন করিয়া সেই স্থানে কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। পরে তিনি দিদো রাণীকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জাহাজে উঠিয়া তথাহইতে পলায়ন করিলেন; তাহাতে অনেক ঘটনার পরে তিনি ও তাঁহার পরিবার লোক ইউরোপের অন্তর্গত ইটালী দেশে উপস্থিত হইয়া সেখানে বিবাহ করিয়া এক নগর পত্তন করিলেন, তাহাতে তিনি ও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সকলে রাজত্ব করিলেন। ঐ ইনিয়া অবধি তদ্বংশীয় পঞ্চ দশ রাজা লুমিতরের নিজভ্রাতা আমুলিয় কর্তৃক নিজসিংহাসন-হইতে দূরীকৃত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্রও হত হইল; ও তাঁহার কন্যা রিয়া সিল্বিয়া যেন অবিবাহিতা থাকে, এমত কল্প করিয়া তাহাকে বেষ্টা দেবীর মন্দিরে দেবসেবাতে নিযুক্তা করিলেন।

তৎপরে রিয়ার দুই যমজ পুত্র হইল। এবং আমুলিয় যমজ পুত্রের জন্ম সমাচার শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন, যে সজীব রিয়াকে মৃত্তিকার মধ্যে পুথিবা, এবং তাহার দুই শিশুকে তীবর নদীতে নিক্ষিপ্ত করিবা। তখন তাঁহার আজ্ঞানুসারে ঐ দুই বালককে এক ঝুড়ির মধ্যে করিয়া নদীর তীরেতে রাখিয়া আইল, যেন জোয়ারের জলে তাহারা ভাসিয়া যায়; কিন্তু জোয়ার হইলে ঐ দুই বালক লঘু শরীর প্রযুক্ত ভাসিতে২ এক তীরে লাগিয়া রক্ষা পাইল। কতক লোকে বলে যে এক কেঁদুয়া কর্তৃক তাহারা প্রতিপালিত হইয়াছিল; কিন্তু কেঁদুয়া হিংসুক জন্তু প্রযুক্ত সে কথাতে প্রামাণ্য হয় না। অন্য লোকে বলে, যে কেঁদুয়া নামে এক স্ত্রী কর্তৃক প্রতিপালিত হইল, এই কারণ পূর্ব্ব কল্পে ভ্রান্তি বলিতে হয়।

ঐ দুই বালক ক্রমে ২ বৰ্দ্ধিত হইয়া মহাবলবান্ হইলেন। একের নাম রমুল, অন্যের নাম রিম হইল। তাহারা পশু-রক্ষক হইয়া অনেক বন্য পশু বধ করিতে আনন্দিত ছিল। সময়ক্রমে তাহারা আপনাদের জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া রাজকন্যার সন্তান প্রযুক্ত রাজা হওনের ইচ্ছা করিল, তন্নিমিত্তে তাহারা নিজ মিত্রবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া আপনাদের মাতামহের ভ্রাতা যিনি রাজা ছিলেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিয়া মাতামহকে পুনর্ব্বার রাজসিংহাসনে বসাইল। তিনি ৪২ বৎসরের পরে আপন দৌহিত্রকর্তৃক সিংহাসন পাইয়া বড় আহ্লাদিত হইলেন।

পরে ঐ দুই যমজ ভ্রাতা নূতন এক নগর পত্তন করিতে আপন মাতামহের অনুমতি লইলে নগরের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করণে পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ হইতে লাগিল; তাহাতে তাহাদের মাতামহ তদ্দেশের রীত্যনুসারে নগরপত্তনের স্থান নির্ণয় করণার্থে আকাশে পক্ষির উড্ডীন দেখিতে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন। পরে তাঁহারা সেই আজ্ঞাক্রমে দুই পর্ব্বতের উপরে দুই জন দাঁড়াইল; রিম ছয় ও রমুল বারো গৃধ্র পক্ষিকে দেখিল। তাহাতে রিম কহিল, যে আমার জয়, যেহেতু আমি অগ্রেতে দেখিয়াছি। রমুল কহিল, যে আমারি জয়, যেহেতু আমি অধিক পক্ষী দেখিয়াছি। এই রূপে পরস্পর বিবাদ হইলে তাঁহারা যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হইলে ঐ যুদ্ধেতে রিম হত হইল। রমুল অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক হইয়া প্রায় সর্ব্ব নগর অপেক্ষা এক মহানগর পত্তন করিল; তাঁহার নামানুসারে সেই নগরের নাম রোম নগর বলিয়া

খ্যাত হইল। রোম নগর চতুষ্কোণ, তাহাতে এক সহস্র কোঠা ছিল। তিনি রাজ্য পালনার্থে সভাতে এক শত মন্ত্রী রাখিয়াছিলেন, তাহাদের নাম পৌত্রিয় ছিল, আর২ লোকের নাম সাধারণ ছিল। অন্য লোকদের ন্যায় রোমি লোকদের যাজকগণ ছিল, ও তাহাদের পদাতি ও অশ্বারূঢ় বহু সৈন্য ছিল। এবং ক্রমে ক্ষুদ্র২ গ্রামহইতে অনেক২ লোকমিলিত হইয়া রোম নগরের সমীপে বাস করণেতে দিনে২ নগরের বৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব হইয়া উঠিল।

অষ্টম অধ্যায়।

সাবিন লোকদের বিবরণ।

রমূলের রাজসময়ে রোম নগরে স্ত্রী লোকের অল্পতা ছিল, এই কারণ রমুল নিকটস্থ অন্য২ নগরে দূত প্রেরণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, যে তোমাদের অবিবাহিত কুমারী দিগের সহিত আমার নগরস্থ পুরুষদিগের বিবাহ যেন হয়, তাহাতে অনুমতি করিবেন। কিন্তু তাহারা এই কথায় অবজ্ঞা করিয়া স্বীকার করিল না, তন্নিমিত্তে রমুল যাহা উচিত ও সমাদর রূপে প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, তাহা ছল ক্রমে পাইতে মনস্থ করিলেন; অতএব তিনি সর্ব্ব দিকে এই কথার প্রচার করিলেন, যে রোম নগরেতে অমুক দিবসে ক্রীড়া ও কৌতুক ও মহা ভোজ হইবে; তাহাতে নিকটস্থ নগরীয় লোক সকল ক্রীড়া কৌতুক দেখিতে ও মহা ভোজে ভোজন করিতে উপস্থিত হইল। এমন জনশ্রুতি আছে, যে অন্য লোকদের মধ্যে সাবিন লোকদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সক-

লেই তৎকালে রোম নগরে গমন করিল। পরে ক্রীড়া কৌতুক সময়ে রোমি পুরুষদের প্রতি রাজা সঙ্কেত করিলে তাহারা সমাগত নিমন্ত্রিত গণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কুমারী গণকে ধরিয়া লইয়া আপন২ বাটীতে গিয়া প্রত্যেকে বিবাহ করিল।

তাহাতে কুমারী গণের মাতা পিতা মহৎক্রোধাবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত কোলাহল ও জনতার মধ্যে কন্যাগণকে না পাইয়া রোম নগরহইতে স্ব২ স্থানে গমন করিতে২ প্রবঞ্চক রোমি লোকদিগকে সমুচিত শাস্তি করিতে সকলে মনন করিল; যে হেতুক তদ্রূপ গর্হিত কর্ম্মেতে রোমি লোকের বড় অপরাধ হইল; কেননা নিমন্ত্রিত লোকদের অমর্যাদা ও অনিষ্ট কর্ম্ম অতি গর্হিত হয়।

তৎ পরে রোমি লোকের সহিত তাহাদের সংগ্রাম হইয়া প্রথমে এক পক্ষের জয় হইলে পরে অন্য পক্ষের জয় হইল; শেষেতে মরিব কিম্বা জয়ী হইব এমত নিশ্চয় করিয়া উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যে স্ত্রী সকল হৃত হইয়াছিল, তাহারা মুক্তকেশী ও গলিতবসনা হইয়া উভয় সৈন্যের মধ্যে বেগেতে প্রবেশ করিল। তাহার মধ্যে কতক স্ত্রী লোক আপনাদের স্বামিকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে মিনতি করিল, ও কতক স্ত্রী আপন পিতা ও ভ্রাতাকে নিবৃত্ত হইতে বিনয় করিল। তাহারা ক্রন্দন ও আলিঙ্গন করিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিল, যে আমাদিগের স্বামী বড় প্রেম করিয়া আমাদিগকে ভরণ পোষণ করিতেছেন, অতএব এই ক্ষণে যুদ্ধ না হইয়া কুটুম্ববর্গের সহিত সন্ধি হউক। তাহাতে সাবিন্ লোকেরা রোমি লোকদের অপরাধ ক্ষমা

করিতে স্বীকার করিল, এবং প্রবল অপরাধহইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রোমি লোকেরা মহা সন্তোষ প্রাপ্ত হইল। এই প্রকারে তাহাদের সন্ধি ও আত্মীয়তা হইলে তাঁহারা বহু কাল পর্য্যন্ত সৌহার্দ্দে ও প্রণয়েতে কাল যাপন করিতে লাগিল।

যখন রোম নগর অতিশয় সৌষ্টবান্বিত ও ধনাঢ্য লোকাকীর্ণ হইল, তখন রমুলের মৃত্যু হইল। এবং রোমের দ্বিতীয় রাজা নুমাপম্পিলিয়স নামে এক সাবিন্ ব্যক্তি ছিল। কতক লোক বলে যে রমুলস পরকর্তৃক নিহত হয়, অন্য লোকেরা বলে যে তিনি জীবদ্দশাতেই স্বর্গারোহণ করিলেন; কিন্তু এই অসম্ভব বাক্যে প্রামাণ্যগ্রহ না করিয়া নুমার বিষয় কিছু যথার্থ বাক্য বলি। তিনি জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; এবং রাজ্য প্রাপ্ত না হইতে তিনি সন্তুষ্টরূপে কাল যাপন করিতেন। যখন রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে আনীত হইলেন, তখন আসিতে চাহিয়াছিলেন না; পরন্তু তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা অনেক বিনয় করিলে তিনি আপন ইচ্ছা রোধ করিয়া তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে ও রোম নগরের হিতার্থে রাজা হইতে স্বীকার করিলেন। যেমন তিনি শরল স্বভাব প্রজা ছিলেন, তেমন উত্তম রাজা হইলেন। ৪৬ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, এবং রোম নগরের সৌষ্টবার্থে ও তদ্বাসি লোকদের হিতার্থে তিনি উত্তম ২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়।
থিসুর বিবরণ।

যুনানী দেশীয় নগরের মধ্যে আথিনী নগর প্রধান ছিল, স্পার্ত্তা নগরের কিঞ্চিৎ কাল পরে সিক্রোপি নামে মিসর দেশীয় এক ব্যক্তিদ্বারা ঐ নগর পত্তন হইয়াছিল। ইউরোপের পূর্ব্বাংশে যুনানী দেশ; পূর্ব্বে তাহাতে নানা নগর ছিল, ও প্রত্যেক নগরে এক২ ভূম্যধিকারী ছিল। ঐ সকল নগরের মধ্যে স্পার্ত্তা ও কোরিন্থ ও আর্গ ও আথিনী প্রভৃতি ছিল। আথিনী নগরের চতুষ্পার্শ্বের ভূমির নাম আট্টিকা।

থিসু নামে আথিনীর প্রধান রাজা ছিলেন; তিনি ত্রয় নগরের যুদ্ধের পূর্ব্বে রাজত্ব করিলেন, তাঁহার পিতার নাম ইজিয় ছিল। থিসু যুবরাজ হইলে ক্রীতি দেশের রাজা মিনোর প্রতি কর রূপে সাত যুবা মানুষ ও সাত জন যুবতীকে প্রেরণ করা আথিনী নগরের নিয়ম ছিল। এই জনশ্রুতি আছে, যে মিনো রাজা এই সকল যুবক যুবতীকে এক ঘূরণীয় স্থানে রাখিতেন, এবং এক আশ্চর্য্য পশু যাহার ঊর্দ্ধাঙ্গ নরাকৃতি ও অধোভাগ বৃষাকৃতি ঐ ভয়ানক পশু তাহাদিগকে ভক্ষণ করিত।

দশ২ বৎসরের পরে এই রূপ ক্রূর কর্ম্ম করা গেলে তৃতীয় বারের সময় যখন লোকেরা যুবক যুবতীদিগকে গুটিকাপাত দ্বারা নির্ণয় করিয়া প্রেরণ করিতেছিল, তখন থিসু যুবরাজ আপনি আসিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যে উহাদিগের মধ্যে আমি এক জন হইব, তাহা শুনিয়া তাঁহার পিতা বড় ব্যথিত হইয়া শেষে সম্মত হইলেন। যে জাহাজে যুবক

যুবতীরা যাইত সেই জাহাজে অমঙ্গল বোধক কৃষ্ণ বর্ণ পাইল উঠাইত; কিন্তু থিসু এক শুক্ল বর্ণ পাইল উঠাইবার কারণ আপন পিতার অনুমতি পাইয়া পিতাকে কহিলেন, যে যদি আমি সেই দুষ্ট পশুকে বধ করিয়া কুশলে আসিতে পারি তবে এক শুক্ল বর্ণ পাইল উঠাইব।

পরে তিনি ক্রীতি দেশে উপস্থিত হইলে আরিয়াদ্নী নামে এক যুবতী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাতে প্রেমাশক্তা হইয়া ঐ ঘুরাণস্থানহইতে বাহির হইবার নিমিত্তে এক দীর্ঘ সূত্র তাহাঁকে দিল; যুবরাজ তাহা পাইয়া সাহস পূর্ব্বক ঘুরণীয় কাঠরাতে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক দুষ্ট পশুকে বধ করিয়া প্রাপ্তসূত্রদ্বারা পথ নির্ণয় করিয়া বাহিরে নির্গত হইলেন। পরে তিনি আরিয়াদ্নী ও আর সকল যুবক যুবতীকে লইয়া জাহাজে উঠিয়া স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন।

স্ব দেশের নিকট হইলে অতিশয় আহ্লাদ প্রযুক্ত তিনি জাহাজে শুক্ল বর্ণ পাইল তুলিতে বিস্মৃত হইলেন। তাহাতে ঈজুয় রাজা শুক্ল পাইল রহিত জাহাজ দেখিয়া বোধ করিলেন, যে আমার পুত্র নষ্ট হইয়াছে, ইহাতে তৎক্ষণাৎ তিনি পর্ব্বতহইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বিপদ ঘটনের দুই দোষ ছিল; প্রথম যে থিসু আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন না, দ্বিতীয় যে তাঁহার পিতা সহিষ্ণুতা করিলেন না। পরে জাহাজ উপস্থিত হইলে, প্রজাগণ ও বন্ধু বান্ধবগণ উল্লাসিত হইল, কিন্তু থিসু পিতৃমরণ শ্রবণ করিয়া বড় শোকাকুল হইলেন।

পরে থিসু রাজা হইয়া অনেক২ যুদ্ধ করিলেন। এমত কথিত আছে, যে তাঁহার সময়ে যে পরাক্রান্ত ও সাহসান্বিত

অনেক স্ত্রী ছিল, তাহাদের নাম অমাজন অর্থাৎ একস্তনী, কেননা যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে তাহারা আপনাদের দক্ষিণ স্তন ছেদন করিয়াছিল। তাহারা থিসর সহিত অনেক বার যুদ্ধ করিয়াছিল।

থিসুর পরে আথিনী নগরে অনেক রাজা ছিল। তাহার শেষ রাজার নাম কদ্রু; তিনি অতি স্মরণীয় ও ধার্ম্মিক; তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, যে আথিনীর এক রাজা শত্রুকর্ত্তৃক হত হইলে ঐ নগর ঐশ্বর্য্যশালী ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; এই কারণ বেশান্তর ধরিয়া বিপক্ষের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সহিত কলহ করিতে লাগিলেন। তাহাতে পরসৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নষ্ট করিল। এই রূপে কদ্রু রাজা স্বীয় দেশের হিতার্থে আপন শরীর পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

---

১০ দশম অধ্যায়।

হরাশির ও কুরিয়াঁশির যুদ্ধবিবরণ।

রোমি লোক যুদ্ধেতে ও ছলেতে সর্ব্ব প্রকারে আপনার রাজ্য বৃদ্ধি করিতে উপযুক্ত ছিল; তাহাদের টল হস্তিলিয় নামে রাজা এক সময়ে ছল করিয়া কহিলেন, যে আলবা দেশের দরিদ্র প্রজাগণ এই দেশের প্রজাগণের দ্রব্য চুরি করিয়াছে; অতএব দূতগণকে তথায় প্রেরণ করিয়া ঐ আরোপিত চৌর্য্য বস্তু সকল আনয়নার্থে আজ্ঞা করিলে তিনি বোধ করিলেন, যে তাঁহারা কিছু দিবে না, কেননা পূর্ব্বেতে রোমি লোকেরা বরং তাহাদিগের বস্তু অপহরণ করিয়া

ছিল। পরে তাহার অনুমানানুসারে তাহারা কিছুই দিল না, এই কারণ রোমি লোকেরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল।

পরে উভয় সৈন্য একত্র হইলে আল্‌বা দেশের সেনাপতি মিতীয় উভয় পক্ষের শোণিতস্রুব বাঞ্ছা না করিয়া উভয় সৈন্যের যুদ্ধ ব্যতিরেক প্রকারান্তরে ঐ বিবাদের বিষয় দূর করিতে মনস্থ করিলেন। ঐ উভয় সৈন্যের মধ্যে তিন২ যমজ ভ্রাতা ছিল। রোমি সৈন্যের মধ্যে যমজ তিন ভ্রাতার নাম হরাশি, এবং আল্‌বা লোকের মধ্যে যমজ তিন ভ্রাতার নাম কুরিয়াশি ছিল। পরে উভয় দেশের রাজা স্থির করিলেন, যে এই যুবা লোকেরা আপন২ দেশের হিতার্থে যুদ্ধ করিয়া যাহারা জয়ী হইবে, তাহাদের অধীন অন্য দেশ হইবে। তৎকালে এক নিয়ম পত্র লিখিত ছিল, যাহাতে এই প্রতিজ্ঞা বাক্য ব্যক্ত রূপে ছিল; যে দেশের যমজ তিন ভ্রাতা জয় যুক্ত হইবে, তাহাদের রাজা অন্য দেশের উপরেও কর্ত্তৃত্ব করিবেন।

তখন ঐ উভয় সৈন্য ব্যূহবিন্যাসে স্থিত হইলে যমজ ভ্রাতৃগণ আপন২ শস্ত্র ধারণ করিলে উভয় পক্ষেরি ভ্রাতৃগণের মনেতে অতি জয়াশা হইল; এবং আমাদের পৌরুষদ্বারা অনেকের প্রাণরক্ষা পাইবে, ইহা মনে করিয়া বড় উল্লাসিত হইল; এই বিষয়ে মনোযোগ করিল, যে জন পরের হিতার্থে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, লোকেতে তাহাকেই পৌরুষ বিশিষ্ট বলে।

ঐ পৌরুষান্বিত যুবকেরা জয়ার্থে স্ব স্ব সৈন্য গণের আশীঃ প্রার্থনা শ্রবণ করিলে পর, রণারম্ভ নিয়মানুসারে এক চিহ্ন দৃষ্ট হইলে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে অতি শীঘ্রই নিকট প্রাপ্ত হইয়া শস্ত্র যুদ্ধ করিল; এবং, যদ্যপি

তাহারা ঐ শস্ত্র যুদ্ধেতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ও ব্যথিত হইল না, তথাপি দর্শক লোকেরাও তাহাদিগের রক্তধারা দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। কিন্তু পরাক্রম প্রযুক্ত ঐ যোদ্ধারা শস্ত্রাঘাতের বেদনা তুচ্ছ বোধ করিয়া কেবল জয়ের প্রতি মনোযোগ রাখিল। আলবা দেশের তিন ভ্রাতা বড় ক্ষতবিক্ষত শরীর হইলে রোমি সৈন্যের মধ্যে মহা উল্লাস ধ্বনি উঠিল, কিঞ্চিৎ বিলম্বে রোমি লোকদের দুই ভ্রাতা যুদ্ধ ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলে আলবা সৈন্যের মধ্যে বড় উল্লাস শব্দ হইল। অতএব যুদ্ধে জয় ও পরাজয় চক্রের গতির ন্যায় জানিবা।

অবশিষ্ট রোমি ভ্রাতা বুঝিলেন, যে এখন সকল ভার আমার উপরে সমর্পিত হইল, তখন বড় শঙ্কার সময় হইলেও তিনি আশা রহিত হইলেন না; কিন্তু বড় উৎসুক হইয়া মনেতে এক উপায় স্থির করিয়া বোধ করিলেন, যে যদি আমি একাকী তিন ব্যক্তির সহিত একদা যুদ্ধ করি, তবে পরাক্রমে জয় করিতে পারিব না; অতএব কোন ছল করিতে হইল। ইহা মনেতে স্থির করিয়া তিনি পরাঙ্মুখ ব্যক্তির ন্যায় পলায়ন করিলে রোমি সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল; কিন্তু হরাশি অন্যের বাক্যে মনোযোগ না করিয়া কেবল আপনার কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিলেন। পরে জয় যুক্ত তিন জন কুরিয়াশি তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। এবং হরাশির অভিপ্রায় ও ইচ্ছানুসারে এক জন কুরিয়াশি অন্য দুই জনের অগ্রে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; তাহাকে দেখিয়া তিনি ফিরে দাঁড়াইয়া আপনার তাবৎ বুদ্ধি ও পরাক্রমেতে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। পরে অন্য ভ্রাতা উপস্থিত হইলে শস্ত্রাঘাতে তাহাকেও তিনি বধ করিলে উভয় পক্ষেই এক২ যোদ্ধা থাকিল; অতএব রোমি

সৈন্যের হাহাকার নিবৃত্ত হইয়া উল্লাসধ্বনি হইলে হরাশি অবশিষ্ট কুরিয়াশিকে সংহার করিলেন; তাহাতে রোমি লোকদের অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। ফল হরাশি জয়যুক্ত হইয়া আপন বন্ধু গণের নিকট যাইয়া যে রূপ আহ্লাদিত হইলেন, তাহা কহিয়া জানান যায় না; কিন্তু তৎপরে যাহা ঘটনা হইল, তাহা অতি দুঃখের বিষয়। যখন হরাশি রোম নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন এক জন কুরিয়াশির কারণ আপন ভগিনীকে বিলাপ করিতে দেখিলেন, যেহেতু ঐ ভগিনী তাহার উদ্দেশ বাগ্দত্তা হইয়া ছিল। হরাশি এই রূপ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণেই ঐ ভগিনীকে হত্যা করিলেন। হায় হায়! ক্রোধেতে কি পাপ না হয়! পরে ঐ অপরাধ প্রযুক্ত বিচারকর্ত্তারা হরাশির প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা করিলেন; তখন তাঁহার বৃদ্ধ পিতা স্নেহ প্রযুক্ত বিচারকর্ত্তাকে বিনয় করিয়া কহিলেন, যে ইহাকে পরাক্রমদ্বারা রোমি লোক অন্য দেশকে অধীন করিয়াছে, ও রোমি সৈন্যের অনেকের প্রাণরক্ষা পাইয়াছে। যদি ইনি আপন ভগিনীর বিলাপ সহ্য করিতেন, তবে আমি ইহার কোন দণ্ড করিতাম। বিচারকর্ত্তা ঐ বৃদ্ধ পিতার ক্রন্দন দেখিয়া ও তাহার তদ্রূপ বাক্য শুনিয়া করুণাবিষ্ট হইয়া হরাশির অপরাধ ক্ষমা করিলেন; কিন্তু হরাশি অতি যত্নেতে যে সম্ভ্রম পাইয়াছিলেন তাহা ঐ কু কর্ম্মদ্বারা মলিন করিলেন, ইহাতে যে তাঁহার মনোদুঃখ হইল তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

১১ একাদশ অধ্যায়।
দ্রাকো ও সলোন্ প্রভৃতির বিবরণ।

আথিনী লোক উত্তম রূপে রাজ্যশাসন করিবার নিমিত্তে ও স্ব২ ব্যবহারার্থে লিখিত ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা করিলেন; অতএব তাঁহারা দ্রাকো নামে এক রাজাকে উচিত ব্যবস্থা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। তিনিও জ্ঞানবান্ ও বিশ্বাস-পাত্র, কিন্তু নির্দ্দয়স্বভাব ছিলেন। পরে তিনি তাহা প্রস্তুত করিলেন। পরন্তু ব্যবস্থা সকল কঠোর রূপে করিলেন, যেহেতু অল্পাপরাধে প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন। যখন বিশিষ্টেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আপনি কেন এমত করিয়াছেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে অল্পাপ-রাধের উপযুক্ত দণ্ড মৃত্যু ও প্রবলাপরাধের দণ্ড ইহার অধিক নাই। এই আশ্চর্য্য বাক্য শুনিয়া দ্রাকোর দয়া ধর্ম্ম নাই এমত বোধ হইল। ব্যবস্থা কেবল অপরাধের দণ্ডের নিমিত্তে নয়, কিন্তু যেন কেহ অপরাধ না করে তন্নিমিত্তেও হয়; কেননা যদি কোন লোক এক বার অপরাধ করিয়া সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হয়, তবে পুনর্ব্বার কুকর্ম্ম না করিয়া ধার্ম্মিক ও সুখী হইতে পারে। তৎকালে দ্রাকোর ব্যবস্থা এমত কঠিনা হইল, যে আথিনী লোক তাহা পালন করিতে পারিল না; অতএব ব্যবস্থা প্রস্তুতের পূর্ব্বে তাহাদের যে প্রকার গতি ছিল, ব্যবস্থা বিদ্যমানেও সেই রূপ থাকিল। অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের ঐ রূপে বিশৃঙ্খল ব্যবহার ছিল।

দ্রাকোর মরণের ১৫০ বৎসর পরে আথিনী লোক সলোন্ নামে এক বিজ্ঞ লোককে আপনাদের অধ্যক্ষ করিয়া

ব্যবস্থা বিধান করিতে তাঁহাকে অনুমতি করিলেন। তিনি য়ুনানের সাত জন বিজ্ঞতমের মধ্যে এক জন ছিলেন। এক সময়ে তিনি লুদিয়া দেশের রাজা ক্রীসকে এক উত্তম উত্তর করিলেন; এই রাজা মহা ধনবান্ হইয়া আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সলোন্‌কে দেখাইয়া কহিলেন, যে এই জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে তুমি মহা সুখী বোধ কর? তাহা শুনিয়া সলোন্ উত্তর করিলেন, যে আমার দেশেতে এক উত্তম মানুষ যাহার জীবন রক্ষা মাত্র প্রয়োজন ছিল, তাহাকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা মহা সুখী বোধ করি। পুনর্ব্বার রাজা কহিলেন, যে তদ্ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিকে তুমি পরম সুখী করিয়া জ্ঞান কর? তখন রাজার অভিপ্রায় যে সলোন্ এই বার আমার নাম করিবে। তাহাতে সলোন্ উত্তর করিলেন, যে আমার দেশে এক ব্যক্তির দুই উত্তম পুত্র ছিল, যাহারা আপন মাতা পিতার শুশ্রূষা ও তদ্দেশীয়ের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত প্রাণপণে উপকার করিল। তখন রাজা নিরাশ হইয়া কহিলেন, যে তবে কি আমাকে সুখী করিয়া লক্ষ্য কর না? তাহাতে তিনি কহিলেন, যে মরণের পূর্ব্বে কাহাকেও সুখী বলা যায় না। ক্রীস রাজ তাহার পরে যখন কুর নৃপকর্তৃক পরাজিত ও বন্ধনগ্রস্ত হইয়া রাজাজ্ঞায় দগ্ধ হইতে শ্মশানেতে নীত ছিলেন তখন তিনি সলোনের বাক্য স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যে হে সলোন্ হে সলোন্। তখন কুর রাজা এই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ইহার তাৎপর্য্য কি? তখন তিনি সলোনের তাবৎ কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এবং কুর রাজা তাহাতে বড় হিত বোধ করিয়া ক্রীসের প্রাণ রক্ষা করিলেন। এই রূপে সলোন্ এক রাজাকে আপন বাক্যদ্বারা রক্ষা করিলেন, ও অপর রাজাকে হিত বোধ করাইলেন।

যখন তিনি ব্যবস্থা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন তখন দ্রাকোর ব্যবস্থা স্থগিত করিয়া রাখিলেন, ও সকল লোকদের মধ্যে ধন সমান করিয়া রাখিতে যত্ন করিলেন। তিনি আরিওপাগ নামে এক আদালত প্রস্তুত করিলেন, ঐ আদালত পূর্ব্ব কালে প্রবল; পরে সলোনের সময়ে দুর্ব্বল হইয়াছিল। সলোন্ ঐ আদালতে কেবল প্রধান ২ অধ্যক্ষ লোককে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। তাহাতে অল্প দিবসেই তাহা মহামান্য হইল; এবং আথিনী নগরের প্রধান আদালত তাহাই ছিল। তাহার নামের অর্থ এই, আরিও কার্ত্তিকেয়, পাগ পর্ব্বত, এই উভয় পদ যুক্ত হইলে কার্ত্তিকেয়ের পর্ব্বত বোধ হয়। সলোন্ কর্ত্তৃক অনেক উত্তম ও সরল ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিরূপিত ছিল। আথিনী লোক ঐ সকল ব্যবস্থানুসারে ব্যবহার করিত, ও তদ্দ্বারা তাহারা জ্ঞানেতে ও ধর্ম্মেতে বড় তৎপর হইল। ইহাতে দেখ, যে এক মনুষ্যের প্রযত্নেতে কত হিত হয়; এবং সমগ্র দেশের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় তাহা কেবল নয়; কিন্তু যে লোকেরা পূর্ব্বেতে লম্পট ছিল তাহারা বিশিষ্ট ও ধার্ম্মিক হয়।

য়ুনানী লোকদের মধ্যে সাত জন জ্ঞানী ছিলেন। মিলিতীয় থালী, ও আথিনীয় সলোন্, ও মিতিলিনীয় পিতাক, ও কোরিন্থীয় পেরিআন্দর, ও প্রিয়নীয় ব্যাস, ও রোদিস্থলিন্দীয় ক্লিয়বুল, ও স্পার্ত্তীয় খিলো, এই সাত জনের মধ্যে থালী প্রধান ছিলেন; তাঁহার সহিত সলোনের মিত্রতা ছিল। তিনি ফয়িনিকীয় কাদ্মের বংশে উৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা মিলিত নগরে বাস করিলে তিনি সেখানে জন্মিয়াছিলেন। অন্য প্রাচীন লোকদের মতে তিনি জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্তে অন্য ২ দেশে অর্থাৎ ক্রীতী ও ফয়ি-

নিকীয় ও মিসর দেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি মিসর দে-শেতে পুরোহিতদ্বারা ভূপরিমাণ বিদ্যা ও নক্ষত্র বিদ্যা ও পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা পাইলেন। এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহাদি-গকে তিনি ছায়া দর্শনদ্বারা সেই দেশের যে ত্রিকোণ অত্যুচ্চ স্তম্ভ, তাহার দীর্ঘ মাপ করণে উপায় শিক্ষা করাইলেন। তৎ কালে ঐ পরিমাণ বিদ্যা মহাশ্চর্য্য ছিল, কিন্তু এইক্ষণে অঙ্ক-গণনাদ্বারা শীঘ্র নির্ণয় হইতেছে। থালী মিলিত নগরে পুন-র্ব্বার আগত হইলে বড় সুখ্যাতি পাইলেন, এবং তিনি তদ্যোগ্যও বটেন ; কেননা তিনি প্রথমে সূর্য্য গ্রহণের গনণা নির্ণয় করিলেন, ও বায়ু ও মেঘ গর্জ্জন ও বিদ্যুতের কারণ নির্ণয় করিলেন। এবং বিষুব রেখা ও সংক্রান্তি ব্যক্ত করি-লেন, এবং ক্রমিক ঋতু গণ নিশ্চয় করিলেন, ও বৎসরের মধ্যে যে ৩৬৫ দিবস তাহাও স্থির করিলেন।

তিনি বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্তে অনেক কাল যাপন করিয়া-ছিলেন, এবং তাঁহার মাতা বিবাহ করিবার নিমিত্তে মিন-তি করিলে তিনি কহিলেন, যে ভ্রমণের পূর্ব্বে আমি বিবাহের অযোগ্য যুবা ছিলাম, এইক্ষণেও বিবাহের অযোগ্য বৃদ্ধ হই-য়াছি, তবে আমার বিবাহের অবকাশ কোথা ? সলোন্ প্রকা-রান্তর বোধ করিয়া বিবাহ করিলেন, ও নানা সময়েতে থালীর সহিত মিলিত হইয়া অবিবাহিত লোকদের ক্লেশ উপহাস ক্রমে ব্যক্ত করিলেন। থালী তাঁহার প্রতিকারার্থে এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন, যে সলোন্ আমার নিকটে বসিলে তুমি আসিয়া যে আথিনীহইতে আইলা এমত আমাদিগকে জানাইবা, এবং আমি যাহা কহিতেছি তাহা কহিবা। পরে উভয়ে বসিলে সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে সলোন্ আথিনীয় প্রযুক্ত

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তথাকার সম্বাদ কি? সে ব্যক্তি কহিল, যে এক উত্তম যুবা পুরুষ মরিয়াছে, তাহাতে তাবৎ নগরবাসিরা দুঃখেতে কাতর আছে। সলোন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তাহার নাম কি? তাহাতে সে কহিল, আমি তাহা জ্ঞাত নই, কিন্তু তাহার পিতা মহাজ্ঞানী, সম্প্রতি তিনি বিদেশে আছেন। সলোন্ ইহা শুনিয়া হাহাকার করিয়া কহিলেন, যে নিতান্তই সে আমার পুত্র বটে। তখন সলোন্ ক্রন্দন করিতে ও কেশ ছিঁড়িতে লাগিলেন। থালী তাহা দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, যে আপন শোক শান্ত করিয়া অবিবাহিত লোকের যে সুখ, তাহা বোধ কর। কিন্তু যে দুঃখ তোমার হইয়াছে তাহা তাহাদিগের কদাচ সম্ভবে না; অতএব শান্ত হও, এ সম্বাদ সত্য নয়, তোমার পুত্র বাঁচিয়া আছে॥

পরে কএক ইওনীয় লোক কতক মিলিতীয় জালিয়া মানুষের সহিত এই স্থির করিল, যে এক বার জাল নিক্ষেপ করিলে তোমাদিগকে এত বেতন দিব। পরে তাহারা জাল নিক্ষেপ করিয়া তীরেতে জাল উঠাইলে তাহার মধ্যে এক স্বর্ণময় ত্রিপদী পাওয়া গেল; এবং তাহারা বোধ করিল যে হেলিনা নারী ত্রয় নগরহইতে ফিরিয়া এই ত্রিপদী সমুদ্রে ফেলিয়াছিলেন। পরে সেই ত্রিপদীর নিমিত্তে ধীবরদের সহিত ইওনীয় লোকদের বিবাদ আরম্ভ হইল। তাহা কাহাদিগের হইবে ইহা স্থির করিতে না পারিয়া সকলে দেল্ফীয় দৈববাণীদ্বারা স্থির করিতে সম্মত হইল। তৎ পরে দৈববাণী হইল, যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিমিত্তে। তখন মিলিতীয় ধীবরেরা থালীকে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী জানিয়া ঐ ত্রিপদী তাঁহার নিকটে পাঠাইল। থালী অভিমান শূন্য হইয়া ব্যাসের নি-

কটে তাহা পাঠাইলেন। পরে ব্যাস পিত্তাকের সমীপে তাহা প্রেরণ করিলেন। সর্ব্ব শেষে ঐ ত্রিপদী সলোনের নিকটে প্রেরিত হইলে তিনি নিশ্চয় করিলেন, যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী পরমেশ্বর। তখন সেই বাক্যানুসারে ত্রিপদী দেল্‌ফীয়দের মন্দিরে পরমেশ্বরোদ্দেশে দত্তা হইল।

থালী ক্রীস রাজার মহোপকারক ছিলেন। ঐ রাজা যখন নৌকা ও পুল না থাকাতে আপন সেনাগণকে হালী নদী পার করিতে পারিলেন না, তখন থালী ছাউনীর পশ্চাদ্ভাগে নদীহইতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার এক খাল কাটিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে নদীর জল সেইখালে প্রবেশ করাতে নদীর জলের অল্পতা হইলে সৈন্য গণ অনায়াসে পার হইল। থালী ৯৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাচিঁয়া মরণের সময়ে আপন ধর্ম্মেতে ও জ্ঞানেতে মহামানি হইয়াছিলেন; এবং মরণান্তে মিলি- তীয়েরা মহা গৌরবেতে তাঁহার সমাধি কর্ম্ম করিয়া তাঁহার স্মরণার্থে সেই স্থানে এক মহা স্তম্ভ নির্ম্মিত করিলেন।

আথিনী নগরে থিস্পি নামক এক জন প্রথম কৌতুককারী ছিল; সে ও তাঁহার সঙ্গি লোকেরা, প্রথমে গৃহের মধ্যে কৌতুক না করিয়া পথে২ এক বৃহৎ শকটের উপরে করিত। সলোন সেই কৌতুককে হেয় বোধ না করিয়া তাহা দেখিতে এক দিবস গেলেন; কিন্তু কৌতুক সমাপ্ত হইলে তিনি থিস্পিকে ডাকিয়া কহিলেন, যে এত মিথ্যা বাক্য কহিতে তো- মার লজ্জা হয় না? তাহাতে সে কহিল, যে ইহা কেবল কৌতুক নিমিত্তে কহা যায়। সলোন ইহা শুনিয়া ভূমিতে আপন যষ্টি তাড়ন করিয়া কহিলেন, যদি তোমার তুচ্ছ কর্ম্ম যে কৌ- তুক, তাহাতে মিথ্যা কথা কহিতে পার, তবে বুঝি অভ্যাসদ্বারা

অন্য বিষয়েতেও মিথ্যা কহিবা।' সলোন্ যদি এই কথা ব্যতি-রেকে আর কিছু না কহিতেন, তবে তাহাতেই জ্ঞানী রূপ প্রসিদ্ধ হইতেন।

লোকমান অশেষ দৃষ্টান্তবাক্যদ্বারা ক্রীস রাজার নিকটে মহা-মান্য ছিলেন; কিন্তু সলোন্ আপনার অসভ্যতা হেতুক তাদৃশ মান্য হইলেন না; এই কারণ লোকমান কহিলেন, যদি কেহ সভ্য বাক্য কহিতে না জানে, তবে রাজ বর্গের সহিত আলাপ করা উপযুক্ত নয়। সলোন্ তাহার উত্তর করিলেন, যদি কেহ কর্ম্মণ্য বাক্য কহিতে না পারে, তবে তাহার কথা কহা কর্ত্তব্য নয়। ইহাতে মনোযোগ কর, যে উত্তম জ্ঞানি লোকেরা মুখা-পেক্ষা কথা না কহিয়া কেবল সত্য বাক্যই কহেন; যেখানে মূর্খ দুর্জন লোকেরা মিথ্যা কথা কহে সেখানে সত্য ও ধর্ম্ম নাই।

পিসিস্ত্রাত নামে এক আথিনীয় ব্যক্তি মনুষ্য গণের উপরে প্রধান্য করিবার নিমিত্তে আপন শরীরেতে শস্ত্রাঘাত করিয়া বাজারের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া কহিল, যে আথিনীয় লোকের শত্রুগণ আমাকে কাটিয়াছে। তাহা শুনিয়া সলোন্ উপহাস ক্রমে কহিলেন, হে পিসিস্ত্রাত, তুমি মন্দরূপে লউমিসের অনুরূপ কর্ম্ম করিতেছ; তিনি আপন শত্রুগণকে ভুলাইবার নিমিত্তে আপনার হিংসা করিলেন; কিন্তু তুমি আপন বন্ধুগণকে ভুলা-ইতে আপন শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়াছ। আথিনীয় সাধারণ লোক সলোনের উপদেশ বাক্য না শুনিলে পিসিস্ত্রাত তাহা-দের রাজা হইল; ও সলোন কুপ্রোপদ্বীপে প্রস্থান করিয়া বৃদ্ধ হইয়া আপন দেশের হিতচেষ্টা প্রযুক্ত সুখী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

যে সময়েতে সলোন্ ও থালী ধর্ম্ম ও জ্ঞানরাদ্বা আপন দেশের মঙ্গল করিতে ছিলেন, সে সময়ে করিন্থীয় দেশ

পেরিয়ান্দরের দৌরাত্ম্যেতে উৎপাত গুস্ত ছিল। পেরিয়ান্দর য়ুনানীয় সাত জ্ঞানির এক জন ছিলেন, কিন্তু কেবল স্বীয় পরাক্রমেতে বিখ্যাত ছিলেন; পরন্তু সদ্গুণ ও সৎক্রিয়াদ্বারা নয়। পূর্ব্বেতে তাহার পিতা ঐ দেশের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে পেরিয়ান্দর নিজ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলে প্রথমে সুকৈতবেতে রাজ্যশাসন করিলেন; পরে তিনি স্বাধীন হইতে বাঞ্ছা করিলে সকল লোক তাঁহাতে বিরক্ত হইল। তখন তিনি রাজ্যের প্রজাগণকে দমন করিবার উপায় তদর্থে মিলিতীয় থ্রাসিবুল রাজার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। থ্রাসিবুল দূতগণকে উত্তর না দিয়া এক শস্যক্ষেত্রে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া, যে শস্যের শীষ অন্য শীষহইতে বর্দ্ধিত ছিল তাহা ছেদন করিলেন। পরে পেরিয়ান্দর দূতের কথা শুনিয়া তৎকর্ম্মের অভিপ্রায় বুঝিয়া করিন্থীয় তাবৎ ধনবান্ ও ভদ্র লোককে একত্র করিয়া সৈন্যদ্বারা তাহারদিগের মস্তক ছেদন করিলেন। তিনি নিজ প্রজাগণের প্রতি এমত কুকর্ম্ম করিলেন তন্মাত্র নয়, কিন্তু আপন পত্নী ও পুত্রের প্রতিও ক্রূর ছিলেন। তাহার এই মাত্র প্রশংসনীয় এক গুণ ছিল, যে পণ্ডিত গণের বন্ধু ছিলেন, ও সকল বিজ্ঞ গণকে আপন রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করিয়া উত্তম রূপে ভোজন করাইতেন। তাঁহার জ্ঞানের কথা অতি সুন্দর, কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম অতি মন্দ ছিল; এই কারণ অনেকে বোধ করে যে এক ব্যক্তিতে এই উভয় সম্ভবে না; অতএব ঐ নামে দুই জন ছিল। তাঁহার বিষয় যে২ বিবরণ আছে, তাহা তাঁহার শত্রুগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। তাহারা লিখিয়াছে যে ইনি ৮০ বৎসর বয়স্ক হইয়া কোন কারণেতে আপনাকে হত্যা করিলেন, কিন্তু করিন্থীয় লোক তাঁহার মরণের পরে

তদীয় বিদ্যার গৌরব জানাইতে এক মহা স্তম্ভ তথা প্রস্তুত করিলেন।

পেরিয়ান্দরের সময়ে আরিওনের বিষয় এক পরমাশ্চর্য্য আছে। আরিওন বড় কবি ও সুবাদক হইয়া পেরিয়ান্দরের সহিত ইটালি দেশে গমন করিলেন। এবং তিনি সেখানে একাকী থাকিয়া অনেক ধন উপার্জ্জন করিলে পরে আপন দেশে আগমন করিতে বাঞ্ছা করিলেন। এবং করিন্তীয় জাহাজি লোককে বিশ্বস্ত বোধ করিয়া তারিন্ত নগরে তাহাদের এক জাহাজে উঠিলেন। কিন্তু জাহাজ সমুদ্রস্থ হইলে তাহারা তাহার ধন লইবার নিমিত্তে তাঁহাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলিতে চেষ্টা করিল। তিনি আপন প্রাণরক্ষার্থে তাহাদিগকে মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা না শুনিলে তিনি মরণ কালে আপন বাঁশীর দ্বারা এক রাগ গাইতে চাহিলেন। তাঁহারা তাহা স্বীকার করিলে তিনি জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া এক গান স্বর যোগে বংশীতে গাইলেন। গান সমাপ্ত হইলে পর আপন মণি মুক্তাদি ধনের সহিত সমুদ্রের মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। তাহাতে এই গল্প প্রসিদ্ধ আছে, যে মৎস্যগণ তাহার সেই রাগিণীতে আকৃষ্ট হইয়া জাহাজের নিকটে আসিয়াছিল; পরে তিনি ঝম্প দিলে পর এক বৃহৎ মৎস্যের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দৈব যোগে তীর প্রাপ্ত হইলেন। পরে স্ব দেশ প্রাপ্ত হইয়া পেরিয়ান্দরকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। যখন জাহাজি লোকেরা তথা উপস্থিত হইল, তখন পেরিয়ান্দর তাহাদিগকে ডাকিয়া আরিওনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, যে তারিন্ত নগরে তাঁহাকে আমরা ছাড়িলাম; ইহা কহিতে২ এক দ্বার খোলা হইলে আরিওন যে বেশে ও রূপে জাহাজহইতে সমুদ্রে ঝম্প দিয়াছিলেন, সেই

রূপে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া তখন তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল, পেরিয়ান্দর তাহাদিগকে ক্রুশেতে হত্যা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

কুর রাজার বিবরণ।

আথিনী নগরস্থ সলোনের অধ্যক্ষতার অল্প কাল পূর্ব্বে প্রশংসনীয় এক রাজকুমার জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কুর, ও তাঁহার পিতা ফার্শী দেশের রাজা, তাঁহার নাম কাম্বুসি ছিল। এবং তাঁহার পিতামহ মিদিয়া দেশের রাজা, তাঁহার নাম আস্তুগি।

সেই সময়েতে ফার্শী লোকদের ব্যবহার অতি উত্তম ছিল। তাহারা বস্ত্রেতে ও আহারেতে ও আচরণেতে অতি অমায়িক ছিল, এই কারণ কুর রাজপুত্র উত্তম স্বভাবে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন; তৎ প্রযুক্ত তিনি নম্র ও বিষয়বিরক্ত ছিলেন। তিনি যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতা মান্দানী পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। মিদিয়া রাজধানীতে ঐশ্বর্য্য ও সুখসম্ভোগ দেখিয়া রাজপুত্র বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইলেন। আস্তুগী পৌত্রের উত্তম কথোপকথনে ও সারল্য ব্যবহারে পরম সন্তুষ্ট হইয়া এক মহা ভোজ করিলেন, এবং তাঁহাকে নানা বিধ যৌতুক দিলেন; কিন্তু রাজপুত্র তাবৎ ধন গ্রহণ করিয়া পিতামহের মন্ত্রিদিগকে প্রদান করিলেন। এক মন্ত্রিকে দিয়া কহিলেন, যে তোমাকে দিবার কারণ এই, যে তুমি আমাকে সুশিক্ষা দিয়াছিলা। অপর মন্ত্রিকে দিয়া কহিলেন, তোমাকে যে আমি

দিলাম তাহার কারণ এই, যে তুমি আমার মাতার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ। এবং অন্য মন্ত্রিকে দিয়া কহিলেন, যে তোমাকে দিবার কারণ এই, যে আমার প্রাচীন পিতামহের সেবা করিতেছ। এই সকল কহিয়া মন্ত্রিগণকে দিলেন। ইহাতে এই প্রকাশ হয়, যে তিনি মহাদাতা, কেবল তন্মাত্র নয় কিন্তু উপকার বোধ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দান করিতেন।

তাঁহার পিতামহের পানপাত্রধারী শাকা, তাঁহাকে পিতামহের নিকট যাইতে অনেক বার নিষেধ করিলেন; তৎপ্রযুক্ত তাহাকে কিছু দিলেন না; তাহাতে তাঁহার পিতামহ কিঞ্চিদ্বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, এই উপযুক্ত ব্যক্তিকে কি কারণ কিছু দিলা না? তিনি নিবেদন করিলেন, যে এই ব্যক্তি উপযুক্ত নয়, ও তাহার কর্ম্ম করিবার আবশ্যক নাই; এ কর্ম্ম আমি করিতে পারি; ইহা কহিয়া তাহার হস্তহইতে পানপাত্র লইয়া আপন মাতৃহস্তে নম্র ভাবে উত্তম রূপে দিলেন। তাহা দেখিয়া রাজা তাঁহার নিপুণতা প্রশংসা করিলেন, কিন্তু হাস্য করিয়া কহিলেন, যে এই পানপাত্রধারী এক কর্ম্ম ভুলিয়াছে। কুর তাহা শুনিয়া কহিলেন, যে আমি কি ভুলিয়াছি! তাহাতে রাজা কহিলেন, মাতাকে দিবার সময়ে তুমি চাকিলা না। ইহাতে তিনি উত্তর দিলেন, যে আমি তাহা ভুলি নাই, কিন্তু বিষ পান করিতে আমি বাঞ্ছা করি না। রাজা কহিলেন, বিষ কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ পাত্রেতে নিতান্তই বিষ আছে; কেননা অনেকে এই পেয় বস্তু পান করিয়া চপল ও পীড়িত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়ে। তাহাতে রাজা কহিলেন, তবে কি তোমার দেশে লোকেরা ইহা পান করে না? তিনি কহিলেন, যে না, কিন্তু তৃষ্ণা বারণার্থে জল পান করে। অনেক বালকেরা প্রথমে কুরের ন্যায় বোধ করে, কিন্তু বাল্যাবস্থার পরে যদি এই রূপ বোধ করে তবে উত্তম

বটে, কেননা যাহাতে রোগ ও উন্মত্ততা ও চিত্তভ্রংশ হয় এমন মদিরা ও সুরাপান কর্ত্তব্য নয়। এই মাদক দ্রব্য বিষতুল্য বটে, কেননা তাহাতে অনেকে নষ্ট হয়।

কিছু দিন পরে কুৎর আপন বাটীতে গমন করিয়া নিজ পিতার অতিশয় আজ্ঞাবর্ত্তী হইলেন, এবং তাঁহাহইতে অনেক সুশিক্ষা পাইলেন। পরে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া তিনি অনেক সংগ্রাম করিলেন, এবং শত্রুবর্গের প্রতি যেমন বিক্রমান্বিত ছিলেন তেমন ক্ষুদ্রয়ান লোকের প্রতি দয়ালু ছিলেন। তিনি যে প্রকারে ক্রীস রাজার প্রতি ক্ষমাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যখন ক্রীস রাজা ধন সম্পত্তিতে অত্যাশক্ত হইয়া কুর রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমার ধনের ভাণ্ডার কোথায়? তখন তিনি আপন মন্ত্রিগণের নিকটে পত্র প্রেরণ করিলে তাহারা নানা ধন সংগ্রহ করিয়া অতি ত্বরায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; তাহাতে তিনি ক্রীশকে কহিলেন, যে এই দেখ, আমার ধন সম্পত্তির ভাণ্ডার আমার প্রজা গণের অন্তঃকরণ। পরন্তু বুদ্ধির কৌশল ও সুব্যবহার প্রযুক্ত তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রেম ও প্রত্যাশা করিল, ও যাহা তিনি চাহিলেন তাহাই তাঁহারা দিতে প্রস্তুত হইল; তাহা কুর রাজা জ্ঞাত হইলেন। তাঁহার বিচার নৈপুণ্য ও কীর্ত্তি ও সৌজন্যের বিবরণ অতি বাহুল্য প্রযুক্ত এ স্থানে সকল প্রকাশ করণ অসাধ্য, কিন্তু অন্য ২ পুস্তকে সকল ব্যক্ত আছে। এই স্থানে তদ্বিষয়ে কেবল আর এক কথা কহা যাইবে। তিনি বাবেল নগর অবরোধ করিয়া বহু দিবস পর্য্যন্ত সেখানে যুদ্ধ করিয়া তাহা স্বাধীন করিলেন। এবং নিম্রোদের সময়াবধি যে আসুরীয় রাজ্য হইয়াছিল, তাহা তিনি লুপ্ত করিয়া

আপন রাজ্য বৃদ্ধি করিলেন। তিনি বাবেল নগরের মধ্যস্থিত নদীর জল পথান্তরদ্বারা চালাইয়া সৈন্যের সহিত পিত্তলের দ্বারের নিম্ন ভাগ দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, ও যে সময়ে বাবেল রাজা আপন মন্ত্রিগণের সহিত বসিয়া পান ভোজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে পড়িয়া তিনি রাজাকে সংহার করিয়া নগরের অধিপতি হইলেন।

পরে আপন পিতা ও মাতামহ ও পিতৃব্যের মরণ হইলে তিনি মিদিয়া ও ফার্শী দেশের রাজা হইলেন। পরে ক্রমে ২ অন্য ২ দেশ জয় করিলেন। সপ্ততি বৎসর বয়স্ক হইলে কীর্ত্তিতে ও ঐশ্বর্য্যেতে পরিপূর্ণ হইয়া আপন পুত্র পৌত্রাদি পরিবার বিদ্যমানে কুর রাজা লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। আথিনীয় পিশিস্ত্রাত্তি রাজার মরণের দুই বৎসর পূর্ব্বে কুর নৃপতির মৃত্যু হইয়াছিল॥

সত্য ইতিহাসসার।

দ্বিতীয় ভাগ।

---

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চীন দেশীয় ফোহির বিবরণ।

যে দুই জন ব্যবস্থাপকের বিবরণ পূর্ব্বেতে কথিত হইয়াছে, তাহার এক জন স্পার্ত্তা নগরের লুকর্গ; দ্বিতীয় আথিনী নগরের সলোন্। সম্প্রতি তৃতীয় ব্যবস্থাপকের বিবরণ কহিব। তিনি চীন দেশীয়, ও তাঁহার নাম ফোহি। সলোনের মৃত্যুসময়ে, ঐ ফোহি জন্মিয়াছিলেন। সেই সময়ে কুর রাজা আপন মহৈশ্বর্য্যেতে পরিপূর্ণ ছিলেন। চীন লোকেরা বলেন, যে নোঅহ্ নামে এক ফোহি ছিলেন, এবং তিনি মহাপ্লাবনের পরে চীন দেশের উত্তর ভাগে বসতি করিলে তাঁহাহইতে চীন লোকের উৎপত্তি হইল। এই কথা সত্য কি না তাহা নিশ্চয় হয় না।

ঐ জ্ঞানি ফোহি বাল্যাবস্থাতে ক্রীড়ানুরক্ত না হইয়া বিদ্যাভ্যাসে ও সদাচারে অতি নিবিষ্ট ছিলেন। ত্রয়োবিংশতি বর্ষ বয়স্ক হইলে তিনি চীন দেশের বিপথগামি ও পাপনিরত লোকদিগকে সুশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়া ধার্ম্মিকতা ও সদ্বিবেচকতা প্রযুক্ত মহা সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি প্রথমে মনে করিলেন, যে আমি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া লোকদের হিত চেষ্টা করিব, পরে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া

তাহাদের হিত চেষ্টা করিয়া কিছু ফল না দেখাতে স্বেচ্ছাক্রমে ঐ পদ পরিত্যাগ করিলেন। পরে ঐ দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া স্বস্থানে আগত হইলে পুনশ্চ রাজাহইতে এক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়েতে চীন রাজ্যের প্রত্যেক খণ্ডে এক২ রাজা ছিলেন।

যেমন পিতা আপন সন্তানগণের প্রতি হন, তেমন রাজাও যেন প্রজা বর্গের প্রতি হন,তিনি এই বাঞ্ছা করিলেন; তন্নিমিত্তে অনেক পুস্তক প্রস্তুত করিলেন, এবং তৎজ্ঞাপনার্থে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া লোকের প্রতি অনেক সদুপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু স্বেচ্ছানুরূপ করিতে পারিলেন না; কেননা তিনি আপন শিষ্যগণকে এই কথা কহিতেন, যে আমার দুঃখের বিষয় এই চতুষ্টয়। প্রথম এই যে আমি ধর্ম্মে অধিক তৎপর হইলাম না। দ্বিতীয় যে বিদ্যাভ্যাসে তাদৃশ যত্ন করি নাই। তৃতীয় যে আমি লোকের প্রতি বিচার সময়ে অনেক ত্রুটি করিয়াছি। চতুর্থ যে আমি উত্তম রূপে ইন্দ্রিয় দমন করি নাই। দেখ, যে মনুষ্য ধর্ম্মেতে ও বিদ্যাতে ও বিচারেতে ও ইন্দ্রিয় দমনেতে বড় তৎপর হয়, তাহার এই রূপ বিনয় বাক্য হয়। ইহাতে প্রমাণ এই, যে উত্তম ব্যক্তিরা অতি নম্র স্বভাব হন।

ফোকি আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে বন্ধুগণকে কহিলেন, যে দেখ, রাজগণ আমার বাক্য শ্রবণ করেন না, এই কারণ আমার জীবন বিফল, এই ক্ষণে মৃত্যুই উত্তম। তিনি বন্ধুগণের মধ্যে অতি প্রাচীন ও জ্ঞানী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মরণের পর চীন লোকেরা তাঁহার বড় প্রশংসা করিল, ও তাঁহার নামে অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার পূজা করিল। তাহারা বোধ করে যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন,

এবং যে২ ইতিহাস তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অতি গৌরব করে; ও তিনি যে২ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অতি হিত বোধ করে। ইহাতে প্রমাণ এই, যে গুণ অবশ্যই প্রশংসিত হয়; যদ্যপি জীবদশাতে না হয় তথাপি মরণের পর হয়। যে সময়ে কোন্‌ছি চীন দেশেতে শিক্ষা দিলেন, সেই সময়ে ফার্সী দেশেতে জেরদস্ত শিক্ষা দিলেন। তিনি ঈশ্বরের তুল্য রূপে সূর্য্য ও অগ্নিকে পূজা করিতে ফার্সী লোককে প্রথমে শিক্ষা দিলেন।

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রোম দেশীয় রাজগণের বিবরণ॥

এই পুস্তকের প্রথমে রমুল ও নুমা ও তুল্ল রাজগণের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এখন অঙ্কমার্ত্তীয় ও লুকীয় তার্কিনীয় প্রিস্ক ও স্বর্ব্বীয়তল্লীয় ও তার্কিনীয় সুপর্ব্বের বিষয় লিখিব। হরাসী ও কুরিয়াশীর যুদ্ধের পরে তুল্ল রাজা কএক বৎসর রাজত্ব করিয়া শেষেতে স্বজনদ্বারা নষ্ট হইলেন, এমত উক্ত আছে। তৎপরে নুমার পৌত্র অঙ্কমার্ত্তীয় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলে তাঁহার রাজ্যসময়ে কোন আশ্চর্য্য নাই; কেবল এই এক আশ্চর্য্য বিষয় আছে, যে লুকীয় নামে এক বিদেশী রোম দেশে আসিয়া ঐ রাজার দুই পুত্রের রক্ষক হইয়াছিলেন।

রাজার মৃত্যুর পরে ঐ রাজ্য তন্মন্ত্রিগণের অধীন থাকাতে ঐ লুকীয় ব্যক্তি ছলেতে ও ধূর্ত্ততাতে তাহার অধিপতি হইলেন। তিনি কহিলেন, যে আমার পত্নী পূর্ব্বেতে আমাকে কহিয়াছিলেন, যে তুমি রোমের রাজা হইবা; কেননা আমি যখন রোম নগরে প্রথমে আসিয়াছিলাম,

তখন নিরাবরণ গাড়িতে নগরে প্রবেশসময়ে উৎক্রোশ নামে এক পক্ষী আসিয়া আমার মস্তকের টুপী লইয়া অনেক প্রকার শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার মস্তকেতে সেই টুপী রাখিল। তৎকালে জ্ঞানি লোকদের যাহাতে অপ্রামাণ্য বোধ হয় তাহা সময় বিশেষ কোন আশ্চর্য্যের হেতু রূপ মান্য হয়। দেখ, ফল প্রাপ্ত হইলে কারণের নিশ্চয় সহজেই হয়।"

ঐ লুকীয় অযথার্থ রূপে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অধিক কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারিলেন না; যেহেতু দুষ্ট ও অবিশ্বাসি জনে আপনাদের দোষ চিন্তাতে কদাচ সুখী হইতে পারে না। পরে লুকীয় হত হইলে জনরব হইল, যে অঙ্কের পুত্রেরা তাহাকে বধ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; তাহাতে তাহাদের রোম নগরহইতে পলায়ন প্রযুক্ত অনুমান হয়, যে তাঁহারা তদ্বিষয়ে দোষী ছিলেন; কেননা নির্দ্দোষ লোকেরা প্রায় কদাচ পালায়ন করে না।

পরে লুকীয়ের পত্নী যাবৎ পর্য্যন্ত আপন স্বপত্নীপুত্রকে সিংহাসনস্থ না করিলেন, তাবৎ পর্য্যন্ত আপন স্বামির মৃত্যু সংগোপন করিলেন। তাহার স্বপত্নীপুত্রের নাম স্বর্ব্বীয়-তল্লীয়। তদ্বিষয়ে এক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত আছে, যে বাল্যাব-স্থাতে নিদ্রা কালে তাঁহার মস্তকের উপরে এক প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখা দেখা গেল। স্বর্ব্বীয় অতি সুমানুষ ছিলেন, ও তিনি লুকীয়ের দুই পুত্রকে আপন দুই কন্যার বিবাহ দিলেন; এবং অনেক কাল পর্য্যন্ত উত্তম রূপে রাজ্যশাসন করিলে পর তিনি রাজসিংহাসন ত্যাগ করিতে ও নির্জ্জনে কাল যা-পন করিতে মানস করিলেন; কিন্তু তাহা হইতে পারিল না।

তুলিয়া নামে তাহার এক কন্যা আপন স্বামির অপেক্ষা ভগিনীপতিকে প্রেম করিলেন; এবং ভগিনীপতিও তাহা-

কে ঐ রূপ প্রেম করিল। এই কারণ তুলিয়া আপন স্বামি-হত্যা করিলেও তার্ক্বিনীয় নিজ পত্নীকে হত্যা করিলে পরস্পর প্রেম প্রযুক্ত বিবাহ হইল। দেখ, এক দোষ ঘটনা হইতে২ দোষান্তর উপস্থিত হয়, এই কারণ ঐ দুই নির্লজ্জ মানুষ স্বর্ব্বীয় রাজাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল। যখন তার্ক্বিনীয় ঐ রাজাকে বধ করিল, তখন তাঁহার কন্যা তুলিয়া বড় হর্ষান্বিতা হইল। এবং পিতৃবধকারিকে প্রণাম করিতে গাড়িতে উঠিয়া তাহার বাটীতে গেল। সারথি পথের মধ্যে পতিত রক্তাবৃত মৃত রাজাকে দেখিয়া কন্যার শোক যেন না হয় তন্নিমিত্তে পথান্তর দিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু তুলিয়া নির্দ্দয়া হইয়া তাহাকে সেই পথে যাইতে ক্রোধ পূর্ব্বক আজ্ঞা দিলেন। সারথি সেই আজ্ঞানুসারে গাড়ি চালাইলে সেই গাড়ির চাকা বৃদ্ধ ও পক্বকেশ রাজার রক্তের মধ্য দিয়া গেল। দেখ, ঐ কন্যার এই রূপ ক্রূর কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তির হৃৎ কম্প ও রোমাঞ্চ না হয়!

যদ্যপি এই শ্বশুরঘাতি যামাতা ঐ রাজ্যের অধিপতি হইলেন, তথাপি প্রজাগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিল। রাজ্য প্রাপ্তির পর তাহার নাম তার্ক্বিনীয় সুপর্ব্ব হইল, অর্থাৎ তার্ক্বিনীয় নামক অহঙ্কারী। তিনি আপন পুত্রকে ও আত্ম সদৃশ করিলেন; কেননা তিনি সেক্সট নামে নিজ পুত্রকে গাবীয় নগরে প্রেরণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া কহিবা, যে আমার পিতার দৌরাত্ম্যেতে আমি পলায়ন করিয়া এখানে আসিয়াছি। পরে তন্নগরীয় লোকেরা তাহার প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিল, ও তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সময় ক্রমে তাহাকে আপনাদের সেনাপতি করিলে তাহার পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ

হইল। পরে ঐ রাজপুত্র আপন পিতার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া সকল অবগত করাইল, যে এইক্ষণে কর্ত্তব্য কি? পিতা উত্তর না দিয়া ঐ দূতকে উদ্যানের মধ্যে লইয়া পোস্ত বৃক্ষের উচ্চতর মস্তক সকল ছেদ করিলেন। দূতের সহিত কোন কথা কহিতে কিম্বা তাহার হস্তে লিপি প্রেরণ করিতে তাঁহার শঙ্কা ছিল; কেননা দুষ্ট লোক আপন বিশ্বাসঘাতকতার ও ক্রূরতার প্রতিফল প্রাপ্তির শঙ্কাতে সতত উদ্বিগ্ন থাকে।

তখন সেক্স্টস দূতবাক্যে আপন পিতার দুষ্টাভিপ্রায় বোধ করিয়া তদনুরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইল; তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে গাবীয় নগরের তাবৎ প্রধান লোকের মস্তক ছেদন করিল। ঐ নগর বুদ্ধিমন্ত ও পরাক্রান্ত লোককর্ত্তৃক রক্ষিত না হওয়াতে তাহার পিতা রোমীয় রাজা ঐ নগর আক্রমণ করিয়া স্বাধীন করিল। দেখ, যে নগরীয় লোকেরা ঐ পুত্রকে অনুগ্রহ করিয়া উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি তাহাদিগকে অশেষ ক্লেশভাগী করিয়া শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল।

ঐ উভয়ের দুষ্টতার নিষ্কৃতি এই রূপে অতি ত্বরায় হইল। সেক্স্টস ও কল্লাতিন নামে এক রোমীয় প্রধান লোক ও অন্য সেনাপতিরা সসৈন্য হইয়া রোমের নিকটস্থ আর্দ্দিয়া নগর অবরোধ করিয়া তথা থাকিয়া এক দিবস ভোজন পানে একত্র বসিয়া আপন২ ভার্য্যার গুণবিষয়ে প্রশংসা করিল। তাহাতে কল্লাতিন কহিলেন, যে সর্ব্বাপেক্ষা আমার ভার্য্যা উত্তমা। এই প্রকার সকলেই কহিলে পরে স্বামির অসন্নিধানে পত্নীরা কি কর্ম্মেতে প্রবৃত্তা হয়, তাহা জানিবার নিমিত্তে সকলে অশ্বারূঢ় হইয়া রোম নগরে গমন করিলেন। তথা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে সকলের

পাত্রীই ক্রীড়া কৌতুকেতে কালযাপন করিতেছে; কেবল কল্লাতিনের ভার্য্যা লুক্রিতিয়া আপন দাসীর সহিত গৃহেতে বসিয়া কাটনা কাটিতেছেন্‌। সেক্সৎ লুক্রিতিয়ার উত্তমাচার দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইল, এবং আপন স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত যাইতে বিনয় করিতে লাগিলেন।

লুক্রিতিয়া তাহার দুষ্টতা ও দৌরাত্ম্যেতে ভীতা হইয়া আত্মহত্যা করিলেন; তাহাতে তাহার স্বামী কাল্লাতিন মহা দুঃখিত হইলেন। পরে তিনি যুনিয়ক্রুত প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এক দল সৈন্য প্রস্তুত করণদ্বারা ঐ দুষ্ট পিতা পুত্রকে আক্রমণ করিয়া রোম নগরহইতে দূর করিলেন। রোমীয় লোকেরা তদুভয়ের দ্বারা এত ক্লেশ পাইয়াছিল, যে তখন তাঁহারা এই দুই বিষয় স্থির করিল, যে ঐ সপুত্র দুষ্টাত্মা রাজা আমাদিগের নিকটে আর কদাচ আসিতে পারিবে না; এবং অতঃপরে আমাদের অপর রাজা থাকিবেন না; অতএব তাহারা দুই প্রধানাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে দুই বৎসরের নিমিত্তে তাহাদের কর্তৃত্ব নিরূপিত হইল, তাহাতে লুক্রিতিয়ার স্বামী কল্লাতিন ও লুক্রিতিয়ার মৃত্যুর প্রতিফলদাতা যুনিয়ক্রুত রোম নগরের প্রথম প্রধানাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন।

---

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

মিল্‌তিয়াদি সেনাপতির বিবরণ।

যে সময়ে পুত্রের সহিত তার্কিনীয় সুপর্ব্ব রোম নগরহইতে দূরীকৃত হইল, তৎকালে আথিনী নগরহইতে পিসিত্রাতের দুই পুত্র দূরীকৃত হইয়াছিল। তাহাদের কারণ প্রায় এক রূপ।

কেননা তাহারাও তার্কিনিয়ের ন্যায় পরস্ত্রীর প্রতি বলাৎকারেতে গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিল। হিপ্পার্খ নামে যে পিসিস্ত্রাতের পুত্র, সে হার্মোদীয়ের ভগিনীর প্রতি দুষ্টাচরণ করিয়াছিল, তৎ প্রযুক্ত হার্মোদীয় ও তাহার মিত্র আরিস্তগিতন এই উভয় উদ্যোগী হইয়া আপনাদের ঐ শত্রুকে দূর করিল; কিন্তু তন্নিমিত্তেই তাহারা বিপক্ষদ্বারা হত হইল।

পরে হিপ্পিয়া নামে দ্বিতীয় পুত্র একাকী রাজত্ব করিতে ২ লিওনা নামে এক সুন্দরী স্ত্রীকে বলাৎকারেতে বাটীতে আনিল। তাহার এই নিশ্চয় ছিল, যে এই স্ত্রী আমার ভ্রাতার দূরীকরণের সকল বৃত্তান্ত জানে। তন্নিমিত্তে তাহার স্থানে সকল জ্ঞাত হইতে তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে আজ্ঞা দিল। ঐ স্ত্রী মৌন ভাবে থাকিয়া যন্ত্রণা সহিতে লাগিল, এবং শেষেতে অনেক তাড়নাতে কাতরতা প্রযুক্ত যেন ঐ বিষয় প্রকাশ না করে, ইহা স্থির করিয়া দন্তদ্বারা নিজ জিহ্বা ছেদ করিয়া ফেলিল। দেখ, ঐ স্ত্রী এই রূপে প্রাণ ত্যাগ করিয়া আপন মিত্র বর্গের বিশ্বস্তা ছিল, ইহাতেই সাহস ও বিশ্বস্ততার বিষয় উত্তম প্রমাণ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে হিপ্পিয়া ঐ কারণে নগরহইতে দূরীকৃত হইল, এবং লিওনা স্ত্রী ও আরিস্তগিতন ও হার্মোদীয়ের স্মরণার্থে মহা স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। তদ্দ্বারা ঐ নগরের উৎপাত শান্তি হইল।

তৎ পরে কাল্লিস্থিনি নামে আথিনীয় এক ধনবান্ ব্যক্তি তদ্দেশের প্রাধান্য করিতে চেষ্টা করিলেন, পরে পদাভিষিক্ত হইয়া কোন ২ নিয়ম নিরূপিত করিলেন। তাহার মধ্যে প্রধান নিয়মের নাম কস্তুরতা। তাহার বিবরণ এই, যে নগরহইতে কোন লোককে দূর করিতে যদি ইচ্ছা হয় তবে কস্তুরার উপরে তাহার নাম লিখিতে ষষ্টি বর্ষীয় প্রাচীন লোকে

দের ক্ষমতা হইবে। এই নিয়ম নিরূপিত হইলে আরিস্তিদি নামে যে আথিনী নগরের এক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তদ্রূপে দূরীকৃত হইলেন। তিনি ধর্ম্মশীল প্রযুক্ত আরিস্তিদি ধার্ম্মিক রূপে খ্যাত ছিলেন।

পূর্ব্বেতে এক দিবস লেখা পড়াতে অনভিজ্ঞ এক প্রাচীন মানুষ কস্তুরাতে আরিস্তিদির নাম লিখিতে চাহিলে, অপরিচিত আরিস্তিদির নিকটে যাইয়া কহিল, যে হে মহাশয়, আপনি আমার জন্যে কস্তুরাতে এক নাম লিখিবেন। তিনি কহিলেন, কাহার নাম লিখিব? প্রাচীন কহিল, যে আরিস্তিদির নাম লেখ। তিনি কহিলেন, ওয়, আরিস্তিদি তোমার কি অপকার করিয়াছে, যে তুমি তাহাকে দূর করিতে চাহ? প্রাচীন কহিল, যে তিনি আমার কিছু অপকার করেন নাই, কিন্তু আরিস্তিদি ধার্ম্মিক এই বাক্য শুনিয়া আমি বড় বিরক্ত হই। আরিস্তিদি ইহা শুনিয়া তাহার অজ্ঞানতাতে হাস্য করিয়া ও আপনার পক্ষে অপর মন্দ বাক্য না শুনিতে চাহিয়া কস্তুরা লইয়া আপন নাম স্বাক্ষর করিলেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং দূরীকৃত হইলেন; কিন্তু তাঁহার দূর হওনের পূর্ব্বে তিনি আপন দেশের নিমিত্তে অনেক উত্তম২ উপকারক কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

আরিস্তিদির অপেক্ষা মিল্‌তিয়াদি বয়োধিক ছিলেন। তিনি এক সময়ে ফার্শী দেশের রাজা দারিয়ের প্রতি যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইলেন। দারিয় রাজা কুর রাজাহইতে তৃতীয় রাজা ছিলেন; এবং তিনি একদা দাতি নামে আপন সসৈন্য সেনাপতিকে আথিনী নগরকে দগ্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে আথিনীয় সৈন্যগণের সহিত মারাথোন নামে সমুদ্র তীরস্থ এক ক্ষুদ্র নগরের সমীপে ফার্শী সৈন্যের

সাক্ষাৎ হইল। আথিনী সৈন্যের মধ্যে দশ জন সেনাপতি ছিলেন। ঐ প্রত্যেক সেনাপতি পালাক্রমে এক২ দিনে প্রধান সেনাপতি হইতেন। আরিস্তিদি ঐ নিয়ম উত্তম বোধ না করিয়া, আপন সম্ভ্রমের বৃদ্ধি না চাহিয়া দেশের হিত চেষ্টার্থে আপনার নিরূপিত দিবস মিল্‌তিয়াদিকে দিলেন; কেননা তিনি বোধ করিলেন যে সর্ব্বাপেক্ষা মিল্‌তিয়াদি উত্তম সেনাপতি।— দেখ, এক উত্তম উদাহরণদ্বারা লোকদের কত উপকার হইতে পারে।

পরে অন্য সেনাপতিরা আরিস্তিদির তদ্রূপ কর্ম্ম আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া ঐ রূপ আপন২ প্রধান পদ মিল্‌তিয়াদিকে সমর্পণ করিলেন; কিন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত আপনার নিরূপিত দিবস উপস্থিত না হইল, তাবৎ পর্য্যন্ত মিল্‌তিয়াদি যুদ্ধ করিলেন না; পরন্তু ঐ নয় দিবসে কেবল যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত করিলেন। দশম দিবস উপস্থিত হইলে এক তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধেতে আরিস্তিদি ও থিমিস্তক্লি নামে সেনাপতি উত্তম রূপে যুদ্ধ করিলে তাহাতে সৈন্য জয়যুক্ত হইলেন। তাহাদের জয়ের কারণ এই, যে মিল্‌তিয়াদি উত্তম রূপে সৈন্যবিন্যাস করিয়াছিলেন, এবং সকলেই বিক্রম পূর্ব্বক যুদ্ধ করিল। অনন্তর এক জন, আথিনী সৈন্য রক্তাবৃত শরীর হইয়া বেগেতে আথিনী নগরে গিয়া এই কথা, কহিল, যে তোমরা উল্লাসিত হও, তোমাদিগের জয় হইয়াছে, ইহা কহিবা মাত্র পরিশ্রম ও ক্ষত বেদনা প্রযুক্ত ভূমিতে পড়িয়া সে প্রাণত্যাগ করিল।

এই মহা লজ্জার বিষয় যে ঐ মিল্‌তিয়াদি প্রধান সেনাপতি শেষেতে কারাগারে বদ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আথিনী লোক তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া অপবাদ যুক্ত

করিল; তাহাতে বিচারদ্বারা তাঁহাকে অপরাধী নিশ্চয় করিয়া প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিল। পরে তাঁহারা দুঃখ বোধ করিয়া প্রাণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে ধন দণ্ড করিতে আদেশ দিল। সেই নিরূপিত ধন দণ্ড করিতে তিনি অশক্ত হইয়া কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

আরিস্তিদিও আথিনী লোককর্ত্তৃক নগরহইতে দূরীকৃত হইলে প্রতীতি হয় যে আথিনী লোক বড় অকৃতজ্ঞ; কিন্তু আরিস্তিদি নগরহইতে যাইবার সময় কিছু ক্রোধ ও প্রতি দ্বেষের বাক্য না কহিয়া তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন, যে আমার অবর্ত্তমানে যেন ইহাদের কোন বিপদ না হয়। দেখ, মন্দের পরিবর্ত্তে উত্তম করিলে মহদ্ব্যক্তির চিহ্ন প্রাপ্ত হয়।

থিমিস্তক্লি আরিস্তিদির গুণের দ্বেষ করিয়া তাঁহাকে দূর করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু আরিস্তিদি দূরীকৃত হইলে থিমিস্তক্লি তাঁহার গুণের প্রশংসা করিলে আথিনী লোক আরিস্তিদিকে নগরে আনয়ন করিল। ইহার পরে তাঁহার বিষয়ে আর অনেক বৃত্তান্ত হইবে। সম্প্রতি থিমিস্তক্লির এক বিষয় বক্তব্য আছে। তিনি পদপ্রাপ্ত হইয়া হাস্যবদনে এই কথা কহিলেন, যে য়ুনানী দেশেতে আমার পুত্ত্রাপেক্ষা এক জনও বড় নাই; তাহাতে তাঁহার এক মিত্র কহিল, যে এ কি রূপ কথা? তিনি উত্তর করিলেন, যে আথিনী লোক য়ুনানী দেশের কর্ত্তৃত্ব করেন; আমি সেই আথিনী লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করি; আমার স্ত্রী আমার প্রতি কর্ত্তৃত্ব করেন; সেই স্ত্রীর প্রতি আমার ঐ পুত্ত্র কর্ত্তৃত্ব করে।

পুথাগরা নামে এক ব্যক্তি ঐ সময়েতে মরিলেন। তিনি প্রথমে য়ুনানী লোককে শিক্ষা দিলেন, যে মনুষ্যের প্রাণ

মনুষ্যহইতে নির্গত হইয়া পশু শরীরে প্রবিষ্ট হয়। এই কারণ তন্মতাবলম্বি লোকেরা পাছে আপন বন্ধু বান্ধবের মাংস ভোজন হয়, ইহা বোধ করিয়া পশু মাংস ভক্ষণ করিত না।

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রুত প্রভৃতির বিবরণ।

এইক্ষণে আমি দুঃখজনক বৃত্তান্ত কহি। রোম নগরের প্রধান অধ্যক্ষ যুনীয় ব্রুত ও কল্লাতিন ছিলেন। তিত ও তিবিরীয় নামে ব্রুতের দুই পুত্র ছিল। এই দুই জন অপর যুবা পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া দুষ্ট তার্কিনীয় রাজাকে পুনর্ব্বার রাজ্যে আনয়ন করিবার মন্ত্রণা করিল। তাহাদের এই রূপ কু মন্ত্রণা এক দাসদ্বারা অধ্যক্ষগণের গোচর হইলে এই সকল কু মন্ত্রণাকারি জন ধৃত হইয়া শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল; এবং কোড়াদ্বারা প্রহার করিয়া পরে তাহাদের মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা হইল। অপরাধি ব্যক্তির নিরূপিত দণ্ড দেখিতে অধ্যক্ষ ব্যক্তির প্রতি ভার ছিল; এই কারণ আপন সাক্ষাতে প্রহারদ্বারা রক্তাক্ত শরীর ও ছিন্ন মুণ্ড দুই পুত্রকে দেখিয়া ব্রুত মহা দুঃখিত হইলেন। তিনি ঐ দুই পুত্রকে বড় স্নেহ করিতেন; কিন্তু পুত্রাপেক্ষা আপন দেশ ও ন্যায় ভাল বাসিতেন। যদ্যপি তিনি নিজ পুত্র মরণের শোকেতে ব্যাকুল ছিলেন, তথাপি তদপেক্ষা তাহাদের দোষের কারণ অধিক দুঃখিত ছিলেন। তাহাদের মরণ বড় দুঃখের বিষয় বটে; কিন্তু তাহারা যে আপন দোষ প্রযুক্ত মারা পড়িল তাহাতে অধিক দুঃখের বিষয়। বধের পূর্ব্বেতে নগরবাসি

যাবৎ লোক করুণাবিষ্ট হইয়া এই দুই যুবক মানুষকে রক্ষা করিতে অনেক মিনতি করিলে কন্সাতিন স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহাদের পিতা ব্রুত স্বীকার করিলেন না।

তৎপরে তার্কিনীয় ইত্রুরিয়া দেশস্থ কুসীয় নগরের রাজা পর্সিন্নার নিকটে পলায়ন করিল। পর্সিন্না রাজা এক সৈন্য দল প্রস্তুত করিয়া রোম নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিয়া নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে রোমীয় কোন এক মনুষ্যের বিক্রমেতে বাধিত না হইলে নগরে প্রবেশ করিতে পারিতেন। দেখ, এক মনুষ্যের বিক্রমে ও বুদ্ধির কৌশলেতে কত লোকের হিত হইল। এই ব্যক্তির নাম হরাশী কক্লি। প্রবেশোদ্যত শত্রুগণকে পুলের নিকটে আসিতে ও নিজ মিত্রগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কক্লি আপনাদের পুল ভগ্ন করিয়া দগ্ধ করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং সসৈন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রগামী হইলেন। যুদ্ধসময়ে তাঁহার নিকটে দুই ব্যক্তি বন্ধু উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি সমস্ত পুল ভগ্নের পূর্ব্বে তাহাদিগকে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। তাহাতে একাকী হইয়া প্রবল শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন। যখন তিনি পুল পতনের শব্দ ও তৎ প্রযুক্ত রোমি লোকদের উল্লাসিত ধ্বনি শুনিলেন, তখন নদীতে ঝম্প দিয়া সন্তরণদ্বারা আপনাদের পারে সুহৃদ্গণের নিকটে উঠিলেন।

সেই সময়ে আর এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গেল। মুতীয় সীবলা নামে এক যুবা পুরুষ অধ্যক্ষগণের নিকটে যাইয়া কহিলেন, যে যদি তোমাদিগের অনুমতি হয়, তবে আমি শত্রুগণের মধ্যে গিয়া কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করি, তাহাতে তাঁহারা আজ্ঞা দিলে তিনি আপন বেশ পরিবর্ত্ত করিয়া বিপক্ষ সৈন্য মধ্যেতে

প্রবেশ করিলেন। পরে পর্সিন্নার তাম্বুর নিকটে উপস্থিত হইয়া উত্তম বস্ত্রাবৃত এক মানুষকে রাজা বোধ করিয়া তা-হাকে বধ করিলেন; কিন্তু সে জন রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পরে ঐ মন্ত্রিঘাতী পলায়ন করিতে চাহিলে ধরা পড়িল; ও পর্সিন্নার নিকটে আনীত হইলে রাজা তাহাকে কহিলেন, যদি তুমি রোমি লোকদের পরামর্শ প্রকাশ না কর তবে তোমাকে অশেষ যন্ত্রণা দিব। বধকারী উত্তর না করিয়া যে অগ্নি তাঁহার যন্ত্রণার্থে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে নিজ দক্ষিণ হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া দগ্ধ হওন পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া রহিল। পর্সিন্না তাহার তদ্রূপ বিক্রম ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া আপন সিংহাসন হইতে নামিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করি-লেন, এবং কহিলেন, যে তুমি আর ক্লেশভোগ করিও না, নিজ বন্ধুগণের নিকটে ত্বরায় যাও; তাহাতে সে স্বচ্ছন্দ রূপে প্রস্থান করিলেন।

আথিনী লোককর্ত্তৃক আরিস্তিদির দূর করণের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে রোমি লোক কর্ত্তৃক করিওলান নামে এক মহা সেনাপতি দূরীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আরিস্তিদির ন্যায় তাহা সহ্য করেন নাই; পরন্তু রোম দেশের বিপক্ষ বল্সীয় লোকের নিকটে যাইয়া তাহাদিগের সেনাপতি হই-লেন। পরে রোমি লোকের অনেক গ্রামনগর আক্রম করি-য়া স্বাধীন করিলেন। শেষেতে রোম নগরের প্রতি আক্র-মোদ্যত হইয়া প্রায় জয় করিলেন; কিন্তু তাঁহার মাতা ও ভার্য্যা ও সন্তান ও অনেক স্ত্রীগণ বাহিরে যাইয়া তাঁ-হার সাক্ষাতে হাঁটুগাড়িয়া ক্ষমা করিতে মিনতি করিল। সেই মিনতিদ্বারা ক্ষমাপন্ন হইয়া তিনি স্বীয় সৈন্যের সহিত প্রস্থান করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। দেখ, তাহাতে করিওলান

কেমন বিপদগ্রস্ত হইলেন, কেননা বিশ্বাসি বলসীয় লোককে পরহস্তগত করিতে কিম্বা আপন জন্ম ভূমীয় নগর নষ্ট করিতে তাঁহার আবশ্যক ছিল। যদি ইনি অন্যায়েতে নিজ দূরীকরণ সহ্য করিতেন, তবে এমন সঙ্কট উপস্থিত হইত না। উচিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পুরুষের কেবল এক মাত্র দোষ হয় না, কিন্তু নানা দোষ উপস্থিত হয়। পরে বলসীয় লোক তাহার আচরণেতে মহা কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বধ করিল।

---

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

সের্ক্সি প্রভৃতির বিবরণ।

দারিয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সের্ক্সি ফার্শী রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। পূর্ব্বেতে তাঁহার পিতা য়ুনানী দেশ জয় করিতে চেষ্টা করিতে চাহিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে সের্ক্সি রাজা পিতার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তিনি কহিলেন, যে আমি আথিনী দেশের ডুমুর ফল আর ক্রয় করিব না, কিন্তু তাহা স্বাধীন করিলে সকলই আমার হইবে। পরে তিনি আতো নামে বৃহৎ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া এক জাহাজী পথ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন। প্রথমে ঐ পর্ব্বতের প্রতি এক লিপি প্রেরণ করিয়া কহিলেন, যে যদি তুমি আমার ভৃত্যগণের কোনো বাধা জন্মাও তবে আমি তোমাকে খণ্ড২ করিয়া সমুদ্রেতে নিক্ষেপ করিব। অতি শীঘ্র পথ প্রস্তুত হওনার্থে নিযুক্ত ভৃত্যগণকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিলেন।

সময় বিশেষে এক মহা পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া তিনি আপন সৈন্য ও জাহাজ অবলোকন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে উৎকৃষ্ট বোধ করিলেন; কিন্তু শত বৎসরের মধ্যে এই জনসমূহের কোন ব্যক্তি থাকিবে না, এমত নশ্বরতা বোধ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল রোদন করিলেন।

পরে তিনি হেল্লিস্পন্ত নামে এক ক্রোশ পারাবার সমুদ্রের খোরা পার হওনার্থে তাহাতে নৌকাদ্বারা এক পুল প্রস্তুত করাইলেন। অনন্তর এক প্রচণ্ড বায়ুতে জলবৃষ্টি হইয়া পুল ভগ্ন হইলে ঐ সাহঙ্কৃত রাজা আপন প্রভুত্বের গৌরবেতে সমুদ্রের উপরে শৃঙ্খল ফেলিতে ও তিন শত কোড়া মারিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে অন্য পুল নির্ম্মাণ করিয়া য়ুনানী দেশে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে প্রায় সকল য়ুনানী লোক তাঁহার নিকটে মৃত্তিকা ও জল প্রেরণ করিয়া আপনাদিগকে তদধীনত্ব স্বীকার করিল; কিন্তু স্পার্ত্তা ও আথিনী ও থেস্পিয়া প্লাতীয়া নগরস্থ লোকেরা তাহার দূতের সম্মান করিল না, এবং অধীনতার চিহ্ন মৃত্তিকা ও জল পাঠাইল না।

এই রাজা থর্ম্মপুলী নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত যাইতে২ সকলকে জয় করিলেন। সেই স্থানে স্পার্ত্তার এক রাজা লিওনিদা প্রায় তিন চারি হাজার সৈন্য লইয়া বৈরি ভাবে তাঁহার আগমনাপেক্ষা করিয়াছিলেন। সের্ক্সি রাজা চারি দিবস পর্য্যন্ত তথাহইতে ঐ বিপক্ষ সৈন্যের গমনসমাচারের অপেক্ষাতে থাকিলেন; কিন্তু গমনসমাচার না পাইয়া তাহাদের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া এই আদেশ করিলেন, যে তোমরা আপনাদের অস্ত্র শস্ত্র আমার নিকটে সমর্পণ কর। তাহা শুনিয়া লিওনিদা সংক্ষেপে এই উত্তর করিলেন, যে তুমি আগত হইয়া লও। পরে সের্ক্সি রাজার আদেশেতে প্রধান২ যো-

তাঁরা লিওনিদার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বদাই সলজ্জ রূপে যুদ্ধে পরাস্ত হইল।

পরে এক বিশ্বাসঘাতি য়ুনানী লোক সের্ক্সি রাজার নিকটে গিয়া সেই পর্ব্বতের গুপ্ত পথের সন্ধান কহিল, যাহাতে ফার্শী সৈন্যেরা অনায়াসে পর্ব্বতারোহণ করিয়া উপর ভাগ দিয়া য়ুনানী সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিতে পারিল। তখন ফার্শী সৈন্যেরা সেই গুপ্ত পথদ্বারা রাত্রি যোগেতে পর্ব্বতারোহণ করিল। প্রভাতে য়ুনানী সৈন্যেরা দেখিয়া কহিল, যে হায়, আমরা শত্রু হস্তে পতিত হইলাম! আমারদের অল্প সৈন্য ফার্শী রাজার বহু সৈন্যের সহিত কদাচ যুদ্ধ করিতে পারিবে না। ইহা নিশ্চয় করিয়া লিওনিদা রাজা আপনার নিকটে তিন শত মাত্র সেনা রাখিয়া অপর সেনাদিগকে স্ব দেশে প্রেরণ করিলেন। তিনি পূর্ব্বেতে দেবমন্দিরের পরিচারিকা এক স্ত্রীর বাণীদ্বারা বুঝিয়াছিলেন, যে স্পার্ত্তা নগর কিম্বা স্পার্ত্তার রাজা বিনষ্ট হইবে; এই কারণ তিনি স্ব দেশের মঙ্গলার্থে নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে স্থির করিলেন।

পরে সের্ক্সি রাজা নিজ সমস্ত সৈন্য ঐ স্বল্প বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে লিওনিদা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তিন শত সৈন্যের এক জন ব্যতিরেকে সকলেই এই রূপে মরিল। পরে অবশিষ্ট ব্যক্তি স্পার্ত্তা নগরে সম্বাদ দিলে পর ভীরু রূপে সে খ্যাত হইল। ইহার পরে প্লাতীয়ার যুদ্ধেতে ঐ ব্যক্তি নিজ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া আপন লজ্জার পরিহার করিল। যুদ্ধের পরে সের্ক্সি রাজা লিওনিদার মৃত শরীর ফাঁশী কাঠের উপরে টাঙ্গাইলেন; কিন্তু সেই কর্ম্ম তাঁহার অতি লজ্জাকর হইয়াছিল।

পরে এই তিন শত সৈন্যের স্মরণার্থে য়ুনানী লোক ঐ পর্ব্বতের গুপ্ত পথের নিকটে এক মহা স্তম্ভ নির্ম্মিত করিল। যেহেতু তাহারা সকলে পরাঙ্মুখ না হইয়া তিন নিযুত সৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাদের ঐ স্তম্ভের উপরে সিমোনিদি নামে কবি এই বাক্য লিখিলেন, যে হে পথিক, তুমি স্পার্ত্তা নগরে যাইয়া বল, যে আমরা এই স্থলেতে তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছি। দেখ, এই বিক্রান্ত স্পার্ত্তা সৈন্য আপনাদের দেশের কত হিত করিল; কেননা তাহারা ঐ যুদ্ধেতে বিংশতি সহস্র ফার্শী সৈন্য বিনাশ করিল ও যে পর্য্যন্ত আপন দেশীয় লোকেরা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয় তাবৎ কাল তাহারা ফার্শী সৈন্যকে আটক করিয়া রাখিল, এবং এই রূপ যুদ্ধ করণেতে ফার্শী সৈন্যের মনেতে মহাত্রাস জন্মাইল। এই যুদ্ধ মারাথোনের যুদ্ধের দশ বৎসর পরে হইল। অনুমান হয় যে এমত সাহসান্বিত যুদ্ধ আর কখন হয় নাই।

---

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

থিমিস্তক্লি প্রভৃতির বির্বরণ।

লিওনিদার যুদ্ধের পরে ক্ষের্ক্সি রাজা সসৈন্য হইয়া আথিনী নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন থিমিস্তক্লি এই সম্বাদ শুনিয়া স্বীয় নগর পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের জাহাজে সকলকে আরোহণ করিতে পরামর্শ করিলেন। তৎকালে তিনি নগরবাসিদিগকে কহিলেন, যে আমি দৈববাণীদ্বারা জানিয়াছি, যে এই নগর কাষ্ঠময় প্রাচীরদ্বারা রক্ষিত হইবে।

সেই সময়ে কতক জন ঐ দৈববাণীর অর্থান্তর বোধ করিয়া সামান্য কাষ্ঠদ্বারা নগরকে বেষ্টন করিতে পরামর্শ করিল; কিন্তু থিমিস্তক্লির অভিপ্রায় যে জাহাজ নিতান্তই কাষ্ঠময় প্রাচীর, সামান্য কাষ্ঠময় প্রাচীরদ্বারা নগর কদাচ রক্ষিত হয় না। এই প্রাচীন কথানুসারে ইংলণ্ডীয় লোকেরা সংগ্রামিক জাহাজকে কাষ্ঠময় প্রাচীর বলিয়া থাকেন।

যখন আথিনী লোক সকল জাহাজে আরোহণ করিল, তখন আপনাদের প্রিয় নগর পরিত্যাগে তাহাদের বড় দুঃখ হইলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল ত্রিসীনী নগরে পলায়ন করিল। যুবা লোকেরা সালামী নগরীয় জাহাজে আরোহণ করিল। তখন মিল্‌তিয়াদির পুত্র কিমোন্ যৌবন প্রাপ্ত ছিলেন; তিনি আথিনী লোককে আশ্বাস দিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অনেক যত্ন করিলেন; তাহাতে আথিনীর যে অল্প লোক থাকিল তাহারা বিপক্ষ সৈন্যের সহিত প্রাণপণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল।

তখন সের্ক্সি রাজা ঐ রূপ শূন্য নগর প্রাপ্ত হইয়া মহাশ্চয্য বোধ করিলেন। পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নগরস্থ উত্তমং প্রতিমা চিত্রিত পট সকল শুশা নামে আপন দেশের প্রধান নগরে প্রেরণ করিয়া তাহাদের গড় দগ্ধ করিলেন।

য়ুনানী লোকেরা এই ক্ষণে কি কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিতে লাগিল। ঐ বিবেচনাতে স্পার্ত্তা নগরীয় উরিবীয়াদি ও আথিনীয় থিমিস্তক্লির সহিত এক বিরোধ হইল। তখন উরিবীয়াদি ক্রুদ্ধ হইয়া থিমিস্তক্লিকে প্রহার করিতে আপন যষ্টি উঠাইল। থিমিস্তক্লি তাহা দেখিয়া কহিলেন, যে প্রহার কর, কিন্তু আমার বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, থিমিস্তক্লি সৎপরামর্শদ্বারা নিজ দেশ রক্ষা করিতে চাহিয়া এই রূপ অপমান সহ্য

করিলেন। তাঁহার এই সহিষ্ণুতাদ্বারা অনেক উপকার হইল। কেননা উরিবীয়াদি আপন ক্রোধের বিষয়ে লজ্জিত হইয়া থিমিস্তক্লির বাক্য হিতবোধ করিয়া তাহা স্বীকার করিলেন; এবং তদনুসারে আচরণ করিলেন। দেখ, ইহাতে উরিবীয়াদির জ্ঞান ও মহত্ত্ব কেমন প্রকাশ হইল! যে জন আপন দোষ ও বিপক্ষের গুণ স্বীকার করে সে সর্ব্বদাই প্রশংসনীয় হয়।

ঐ সময়ে আরিস্তিদি নিজ সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, ও থিমিস্তক্লি সালামী নগরের সকল জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এক দিবস রাত্রি যোগে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ফার্শী জাহাজ আসিয়া ঘিরিল। আরিস্তিদি ইহা জানিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়া কহিলেন, যে হে থিমিস্তক্লি, যেন তোমার সহিত আমার আর বিপক্ষতা না থাকে; তুমি আজ্ঞা করিলে আমি আজ্ঞাবহ হইব; কিন্তু আমার ইচ্ছা যে অবিলম্বে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করি।

যদি আরিস্তিদি এই সম্বাদ না দিতেন, তবে থিমিস্তক্লি পরাজিত হইলে তাঁহার সর্ব্ব যশ লুপ্ত হইত; কিন্তু তাঁহার জয়ী হওয়াতে অসীম কীর্ত্তি প্রকাশ হইল। তিনি যে আরিস্তিদিকে নগরহইতে দূর করিয়াছিলেন সেই আরিস্তিদিদ্বারা তাঁহার এতাদৃশী কীর্ত্তি হইয়াছিল। পরে থিমিস্তক্লি পূর্ব্ব কৃত দ্বেষ ভাবেতে মহা লজ্জিত হইয়া আরিস্তিদির ন্যায় যত্নপূর্ব্বক সুক্রিয়া করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কেননা তিনি তাঁহার আচরণেতে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। আরিস্তিদির এই আচরণদ্বারা বড় উপকার হইল; কেননা তিনি কেবল আপনি সুক্রিয়া করেন নাই, কিন্তু থিমিস্তক্লিকেও সুক্রিয়াতে প্রবৃত্ত করিলেন।

পরে আথিনীয় লোক ফার্শী জাহাজের প্রতি আক্রমণ করিল, ও অল্প ক্ষণের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইলে কতক গুলি

ফার্শী জাহাজ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। তাহার মধ্যে কতক জাহাজ ধরা পড়িল ও কতক বা জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। তৎকালে সের্ক্সি রাজা য়ুনানী সৈন্যের পরাজয় দেখিতে এক উচ্চতর পর্ব্বতের উপরে বসিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্বিপরীতে নিজ সৈন্যের পরাজয় দেখিয়া বিষন্ন বদনে পলায়ন করিলেন। পরে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া স্ব দেশে যাত্রা করিলেন। গমন কালে হেলিস্পন্ত নামে এক স্থানে উপস্থিত হইলে দেখ তাঁহার নৌকা নির্ম্মিত পুল মহা তরঙ্গদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত অতি সাহঙ্কৃত সেই সের্ক্সি রাজা তখন ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা পার হইয়া স্ব দেশে প্রবেশ করিলেন। এই তাঁহার যুদ্ধযাত্রার শেষ ছিল। ঐ যুদ্ধেতে তাঁহার প্রবল গর্ব্বের খর্ব্ব ও য়ুনানী লোকের গৌরব বৃদ্ধি হইল। তৎপরে য়ুনানী লোক হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনাদের নগরে প্রস্থান করিল; এবং থিমিষ্টক্লি ফার্শী সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া আথিনী নগরে গিয়া দগ্ধ গৃহাদি সারাইতে আজ্ঞা দিলেন।

ঐ সময়েতে কার্থাজ্ নগরস্থেরা মিসর ও গাঁল ও তুর দেশ ও মধ্য সাগর সদ্বীপস্থ লোকের সহিত ব্যবসায় করিয়া ও স্পেন দেশীয় আকরহইতে শোণা রূপা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া মহা ধনাঢ্য ছিল। এই কার্থাজ্ নগরনিবাসিরা সের্ক্সি রাজার সহিত এই এক নিয়ম স্থির করিল, যে যখন২ তুমি য়ুনানী দেশের প্রতি আক্রমণ করিবা তখন আমরা ইটালি ও সিকিলী দেশে যত য়ুনানী লোক আছে তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিব; অতএব তাহারা এক মহা সৈন্য প্রস্তুত করিল, ও তাহাদের সেনাপতি হামিল্কার হইলেন, তিনি সৈন্য লইয়া জাহাজদ্বারা সিকিলী দেশে গিয়া পালির্ম্ম নগরে উপস্থিত হইলেন।

সুরাকুস্ নগরের গিলোন্ নামে যুনানী সেনাপতি ছিলেন, তিনি বড় পরাক্রমশালী প্রযুক্ত হামিল্কার সেনাপতির সহিত সাহসান্বিত হইয়া নৈপুণ্য ভাবে যুদ্ধ করিয়া কার্থাজের সৈন্যগণকে জয় করিলেন। হামিল্কার যুদ্ধে হত হইলে ও তাঁহার জাহাজ সকল দগ্ধ হইলে তাবৎ সৈন্য বন্দী হইল। যে দিবস থিমিস্তক্লি সালামী নগরের নিকটে ফার্শী সৈন্যকে জয় করিলেন, সেই দিবসে গিলোন্ কার্থাজের সৈন্যকে জয় করিলেন; এই রূপে এক দিবসে দুই স্থানে সেক্রির পরাজয় হইল।

পরে সুরাকুসীয় লোক আহ্লাদিত হইয়া গিলোনের প্রযত্ন ও উপকার মানিয়া তাঁহাকে আপনাদের রাজা করিতে নিশ্চয় করিল; এবং কার্থাজীয় লোক হামিল্কারের পরাজয় প্রযুক্ত তাহার পুত্র গিস্কোকে দেশহইতে দূর করিল। দেখ, এই তাহাদের বড় গর্হিত কর্ম্ম হইল; যেহেতু কোন যুদ্ধে জয় কি পরাজয় হইবে তাহা সেনাপতি অগ্রেতে নিশ্চয় করিতে পারে না। অনুমান হয় যে হামিল্কার নিজ শক্তি পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কেননা তিনি তাহাতে স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

---

১৯ একোনবিংশতি অধ্যায়।

কীমোন প্রভৃতির বিবরণ

মিল্তিয়াদির পুত্র কিমোন আপন পিতার ন্যায় সুখ্যাত্যাপন্ন ছিলেন, তিনি আরিস্তিদির সহিত আথিনী নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ফার্শী সৈন্যের সহিত এক দিবসে দুই বার যুদ্ধ করিলেন। এক বার সমুদ্রেতে আর বার উরি-

মিদন নামে এক নদীর তীরেতে যুদ্ধ হইলে উভয় যুদ্ধেতেই তিনি জয়ী হইলেন ; কিন্তু ঐ যুদ্ধের পরে আথিনী লোক তাঁহাকে দশ বৎসর পর্য্যন্ত নগরহইতে দূর করিয়াছিল। পূর্ব্বেতে তিনি যুদ্ধেতে অনেক বার জয়ী হইয়াছিলেন ; এবং আথিনী নগর সৌষ্টবান্বিত করিয়া তাঁহাতে মনোরম উদ্যান ও পর্য্যটনস্থান ও ক্রীড়ালয় ও বক্তৃতার গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাতে এস্খিল ও সফক্লি নামে দুই জন প্রধান কবি স্বকৃত কবিতা পাঠ করিতেন। তাহার মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ সফক্লি কবি সভাপতির স্থানে পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে এস্খিল কবি তৎক্ষণাৎ কোপাবিষ্ট হইয়া তদ্দেশ পরিত্যাগ করিলেন ; এবং পুনর্ব্বার আইলেন না।

তৎপরে থিমিস্তক্লিও স্ব দেশহইতে দূরীকৃত হইলেন। তিনি তাহাদের এই অন্যায় কার্য্য সহ্য না করিয়া ফার্শী রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার সেবা করিতে বাঞ্ছা করিলেন। সেই কালে সের্ক্সি মৃত হইলে তাঁহার পুত্র আটাক্সের্ক্সি ফার্শী রাজা হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেতে থিমিস্তক্লিকে কোন পদ দিলেন না, কিন্তু পরে আথিনী লোকের বিরুদ্ধে তাহাকে সেনাপতি করিলেন। তখন তিনি আপন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে না চাহিয়া এবং উপকারকারি প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হইয়া আপনি আত্মঘাতী হইলেন।

আরিস্তিদি বার্দ্ধক্য দশাতে কুশলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি স্ব দেশীয় লোককর্ত্তৃক মহাসম্মানিত ছিলেন, ও তৎকালাবধি এখন পর্য্যন্ত সকলে তাঁহার প্রশংসা করে। তাঁহার সুক্রিয়ার নানা বৃত্তান্ত আছে, সম্প্রতি এই স্থলে তাহার দুই কথা কহা যাইতেছে। এক সময়ে এক ব্যক্তির সহিত কোন বিষয়ে তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়ে বিচারকর্ত্তার সম্মুখে

দাড়াইলেন। বিবেচনাদ্বারা আরিস্তিদির পক্ষে জয়ের আজ্ঞা হইলে অপরাধির পক্ষে দণ্ডাদেশের পূর্ব্বে আরিস্তিদি বিচারকর্ত্তাকে মিনতি করিয়া কহিলেন, যে হে মহাশয়, আপনি আমার বিপক্ষ মনুষ্যের নিবেদন শুনুন; ইহা বলিয়া তিনি আপন বিপক্ষ জনকে তাহার হিতার্থে সদুত্তর করিতে শিক্ষা দিলেন।

আর এক সময়ে তিনি স্বয়ং বিচারকর্ত্তা হইলে তাঁহার নিকটে দুই বাদী প্রতিবাদী উপস্থিত হইল, তাহাতে এক জনের বিরুদ্ধে অন্য জন আরিস্তিদির কোপ জন্মাইবার নিমিত্তে কহিল, যে এই জন আপনকার বিরুদ্ধে অনেক মন্দ বাক্য কহিয়াছে; তাহাতে আরিস্তিদি কহিলেন, যে তুমি তদ্বিষয়ে কিছু কহিও না, এ ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে কি মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে তাহাই বল? যে হেতু আমি অন্যের বিষয়ে বিবেচনা করিতে বসিয়াছি, আত্ম বিষয়ে নয়! দেখ, বীরত্ব ও ক্ষমতা ও সহিষ্ণুতা উত্তম গুণ বটে, কিন্তু সত্যতা ও ন্যায় করণ ততোধিক উত্তম গুণ হয়।

কিমোন আথিনী লোককর্ত্তৃক স্ব দেশে আনীত হইয়া ফার্শী দেশীয় আর্টাক্সের্ক্সি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কোন আঘাত কিম্বা ব্যাধিদ্বারা মরিলেন। ঐ সময়েতে আথিনীয় ও স্পার্ত্তীয় লোক এক পরামর্শ হইয়া যুদ্ধেতে পরস্পর সহায়তা করিত। তৎকালে য়ুনানীদিগের এক সভা হইত, তাহার নাম আম্ফিক্তিওনিক। কোন বিশেষ মন্ত্রণা করিতে নানা নগর-হইতে প্রধান ২ ব্যক্তি তথায় আগত হইত। আম্ফিক্তিওন নামে আথিনী লোকের তৃতীয় রাজা ছিলেন, তাঁহার নামেই ঐ সভা প্রসিদ্ধা ছিল। থর্ম্মপুলী স্থলে বৎসরের মধ্যে ঐ

সভা দুই বার হইত; প্রথমে সেই সভাতে দ্বাদশ নগরহইতে প্রধান ২ মন্ত্রিগণ উপস্থিত হইত, পরে নানা নগরহইতে মন্ত্রিগণ উপস্থিত হইত।

২০ বিংশাতি অধ্যায়।
সিন্‌সিন্নাট, প্রভৃতির বিবরণ

রোম নগরহইতে করিওলীন, সৈন্যের সাহত স্থানান্তর গত হইলে কিঞ্চিৎ কাল পরে কাস্সিয় নামে এক প্রধান মন্ত্রী এই ব্যবস্থা নির্ণয় করিলেন, যে যুদ্ধদ্বারা বিজিত ভূমির সমান অংশ করিয়া প্রজাদিগকে দেওয়া যাইবে; সেই ব্যবস্থাকে ক্ষেত্র ব্যবস্থা বলা যায়। দরিদ্রগণ ঐ ক্ষেত্র ব্যবস্থাকে উত্তম বোধ করিল; কিন্তু ধনি ব্যক্তি সকল তাহা ভাল বাসিল না; তদ্বিষয়ে অনেক প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইল, তন্নিমিত্তে সমগ্র রূপে ব্যবস্থা প্রচলিতা হইল না। যে সময় মন্ত্রিগণ এই ব্যবস্থা কিম্বা আর কোন ব্যবস্থা স্থির করিতে উদ্যত হইতেন, সেই কালেই রোম নগরে ধনী ও দরিদ্রগণের বিরোধ উপস্থিত হইত। ঐ বিষয়েতে সীসো নামে এক যুবা মানুষ অনেক বিবাদ করিল; তন্নিমিত্তে তাহার প্রতি ধনদণ্ডের আজ্ঞা হইল। ঐ নিরূপিত ধনদণ্ড দিবার কারণ ঐ যুবার বৃদ্ধ পিতা সিন্‌সিন্নাট, নিজ সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেন; পরে তীবর নদীর পারে গিয়া এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিলেন। তাঁহার বিষয়ে আর কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

যে সময়ে রোমি লোক কোন বিপদগ্রস্ত হইত সেই সময়ে তাহারা এক নূতন বিশেষ প্রধানকর্ত্তা স্থাপন করিত, এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম্ম করিত।

তাহাদের প্রথম প্রধানকর্ত্তা লার্ত্তীয় ছিলেন। তাহার চল্লিশ বৎসর পরে রোম নগরে বিপক্ষ সৈন্যদ্বারা মহা শঙ্কা উপস্থিত হইল। তন্নিমিত্তে এক উত্তম প্রধানকর্ত্তার প্রয়োজন হইলে তাহারা সিন্‌সিন্নাটকে মনোনীত করিলেন। তখন তিনি আপনার, যে অল্প ভূমি ছিল, তাহাতেই কৃষি কর্ম্ম করিতেন। যখন তাঁহাকে আহ্বানার্থে দূত প্রেরিত হইল, তখন দূতকর্ত্তৃক কৃষিকর্ম্মে আসক্ত তাঁহাকে পাওয়া গেল। ঐ দূতেরা তাঁহাকে পাইয়া নিবেদন করিল, যে আপনি এই বস্ত্র পরিধান করুন ও মন্ত্রিগণের বাক্য শ্রবণ করুন। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সকলের কুশল বটে? ইহা কহিয়া পত্নীকে স্বীয় বস্ত্র আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। পরে নিজ ধূলি ধূসর শরীর মুছিয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া দূত গণের নিকটে গমন করিলেন। দূতেরা তাঁহাকে তদ্রূপ দেখিয়া প্রধান কর্ত্তৃত্ব রূপে নমস্কার করিয়া কহিল, যে মহাশয়, রোম নগরে শীঘ্র গমন করুন, কেননা সেখানে মহা শঙ্কা হইয়াছে।

তাঁহার পার হইবার নিমিত্তে একখান নৌকা তথায় প্রেরিত ছিল, সেই নৌকারোহণ করিয়া তিনি রোম নগরে উপস্থিত হইলে তাঁহার তিন পুত্র ও অনেক বন্ধু লোক ও মন্ত্রিগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেল। পর দিবসে তিনি গড় ও সৈন্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন; এবং অল্প দিবসের মধ্যে বিপক্ষগণকে জয় করিয়া তাহাদের সেনাপতিগণকে যোঁয়ালের নীচে যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

এই যোঁয়ালি তিনটা বর্শা নির্ম্মিত ফাঁশীকাষ্ঠাকার ছিল। তাহার নীচে গমনেতে তাহাদের বড় অপমান হইত। তখন সিন্‌সিন্নাট আপন কার্য্যসিদ্ধ করিয়া ষোড়শ দিবসের পরে প্র-

ধানকর্তৃত্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আপনার কৃষি কর্ম্ম করিতে গমন করিলেন। তিনি ছয় মাস পর্য্যন্ত ঐ পদে থাকিতে পারিতেন; কিন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত ঐ পদদ্বারা দেশের মঙ্গল হয় কেবল তাবৎ পর্য্যন্ত থাকিতে চাহিলেন। পরে তিনি অশীতি বর্ষ বয়স্ক হইলে পুনর্ব্বার প্রধানকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালেও তিনি সাহস ও জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেন।

একবিংশতি অধ্যায়

দশ জন প্রধানকর্ত্তার বিবরণ।

সিন্‌সিন্নাট প্রধানকর্ত্তার অল্প দিন পরে রোমি লোক সলোনের নিরূপিত উত্তম ব্যবস্থার সম্বাদ পাইলেন; ও আপনাদের নিমিত্তে যেন নূতন ব্যবস্থা হয় ইহা বাঞ্ছা করিয়া তাহারা সলোনের ব্যবস্থা পাইবার জন্যে ও য়ুনানী লোকের ব্যবস্থা জানিবার নিমিত্তে আথিনী নগরে তিন প্রধান দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা তথাহইতে আগত হইলে রোমি লোকেরা নূতন কর্তৃত্ব পদস্থাপন করিলেন; তাহাতে দুই জন মন্ত্রির পরিবর্ত্তে দশ জন প্রধানকর্ত্তা নিরূপিত হইল। এই দশ জনের মধ্যে ঐ তিন জন দূতও গণিত হইল; দশ জন এক পরামর্শ হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক নৈপুণ্যভাবে উত্তম ব্যবস্থা স্থির করিলেন। সেই ব্যবস্থা বহুকাল পর্য্যন্ত চলিত হইল; এবং নানা দেশে এই ক্ষণেও প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু দশ জন প্রধানকর্ত্তার পদ কেবল তিন বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। পরে যে রূপে ঐ পদ রহিত হইল তাহা সম্প্রতি কহিতেছি।

এই দশের মধ্যে আপীয় ক্লাদীয় নামে এক জন প্রধান কর্ত্তা বর্জিনীয়া নামে এক সুন্দরী কন্যার সহিত আসক্তি

করিলেন ; কিন্তু ঐ কুমারী ইসিলীয় নামে এক ব্যক্তির প্রতি বাগ্দত্তা হইয়া আপীয়ের বাক্যের বশীভূতা হয় নাই ; তাহাতে যেন অন্য পুরুষের সহিতও তাহার বিবাহ না হয় তন্নিমিত্তে আপীয় এক উপায় স্থির করিয়া ক্লোদীয় নামে এক জন দুষ্টের সহিত এই পরামর্শ স্থির করিল, যে তুমি শপথ করিয়া কহিবা, যে এই কন্যা আমার দাসী ছিল, এবং আমার বাটীতে ইহার জন্ম হয় ; বর্জিনীয় আমার গৃহহইতে ইহাকে চুরী করিয়াছে। পরে এ বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে আমি বিচারকর্ত্তা হইয়া তোমার বাক্যই প্রবল করিব, তাহাতে তুমি কুমারীকে পাইয়া আমাকে দিবা। এই পরামর্শানুসারে তাহারা তাহা করিল।

বিচারস্থানে বর্জিনীয় কন্যা আনীতা হইয়া বড় ভীতা হইল, ও রোমি লোক সকল আশ্চর্য্য বোধ করিল, এবং কাহার বাক্যেতেও তাহাদের বিশ্বাস হইল না। ইসিলীয় তদ্বিষয়ে নিবেদন করিতে চাহিলে আপীয় তাহাকে দূর করিয়া দিল ; তাহাতে বাদানুবাদ হওয়াতে তদ্দিবসে বিচারের শেষ হইল না। তখন বর্জিনীয় নিজ সৈন্যের সহিত গ্রামান্তরে ছিলেন, এবং আপীয় তাঁহাকে নগরে প্রবিষ্ট হইতে বারণ আজ্ঞা দিলেন ; কিন্তু বর্জিনীয় ইশিলীয়দ্বারা ঐ বারণ আজ্ঞার পূর্ব্বে সমাচার জ্ঞাত হইয়া নগরের মধ্যে আসিয়াছিলেন।

পর দিনে তিনি কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্রাবৃত নিজ কন্যাকে লইয়া বিচার স্থানে উপস্থিত হইলেন। বিচারসময়ে তিনি প্রমাণ করিলেন, যে সে কন্যা তাঁহার ঔরস জাতা, ও আপীয় তাহাতে আসক্ত হইয়া লইতে উদ্যত আছে। পরে আপীয়ের বিচারেতে এই স্থির হইল, যে এই কুমারী ক্লোদীয়ের দাসী

বটে, তাহারি হইবে। ইহাতে ঐ কুমারী ও তাঁহার নিরূপিত পতি ও তৎপিতা সকলেই উদ্বিগ্ন হইল।

রাজপদাতিক কন্যাকে ধরিতে গেলে, ধরিবার পূর্ব্বে বর্জিনীয় স্নেহেতে আপন কন্যার মুখ চুম্বন করিতে প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে অনুমতি পাইয়া চুম্বন কালে কোষ-হইতে ছুরিকা লইয়া কন্যার বক্ষস্থলে মারিবার সময়ে কহিলেন, যে হে প্রিয় কুমারি, আমি কেবল এই ছোরাদ্বারা তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি; এবং আপীয়ের প্রতি তিনি ছোরা দেখাইয়া অভিশাপ করিলেন, যে এই নিরপরাধিনীর রক্তপাত প্রযুক্ত আমি তোমাকে ঘোর নরকে সমর্পণ করি। ইহাতে সকলের শঙ্কা ও কলহ হইতে লাগিল।

লোকদের কোপ জন্মাইবার নিমিত্তে ইসিলীয় ঐ রক্তাক্ত মৃত শরীর দর্শন করাইলেন; এবং বর্জিনীয় সৈন্যের নিকটে গিয়া কন্যার শোণিতাক্ত ছুরিকা দেখাইলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সৈন্য ও নগরীয় লোকের মহাকোলাহল হইতে লাগিল। দশ জন প্রধানকর্ত্তাহইতেও তাহা নিবারিত হইল না। আপীয় পলায়ন করিয়া লুক্কায়িত থাকিলেন, কেননা মিথ্যাবাদি ব্যক্তি সর্ব্বদাই ভীরু থাকে। শেষে মন্ত্রিগণ স্থির করিলেন, যে দশের প্রধানকর্ত্তৃপদে আর প্রয়োজন নাই, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় প্রধানকর্ত্তৃপদ হইবে। তাহাতে লোকদের উৎপাত শান্তি হইল।

---

২২ দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

পেরিক্লি প্রভৃতির বিবরণ।

কিমোন্ প্রধানকর্ত্তার সময়ে পেরিক্লিও এক জন প্রধান-কর্ত্তা ছিলেন। তখন তিনি যুবা পুরুষ, এবং সভ্য ও সুবক্তা

ছিলেন। তাহার সময়ে আথিনী নগরে অনেক উত্তম মনুষ্য ছিল, ও তিনি ঐ নগরকে অধিক সৌষ্টবান্বিত করিলেন। তাহা করণে অনেক ধন ব্যয় প্রযুক্ত তাঁহাকে অনেকে নিন্দা করিতে লাগিল। তৎপ্রযুক্ত তিনি এক দিবস সভাতে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমরা কি আমাকে বহু ব্যয়শীল বোধ করিয়াছ? তাহারা কহিল, যে হাঁ। তখন তিনি কহিলেন, আমিই তাহার সে সকল ধন দিব; কিন্তু সেই নূতন অট্টালিকাতে আমার নাম লিখিত থাকিবে, তোমাদের নাম নয়। তাঁহা শুনিয়া তাহারা তাঁহার ঔদার্য্য দেখিয়া আপনাদের সম্ভ্রম বৃদ্ধির নিমিত্তে কহিল, যে আপনকার যেমত ইচ্ছা সেই মত আমাদের ধন ব্যয় করুন।

ঐ সময়ে উরিপিদি নামক এক প্রধান কবি ও ফিদিয়া নামে এক প্রধান ভাস্কর ছিলেন। পেরিক্লি এই দুই জনের মিত্র ও সহায় ছিলেন। দেখ, যে লোকের প্রবল প্রভুতা ও ঐশ্বর্য্যবত্তা থাকে, তাহার প্রভুত্ব ও সম্পত্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে গুণ সেই গুণবন্তের সহায়তা করণ বড় উচিত হয়; কেননা বিদ্যা ও শিল্প কর্ম্ম প্রভুতা ও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

কিন্তু পেরিক্লি মরণকালে যে কথা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অতি প্রশংসা হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু বর্গ তৎকালে নিকটে আসিয়া যখন তাঁহার কীর্ত্তি ও জয় ও অট্টালিকা স্থাপন প্রভৃতির প্রশংসা করিতে ছিলেন, তখন তাহাদের বোধ হইল, যে ইনি রোগেতে অভিভূত হইয়া শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু তিনি শুনিয়া অতি কষ্টেতে কহিলেন, যে আমি কোন আথিনীয় জনকে কখন কৃষ্ণ বস্ত্র পরাই নাই, তোমরা আমার প্রশংসা করণেতে যে সে কথার প্রস্তাব করিলা না এ বড় আশ্চর্য্য! দেখ, অহিংসা পরমোধর্ম্ম

এই নিশ্চয় করিয়া তিনি কোন ব্যক্তিকে দণ্ড দিলেন না। এই নিমিত্তে মরণ কালে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখানুভব হইল।

এক সময়ে আথিনী লোক তাঁহার বিপক্ষতা করিবার জন্যে কিমোনের সম্বন্ধী যে থুকুদিদি নামে ইতিহাসকর্ত্তা, তাহাকে উস্কাইল; কিন্তু পেরিক্লি বন্ধুরার নিয়মেতে তাহাকে দশ বৎসরের নিমিত্তে দূর করিলেন। আথিনী নগরে পেরিক্লি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রাধান্য করিলেন। তৎকালে আথিনী ও স্পার্ত্তা লোক মহা বিদ্বান্ ও নিপুণ ছিল। কিন্তু একটা উপদ্বীপবিষয়ে ঐ দুই নগরীয় লোকের পরস্পর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধের নাম পেলপন্নিসীয়; ঐ যুদ্ধ ক্রমিক ২৮ বৎসর পর্য্যন্ত হইল। ইহাতে স্পার্ত্তা ও করিন্থীয় প্রভৃতি এক পক্ষে ও আথিনীয় ও কর্কূরীয় প্রভৃতি যুনানী লোক অন্য পক্ষে ছিল। যুনানী দেশের যে অংশকে পেলপন্নিসীয় বলা যাইত এই ক্ষণে তাহাকে মোরিয়া বলা যায়। এই রূপে বহু দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইলে স্পার্ত্তা লোক তাহাতে জয়ী হইল, ও তাহাদের সেনাপতি লিসান্দর আথিনী নগর অধীন করিলেন। তাহার বিবরণ পর অধ্যায়ে কথিত হইবে।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

আল্কিবিয়াদি ও সোক্রাতি প্রভৃতির বিবরণ।

যেমন এতদ্দেশে যুবকেরা বিদ্যাভ্যাসার্থে অধ্যাপকের নিকটে বাস করে; তেমন যুনানী দেশের যুবক লোকেরা

উত্তম বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকটে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। ইহা উত্তম রীতি বটে; কেননা তাহাতে যুবকদের উত্তম জ্ঞানের বৃদ্ধি। আল্‌কিবিয়াদি যৌবনাবস্থাতে সোক্রাতির শিষ্য ছিলেন; কেননা সে সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা সোক্রাতি বিদ্বান্ ছিলেন। যদ্যপি আল্‌কিবিয়াদি যৌবন কালে লম্পট হইয়া গুরুর আজ্ঞা ও তাঁহার সন্নিধি বাস পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি সোক্রাতির সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে নম্র স্বভাব হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতেন।

আল্‌কিবিয়াদির বিষয়ে এই লিখিত আছে; যে তিনি এক দিবসে মহা ক্রোধ করিয়া এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মানুষকে চপেটাঘাত করিলেন। এই অকর্ত্তব্য গর্হিত কর্ম্ম দেখিয়া আথিনী লোক তাঁহাকে বড় নিন্দা করিতে লাগিল। তৎ প্রযুক্ত তিনি লজ্জিত হইয়া এক গাছ বেত্র হস্তে লইয়া সেই প্রাচীন মানুষের নিকটে গিয়া কহিলেন, যে হে মহাশয়, এই বেত্রদ্বারা আমাকে প্রহার করুন। বৃদ্ধ মানুষ তাঁহার তদ্রূপ সুশীলতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষমাপন্ন হইলেন; এবং কিছু দিন পরে তাহার সহিত আপনকন্যার বিবাহ দিলেন। দেখ, পুরুষের কোন সময়ে কি ঘটনা হয়! অতএব উত্তমাচরণ কর্ত্তব্য হয়।

আল্‌কিবিয়াদির নানা গুণ ছিল, কিন্তু দোষও ছিল। তিনি বড় প্রভুত্বাভিমানী হইয়া প্রধান ২ মানুষের প্রতি ঈর্ষা করিতেন। নিকিয়া নামে আথিনী লোকের এক প্রধান সেনাপতি ছিলেন; তিনি স্পার্ত্তা ও আথিনীয়দিগের বহু দিন পর্য্যন্ত বিবাদ রহিত করিয়া ছিলেন; তৎ প্রযুক্ত আথিনীয়েরা তাঁহাকে বড় মান্য করিতেন; এই কারণ আল্‌কিবিয়াদি তাঁহার বিদ্বেষ করিতেন।

পরে তাহাদের সন্ধির অন্যথা হইয়া পুনর্ব্বার উভয় পক্ষের বিবাদ উপস্থিত হইলে আল্‌কিবিয়াদি আথিনী ব্যক্তি-দিগকে এই প্রবৃত্তি লওয়াইলেন, যে তোমরা সিকিলী দেশ জয় করিতে উদ্যত হও। এই উপদেশদ্বারা আথিনী লোক তাঁহাকে ও নিকিয়াকে সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা স্বসৈন্যে প্রস্থান করিলে পর আল্‌কিবিয়াদির বিপক্ষজনেরা তাঁহার এক অপবাদ করিল। তাহাতে আথিনী লোক বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি তথা হইতে তাঁহাদের ক্রোধের সমাচার শুনিয়া গুপ্ত ভাবে পলায়ন করিলেন। তন্নিমিত্তে আথিনী লোক তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া বধের আজ্ঞা দিলেন। তিনি এই বার্ত্তা পাইয়া কহিলেন, যে আমি যে জীবদ্দশাতে আছি তাহা তাঁহাদিগকে জানাইব।

তখন নিকিয়া একাকী হইয়া নিপুণরূপে যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে সুরাকুশ নামে প্রধান নগরকে প্রায় আয়ত্ত করিলেন, কিন্তু স্পার্ত্তা লোকেরা তাহাদের সহায়তা করিয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত নিকিয়ার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিলেন। শেষেতে নিকিয়া পরাজিত হইয়া জাহাজে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি শত্রুহস্তে নষ্ট হইলেন, ও তাঁহার সৈন্যগণ ধরা পড়িয়া বন্দী হইল। এই যুদ্ধের যাত্রাতে অগ্রে নিকিয়া সম্মত হন নাই; পরে তাহাতে নিযুক্ত হইয়া আপন প্রাণপণ করিয়া তাহাতে যত্ন করিলেন। এই কারণ তাঁহার মরণ মহা দুঃখের বিষয় হইল।

আল্‌কিবিয়াদি অগ্রেতে আর্গ দেশে পলাইলেন, পরে স্পার্ত্তা নগরে পলায়ন করিলেন। তথা থাকিয়া তিনি তাহাদের নগরের ভক্ষ্য ও পরিচ্ছদ স্বীকার করিলেন; কিন্তু তা-

দ্যাশের রাজা আর্গি তাঁহার তদ্রূপ আচরণ দেখিয়া বোধ করিলেন, যে ইহার এ সকল কাল্পনিক। এই রূপ তাঁহার ধূর্ত্ততা প্রকাশ হইলে রাজা তাহাকে ভাল বাসিলেন না। অতএব আলকিবিয়াদি তথাহইতে পলায়ন করিয়া তিস্যা ফর্ণি নামে এক মহৈশ্বর্য্যশালি ফার্শীর শরণাপন্ন হইলেন; এবং সেখানে আপনার সভ্যতা ও বক্তৃতাদ্বারা সকলের প্রিয় ও প্রশংসনীয় হইলেন।

তৎপরে আথিনী নগরে চারি শত প্রধান কর্ত্তা নিরূপিত হইল; কিন্তু তাঁহাদের দৌরাত্ম্য এমত হইল, যে আথিনী ব্যক্তিকে আপনাদের রক্ষার্থে পুনর্ব্বার আলকিবিয়াদিকে আনয়ন করিতে মনুষ্য প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়েতে স্পার্ত্তা লোকেরা জাহাজে আরোহণ করিয়া আথিনী নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু আলকিবিয়াদি সাম নামে এক উপদ্বীপে কএক জাহাজ প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা আথিনী নগরের নিকটে আসিয়া স্পার্ত্তা সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। পরে তাহাদিগের জাহাজ নষ্ট করিয়া জয়যুক্ত হইয়া তিনি আথিনী নগরে প্রবেশ করিলেন।

কিছু দিন পরে আথিনী লোক পুনশ্চ আলকিবিয়াদির প্রতি মহা কোপ করিলেন; তিনি তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া তথাহইতে পলায়ন করিলেন। ইতোমধ্যে স্পার্ত্তা সেনাপতি লিসান্দর ছলক্রমে আথিনী নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। আলকিবিয়াদি এই সন্ধান পাইয়া প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার বাক্য না মানিয়া বরং তুচ্ছ বোধ করিয়া তাঁহাকে দূর করিলেন।

আথিনী লোক প্রতিদিন প্রাতঃকালে জাহাজে উঠিয়া উদ্যুক্ত স্পার্ত্তা লোকদের ভয় জন্মাইবার জন্যে তাহাদের জাহাজের নিকটে যাইত; কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া রাত্রিকালে ফিরিয়া আসিত; এবং জাহাজহইতে উঠিয়া নগরের মধ্যে গিয়া পান ভোজন পূর্ব্বক নৃত্য গীতাদি করিয়া রাত্রিযাপন করিত। লিসান্দর তাহাদের তদ্রূপ ব্যবহার জানিয়া তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত কোন উদ্যোগ করিলেন না; কেননা যেন তাহাদের ক্রমে২ শিথিলতা হয়। এক দিবস রাত্রি যোগে তাহাদের নৃত্য গীতসময়ে লিসান্দর সৈন্যের সহিত তাহাদের জাহাজের নিকটে আসিয়া সকল জাহাজ বিনষ্ট করিলেন, এবং তাহাদের তিন সহস্র সৈন্য ধরিয়া আনিলেন। পর দিবসে নগরসমীপে উপস্থিত হইয়া নগর অবরোধ করিলেন, ও নগরীয় তাবদ্গৃহ দগ্ধ ও প্রাচীর ভগ্ন করিলেন; তাহাতে এমত কথিত আছে, যে ঐ প্রাচীর ভাঙ্গিবার কালে তিনি আপন লোককে গান করিতে আজ্ঞা দিলেন। দেখ, তাহাদের এই রূপ বিপদ কালেতেও তিনি উপহাস করিয়া দোষ করিলেন।

তখন আল্কিবিয়াদি ফ্রিগিয়া দেশের এক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া তিমান্দ্রা নামে এক স্ত্রীর সহিত প্রসক্তি করিয়া তাহার গৃহে বাস করিলেন। স্পার্ত্তা লোক তাহা জানিয়া তাঁহার বধের নিমিত্তে ফার্শী লোকদিগকে উদ্যোগী করিলেন। তৎপ্রযুক্ত তখন কতক গুলি সৈন্য প্রেরিত হইল; কিন্তু আল্কিবিয়াদিকে ভয় করিয়া তাহারা গৃহের মধ্যে না গিয়া বাহিরে থাকিয়া সেই গৃহ দাহ করিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিল। যখন আল্কিবিয়াদি অগ্নিভয়ে বাহির হইতেছিলেন,

তখনি তাহারা দূরহইতে তির মারিয়া তাহাকে সংহার করিল। তিমান্ত্রা একাকিনী তাঁহার উত্তম রূপে সমাধি দিলেন; কিন্তু দেখ, এমত প্রধান মনুষ্যের মৃত্যুতে কেবল এক জন স্ত্রী বিলাপ করিল।

আল্‌কিবিয়াদির মৃত্যুর অল্প দিন পরে তাঁহার সুহৃৎ ও গুরু সোক্রাতি আথিনী লোককর্তৃক হত হইলেন। সোক্রাতি শিল্প কর্ম্মেতে অতি তৎপর, এবং যুদ্ধেতে মহা বিক্রান্ত, ও শাসনপদে ন্যায়কারী ছিলেন, এবং অশেষ বিদ্যাতে সুদক্ষ ছিলেন; এই কারণ আথিনী লোকের মধ্যে তিনি মহা বিখ্যাত হইলেন। বহু কাল পর্য্যন্ত অতি সম্ভ্রান্ত ও সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু তাহার বার্দ্ধক্য দশাতে কতক জন দ্বেষ করিয়া তাঁহাকে এক অপবাদ গ্রস্ত করিল। তাহাতে বিচারকর্ত্তারা দুষ্ট ব্যক্তির দণ্ডের ন্যায় তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন।

সোক্রাতির মাতা পিতা দরিদ্র ছিলেন, তন্নিমিত্তে তিনি লজ্জিত ছিলেন না। তিনি নিজ পিতার ন্যায় পাষাণ প্রতিমা নির্ম্মাণ ব্যবসায় করিতেন। যদ্যপি তিনি এই শিল্প কর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন না, তথাপি যে কএক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলেন তাহা সর্ব্ব জনকর্ত্তৃক প্রশংসনীয়া ছিল, এবং নির্ম্মাণসৌন্দর্য্য প্রযুক্ত ঐ প্রতিমা আথিনী লোকদের প্রধান গৃহে স্থাপিত ছিল। শিল্প বিদ্যা অপেক্ষা শাস্ত্র বিদ্যাতে তাঁহার অত্যনুরাগ ছিল। বহু কাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি বিদ্যাভ্যাস করিলেন। পরে ক্রিতো নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি সোক্রাতির বিদ্যানৈপুণ্য দেখিয়া শিল্পশালাহইতে তাঁহাকে আনাইয়া আপন পুত্রগণকে শিক্ষা করাইতে তাঁ-

হাকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সোক্রাতির অবকাশ ক্রমে তন্ন-
গরীয় বিখ্যাত বিদ্বদ্‌গণের বিদ্যামন্দিরে গমন করিয়া
তাঁহাদিগের পাঠ শ্রবণ করিতেন; এবং তাঁহার যে উত্তম
জ্ঞান অদ্যাপি প্রশংসনীয় আছে তাঁহার মূল আনাক্‌সাগরা
ও আখিলা এই দুই জ্ঞানীহইতে তিনি পাইয়াছিলেন।

পেলপন্নিসীয় যুদ্ধসময়ে সোক্রাতি স্ব দেশীয় লোকের
সহিত যাত্রা করিয়া বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিলেন; এবং
সংগ্রামেতে নিজ সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন;
এবং তদ্দ্বারা তাঁহার দুই জন বন্ধু ও শিষ্য রক্ষিত হইল।
যখন আথিনী লোক পতিদীয়া নগর অবরোধ করিল, তখন
আল্‌কিবিয়াদি সেই যুদ্ধেতে আঘাত পাইয়া ভূমিতে মূর্চ্ছা-
পন্ন ছিলেন। এবং শত্রুগণ তাঁহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত
হইলে সোক্রাতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে তুলিয়া রক্ষা করিলেন;
অতএব প্রধান সেনাপতির যে উচিত সম্ভ্রম, তাহার যোগ্য
সোক্রাতি হইলেন; কিন্তু তাঁহা আপনি স্বীকার না করিয়া ঐ
নিজ শিষ্য সুহৃৎ আল্‌কিবিয়াদিকে প্রদান করিলেন।

আর এক সময়ে যখন আথিনী লোক বীওতীয় লোকের
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল, তখন তিনি সেই যুদ্ধেতে অনেক বার
নিজবিক্রম প্রকাশ করিলেন। আর এক সময়ে আথিনী লোক
যখন বিপক্ষগণের যুদ্ধহইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন,
তখন আঘাতেতে মূর্চ্ছাপন্ন আপন মিত্র সেনফোন্‌কে দে-
খিয়া প্রাণ পণ পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া দূরে লইলেন, ও
আথিনী লোকের পলায়নসময়ে তাহার নিকটে থাকিয়া
তাহাকে রক্ষা করিলেন। আর এক যুদ্ধেতে আম্‌ফিপ্পলির
বিরুদ্ধে তিনি যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাহার পরে আর যুদ্ধ
করিতে তিনি গমন করেন নাই। তিনি আপন দেশের অনেক

উপকার করিলেন; কিন্তু ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শাসন পদ গ্রহণ করিলেন না।

যোদ্ধৃত্ব ও শাসনকর্ত্তৃত্বাপেক্ষা সোক্রাতি বিদ্যাতে ও রাজনীতিতে মহা বিজ্ঞ ছিলেন; পরন্তু আমাদিগের বোধেতে তিনি শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে উত্তম ছিলেন; যেহেতু পদাভিষিক্ত হইয়া নিজ জ্ঞানের ফল প্রদর্শন করাইলেন; কিন্তু তাঁহার স্ব দেশীয় লোকেরা তাহা বোধ করিল না। তাহারা পামর ও দুষ্ট, এই হেতুক তাঁহার দেদীপ্যমান গুণ দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিল না, এবং তাহাদের কর্ত্তৃক কএক জন সেনাপতির অনুচিত দণ্ডাদেশ হইলে সোক্রাতি তাহা স্বীকার করিলেন না, এই কারণ তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিল, এবং আরিস্তফনি নামে এক জন কৌতুককারী তাহাদের কৌতুকালয়ে সোক্রাতির হাস্যাস্পদ জন্মাইলে আথিনী লোক তাহাতে আমোদ করিল।

তাহার পর বিপক্ষগণ বিপক্ষতা করিয়া তাঁহাকে এই অপবাদ গ্রস্ত করিল, যে এই ব্যক্তি আথিনীয় সকল যুবা পুরুষকে দুষ্ট করে, ও দেবদেবীর প্রতিমাকে অবজ্ঞা করে। তৎ কালে তাঁহার অপবাদকর্ত্তারা বোধ করিল, যে আমরা বিচারস্থানে মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা ও বিচারকর্ত্তাদের মূঢ়তা ও বিদ্বেষদ্বারা অবশ্যই জয়ী হইব; তাহাতে তাহাদিগের অভিপ্রায় পূর্ণ হইল; কেননা সোক্রাতি প্রাণ দণ্ডের দণ্ডী হইয়া কারাগারে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন। তৎকালে আথিনী লোকদের এক মহা পর্ব্ব উপস্থিত প্রযুক্ত এক মাস পর্য্যন্ত তাঁহার বধ হইল না; সেই মাসেতে সোক্রাতির বন্ধু ও শিষ্যগণ কারাগারে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন কহিলেন, যে হায় ২! আমাদের গুরু নি-

দোষ হইয়া বধ্য হইলেন। সোক্রাতি তাহা শুনিয়া তাহাকে অনুযোগ পূর্ব্বক কহিলেন, যে আমি কি দোষী হইয়া হত হইব এমত বাঞ্ছা কর?

স্থাবর বিষ ভোজনদ্বারা তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা ছিল। ঐ আজ্ঞানুসারে তিনি বিষ ভোজন করিয়া স্বীয় বন্ধুগণের সহিত স্থির রূপে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ইষ্টালাপ করিলেন; এবং মরণসময় পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সদুপদেশ দিলেন। তৎকালে এক শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে হে মহাশয়, আপনকার মৃত্যুর পর আমরা আপনকার প্রতি কি করিব? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে মৃত্যুর পরে কি তোমরা আমাকে দেখিবা? এমত বোধ কর? যাহাকে তোমরা দেখিবা সে সোক্রাতি নয়।

সোক্রাতির মৃত্যুর পরে তাঁহার পাঠশালার শিষ্যগণ নানা সম্প্রদায় হইল। আরিস্তিপ্প নামে কুরিণীয় দেশীয় যে এক ব্যক্তি, তিনি এক সম্প্রদায়ের গুরু হইলেন, তৎ প্রযুক্ত তাহাদিগের কুরিণীয় সম্প্রদায় বলা গেল। আরিস্তিপ্পের বিষয় আমরা আর কিছু জ্ঞাত নই, কেবল এই মাত্র জানি যে তাহার মাতা পিতা ওলুম্পীয় খেলাতে তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন; পরে সোক্রাতির শিষ্য হইবার জন্যে তাহাকে আথিনী নগরে প্রেরণ করিলেন। তিনি পাঠশালাতে নিযুক্ত হইয়া অতি ত্বরা বিদ্যাভ্যাসে নিপুণ হইলেন; এবং তাঁহার প্রশংসনীয় নানা গুণ জন্মিল; কিন্তু তিনি বাল্য কালাবধি সাংসারিক সুখেতে আসক্ত ছিলেন। এই হেতু সৎকর্ম্মাধীন সুখ হয় এই যে সোক্রাতির সুশিক্ষা, তাহা তিনি গ্রহণ না করিয়া সাংসারিক সুখেতেই সুখের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং কেবল সাংসারিক সুখান্বেষণই কর্ত্তব্য; ইহা

কহিতেন। এই যে তাঁহার মতানুসারি শিক্ষা ও অহঙ্কার ও সুখাভিলাষ ইত্যাদি প্রযুক্ত তাঁহার শিষ্যগণ বিরক্ত হইল। পরে তাঁহাকে আথিনী নগর পরিত্যাগ করিতে হইল।

তিনি সিকিলী দেশে যাইয়া দিওণুসিয় নামে সুরাকুসের রাজার এক জন স্তুতিপাঠক হইলেন; এবং ভূত ভবিষ্যদ্বিষয় না মানিয়া তিনি কেবল বর্ত্তমান সুখেতে আসক্ত হইয়া রাজেচ্ছানুসারে বর্ম্ম করিতেন। তাঁহার বাস্তবিক জ্ঞান জন্মে নাই, কিন্তু কেবল তিনি ভাক্ত জ্ঞানী ছিলেন।

---

২৪ চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

য়ুনানী সৈন্যের মধ্যে দশ সহস্র সেনার যুদ্ধযাত্রার বিবরণ।

প্রধান কুর রাজার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি দ্বিতীয় কুরের বিবরণ লেখা যাইতেছে। কাম্বুসি নামে ফার্শীর রাজার পুত্র প্রধান কুর ছিলেন। তাঁহার মরণের এক শত ত্রিশ বৎসর পরে ফার্শী দেশেতে দ্বিতীয় কুর ছিলেন। তিনি দারিয় ওখের পুত্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম আর্টাক্‌সের্ক্সি ছিল। কুর আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিতি দ্বেষ করিয়া তাঁহার রাজ সিংহাসনে বসিবার ব্যাঘাত চেষ্টা করিল; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপন রাজ্যের এক প্রদেশের কর্ত্তৃত্বপদ তাঁহাকে দিলেন।

কুর তেইশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে কু মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; এবং ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনহইতে দূর করণার্থে য়ুনানীদিগকে সৈন্য দ্বারা সহায়তা করিতে উদ্যোগী করিলেন। স্পার্ত্তা দেশ-

হইতে দূরীকৃত ও কুরের শরণাপন্ন ক্লিয়ার্থ নামে স্পার্তীয় এক জন য়ুনানী সৈন্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। য়ুনানী সৈন্যেরা তখন জানিল না যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। পরে এক ভ্রাতার বিরুদ্ধে অন্য ভ্রাতার যুদ্ধোদ্যম জানিয়া তাহারা অগ্রে সম্মত হইল না; পরে কাকুতি মিনতি-দ্বারা স্বীকার করিল।

বাবেলহইতে প্রায় ষাটি ক্রোশ দূরবর্ত্তি কুনাক্সা নামে এক নগরের নিকটে ঐ য়ুনানী সৈন্য উপস্থিত হইলে কুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সসৈন্য হইয়া যুদ্ধার্থে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। উভয় সৈন্যের পরস্পর সাক্ষাত হইলে যুদ্ধারম্ভ হইল। কুরের সৈন্যপরিমাণ এক লক্ষ তের হাজার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বার লক্ষ সেনা ছিল। দেখ, পরস্পর জিঘাংসার্থে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইল।

উভয় সেনার মধ্যে সংগ্রামীয় শকট ছিল; ঐ শকটের চক্রের ঘূরণ আলহইতে দুই পার্শ্বে দুই তীক্ষ্ণ খড়্গ নির্গত হইত; তাহাতে বেগেতে শকট গমন করিলে সম্মুখবর্ত্তি লোক সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মারা পড়িত। সৈন্যের এক প্রদেশে কুর জয়ী হইয়া বোধ করিলেন, যে আমি সর্ব্বত্র জয়ী হইব; তাহা দেখিয়া তাঁহার স্বপক্ষ সেনাপতিরা তাঁহাকে ভবিষ্যৎ রাজা বোধ করিয়া গৌরব করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে আগত হইলে ভ্রাতৃদ্বয়ের ও উভয় পক্ষীয় সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে কুর মারা পড়িলেন।

যেখানে ক্লিয়ার্থ সসৈন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে ছিলেন, সেখানে তিনি জয়ী হইলে ফার্শী সৈন্যকে পরাঙ্মুখ করিয়া বোধ করিলেন, যে কুর জয়ী হইয়া শীঘ্র আসি-

রেছেন; এই অপেক্ষাতে তিনি যুদ্ধ ভূমিহইতে কিঞ্চিদ্দূরে থাকিলেন। পরে যখন কুরের মরণ অবধারিত হইল, তখন তাহার ভ্রাতা য়ুনানী সৈন্যের মধ্যে দূতগণকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, যে তোমাদের অস্ত্র শস্ত্র আনিয়া আমাকে সমর্পণ কর; তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, যে আমরা প্রাণ থাকিতে যুদ্ধহইতে পরাঙ্মুখ হইব না, কিন্তু কখন পর রাজারও বন্দী হইব না।

কিঞ্চিৎ কাল পরে ফার্শী লোকের ধূর্ত্ততাদ্বারা ক্লিয়ার্খ ধরা পড়িলেন; যেহেতু তাহারা তাহাকে সৌহার্দ্দ পূর্ব্বক ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজাজ্ঞাতে তাঁহার মস্তক ছেদ করিল; এবং তাঁহার সমভিব্যাহারি সেনাপতিরাও ঐ রূপে মারা পড়িলেন। তখন য়ুনানীর সেনাপতিগণ হত্ত হইলে তাঁহাদের অবশিষ্ট দশ সহস্র সেনা অতি উদ্বিগ্ন হইল।

পরে সেনফোন্ নামে এক আথিনীয় মানুষের পরামর্শদ্বারা অন্য সেনাপতিগণ নিরূপিত হইলেন। তাহার মধ্যে ঐ সেনফোনও এক জন সেনাপতি হইলেন।

এই দশ সহস্র সেনার স্ব দেশে প্রত্যাগমনের বিবরণ প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে আশ্চর্য্য রূপে লিখিত আছে। দেখ, দেশমালার চিত্রিত পটে বাবেলহইতে য়ুনানী দেশ কত দূরবর্ত্তী হয়? ইহার মধ্যে না কত বন্য ভূমি ও পর্ব্বত ও নদ ও নদী আছে? ইহার মধ্যে সমুদ্র পার হইবার আবশ্যকতা হয়; এবং দেখ, যে ২ দুর্গম দেশ অতিক্রম করিয়া তাহাদের গমন করিতে হয়, সেই ২ দেশীয় লোকেরা তাহাদের বিপক্ষ ছিল; কিন্তু য়ুনানী সৈন্য এই সকল বাধা উত্তীর্ণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া স্ব দেশে উপস্থিত হইল। সেনফোন্ নামে প্রধান সেনাপতি এই প্রত্যাগমনের বিবরণ সুন্দর রূপে

লিখিয়াছেন। দেখ, অনেক মনুষ্য যুদ্ধ ও জয় প্রাপ্তিদ্বারা পরম সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু যাহারা পরাজিত হইয়া ঐ দশ সহস্র সৈন্যকে এই নানা দুর্গহইতে উদ্ধার করিয়া স্ব দেশে লইয়া গেলেন, তাঁহাদের কত অধিক সম্ভ্রম হইয়াছে! উত্তম লোকেরা বিপদাপন্ন হইয়া ক্ষমতা ও কৌশলদ্বারা তাহাহইতে উত্তীর্ণ হইলে মহাসম্ভ্রান্ত হন। এই যাতায়াতে তাহাদিগের ১৫ মাস ক্ষেপণ হইল; আগমনসময়ে তাহারা প্রতি দিন ১৮ ক্রোশ চলিত, এবং প্রত্যাগমনসময়ে ১৫ ক্রোশ চলিত।

কুর ও আর্টাক্সের্ক্সির মাতার নাম পারিসাতী। সে স্ত্রী মহা ক্রূরা ও দুঃশীলা ছিল। তাহাহইতে অনেক কুকর্ম্ম ঘটনা হইল। আর্টাক্সের্ক্সির প্রিয় পত্নী স্তাতিরা নামে নিজ স্নুষাকে সে হত্যা করিল; কিন্তু তাহা সে ছল ক্রমে করিল, স্তাতিরার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া রাত্রি ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলে রাণী তাহা স্বীকার করিয়া শাসুড়ীর গৃহে গমন করিলেন।

ভোজনসময়ে পারিসাতী আপন ভোজনপাত্রেতে সুপক্ক এক পক্ষিকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধ ভাগ পুত্রবধূকে ভোজন করিতে দিল, আর অর্দ্ধ ভাগ স্বয়ং লইল। ভোজনের পরে স্তাতিরা সাঙ্ঘাতিক মহাবেদনাতে কাতরা হইলে সেখানহইতে নীতা হইল, ও অল্প ক্ষণের মধ্যে বড় ক্লেশ প্রাপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার স্বামী নিজ মাতার ক্রূরতা অনুমান করিয়া স্থির করিলেন, যে মাতাহইতে এই গর্হিত কর্ম্ম ঘটিয়াছে; তৎ প্রযুক্ত তিনি অতি উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার ভৃত্য বর্গকে যাতনা দিয়া তদ্বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিলেন। যাতনাতে কাতর হইয়া এক দাস মানিল, যে এই দুষ্টা পারি-

সাতী আপন ছুরীর এক পার্শ্ব বিষাক্ত করিল, অন্য পার্শ্বে বিষ লেপ ছিল না; অতএব ছুরিকার বিষাক্ত পার্শ্বেতে পক্ষির যে অর্দ্ধভাগ ছিল তাহা রাজমহিষীকে দিল। দেখ, যদি পারিসাতীর ভ্রম হইয়া স্বয়ং সেই বিষাক্ত ভাগ ভোজন করিত, তবে বড় আহ্লাদের বিষয় হইত। দেখ, অন্য লোক স্বীয় দুঃস্বভাব প্রযুক্ত এতাদৃশ ক্রূর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু রাজ্ঞী অথচ জননী হইয়া যদি এমত কু কর্ম্ম করে, তবে তাহার দোষের পরিসীমা কি বলা যায়? ঐ দোষের জন্যে রাজা আপন মাতাকে হত্যা না করিয়া বাবেল নগরের মধ্যে তাহাকে বদ্ধ রাখিলেন। কিঞ্চিৎ কালের মধ্যে সেখানে দুঃখিনী ও তিরস্কৃতা হইয়া সে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

সভ্য ইতিহাসসার।

তৃতীয় ভাগ।

২৫ পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

গল্ দেশীয় সসৈন্য ব্রেন্ন সেনাপতিকর্তৃক রোম নগরের লুঠের বিবরণ।

ফ্রাঙ্কীয় দেশের পূর্ব্ব নাম গল্ ছিল। ঐ গল্ দেশ ইটালি দেশহইতে আল্প নামক মহা পর্ব্বতদ্বারা বিভিন্ন হয়। এই প্রাচীন কথন আছে, যে গল্ দেশের কতক লোক দৈবাধীন ঐ পর্ব্বত বিলঙ্ঘন করিয়া তৎপার্শ্বস্থ দেশের সৌষ্টব ও শস্যাদিমত্ত্বা প্রদর্শন করিয়া স্ব দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঐ সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিল; তৎপরে অন্য লোকেরা তদ্দেশদর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া পর্ব্বতোল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পর্য্যটন করিয়া ঐ পর্ব্বতের নীচভূমিতে বাস করিয়া পুনশ্চ স্ব দেশে আগমন করিল না।

তৎকালে গল্ দেশীয়েরা অতি অসভ্য, ও ব্যবহারেতে মহা কঠিন, ও পরিচ্ছদে কদাকার, এবং সংগ্রামেতে মহা পরাক্রান্ত, ও দুর্জয় ছিল। য়ুনানী সৈন্যের প্রত্যাগমনের পঞ্চ দশ বৎসরের পরে, কিন্তু ইটালি দেশে তাহাদের প্রথম প্রবেশের দুই শত বৎসর পরে, ব্রেন্ন রাজা সসৈন্য হইয়া রোম দেশে গমন পূর্ব্বক ক্লুশীয় নগর অবরোধ করিলেন, তাহাতে ক্লুশীয় লোক ঐ পরাক্রমশালি

দুর্জয় সৈন্য দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া আপনাদের হিতার্থে তাহাদিগের সহায়তাকাঙ্ক্ষী হইয়া দূত প্রেরণ করিল; কিন্তু রোমি লোক তাহাদের বাক্য শ্রবণ না করিলে ঐ গলীয় সৈন্যগণ রোম নগরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগেরও সংত্রাস জন্মাইল।

ঐ অসভ্য দুর্দান্ত সৈন্যেরা সাহল্য প্রযুক্ত রোমি সৈন্যকে অতি শীঘ্র জয় করিল। তৎপরে ঐ নগরনিবাসিরা আপনাদিগের প্রাণ রক্ষার্থে পার্শ্বস্থ নগরে পলায়ন করিল। পরাক্রান্ত যুবকেরা বিপক্ষের সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া আপনাদিগের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল, ও প্রাচীন ভদ্র মানুষেরা শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার নিমিত্তে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া রহিল।

পরে গলীয় সৈন্যগণ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাদের সহিত কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল না, তাহাতে তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক নির্ভয়েতে সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শেষেতে ব্রেন্ন রাজা সসৈন্য হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া নির্ভয়েতে স্থিত তাবৎ প্রবীণ মন্ত্রিগণকে দেখিলেন। ঐ প্রাচীন মন্ত্রিগণের আকার প্রকার দেখিয়া গলীয় সৈন্যগণ কিঞ্চিৎ ত্রাসযুক্ত হইয়া তাহার হিংসা করিতে চাহিল না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জন পাপীরীয় নামে যোদ্ধা এক প্রাচীন মন্ত্রির দাড়ীর শুক্ল বর্ণ কেশ ধরিয়া টানিতে লাগিল; তাহাতে সেই প্রাচীন মন্ত্রী ক্রোধ করিয়া হস্তি দন্তনির্ম্মিত দণ্ডদ্বারা ঐ সাহসিক সৈন্যের মস্তকেতে প্রহার করিলেন। তাহাতে তাবৎ গলীয় সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ প্রাচীন মন্ত্রিগণকে নষ্ট করিয়া ও তাহাদের ঘর বাটী লুট করিয়া শেষেতে নগর দগ্ধ করিল।

দেখ, রোমি লোকদিগের কেমন দুর্দ্দশা ঘটিল, যে অল্প সংখ্যক পুরুষ নগরের মধ্যে ছিল, তাহারা সকলেই মারা পড়িল; এবং স্ত্রীরা রক্ষক পুরুষাভাবে ক্রন্দন করিল, ও বালক বালিকারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল; এবং ঐ প্রদীপ্তাগ্নি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে, তাহাতে অট্টালিকা ও প্রাচীর প্রভৃতির পতন হইল।

এই রূপ বিপদসময়েতেও রোম ব্যক্তিরা নিরাশ না হইয়া আপনাদের শক্তি পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষগণকে দূর করিতে যত্ন করিল। যাহারা দুর্গমধ্যে ছিল, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে মহা যুদ্ধ করিল। কামিল নামে এক ব্যক্তি যিনি পূর্ব্বেতে তিন বার প্রধানকর্ত্তা হইয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ আসিয়া তাঁহাদের সপক্ষ হইলেন। তাহার বিষয়ে এই বৃত্তান্ত আছে, যে ফালিস্কী নগরকে তিনি অবরোধ করিলে ঐ নগরের পাঠশালাকর্ত্তা পুরস্কারাকাঙ্ক্ষী হইয়া আপন তাবৎ শিষ্যগণকে তাহার হস্তে সমর্পিত করিয়া কহিল, যে এই বালকেরা ফালিস্কী নগরের প্রধান লোকের সন্তান, এবং তাঁহারা আপনাদের এই বালকগণকে পাইবার নিমিত্তে তোমাকে আপনাদিগের নগর সমর্পণ করিবেন। কামিল এই বিশ্বাসঘাতির বাক্য শুনিয়া মহা কোপাবিষ্ট হইলেন, এবং বালকগণকে আপনাদের মাতা পিতার নিকটে প্রেরণ করিলেন, ও তাহাদের হস্তে বেত্র প্রদান করিয়া ঐ বিশ্বাসঘাতিকে তাবৎ রাজপথেতে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিলেন; তাহাতে বালকেরা তাহা করিল।

রোমিদের হিতার্থে কামিল অনেক উপকারক কর্ম্ম ও সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নগরহইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল। যখন ব্রেন্ন রাজা

সসৈন্য হইয়া রোম নগর লুট করিতে লাগিল, তখন কামিল আর্দ্দীয়া দেশেতে বাস করিলেন। তিনি তথাহইতে রোমি লোকের বিপদ সম্বাদ্ পাইয়া স্বীয়াপমান না গণিয়া রোম নগররক্ষার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতে আর্দ্দীয়া লোকদিগকে মিনতি করিলেন। তাহাতে তিনি সেই সৈন্যের সেনাপতি হইয়া রোম নগরে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; এবং অল্প দিনের মধ্যে তিনি দুর্জ্জয় গলীয় তাবৎ সৈন্যকে বিনষ্ট করিলেন। পরন্তু বিনাশের সমাচার লইয়া স্ব দেশে যাইতে তাহাদের এক জনও অবশিষ্ট ছিল না।

রোম নগরের অবরোধবিষয়ক অন্য দুই তিন প্রস্তাব আছে। এক সময়ে ঐ নগরের মহা দুর্গ প্রায় বিপক্ষ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিল; কেননা রাত্রি যোগে কতক গুলি গলীয় সৈন্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া প্রহরি গণকে নষ্ট করিতে ও দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে নিকটবর্ত্তি কতক গুলি রাজ-হংস আপনাদের পক্ষ ও স্বরদ্বারা মহা শব্দ করিতে লা-গিল। তাহাতে রোমীয় সৈন্যগণ জাগৃত হইয়া বিপক্ষ সৈ-ন্যকে বিনাশ করিল। তাহাতে বোধ হয়, যে গলীয় সে-নারা কামিল প্রেরিত কোন দূতের গমনপথ দৃষ্টি করিয়া ঐ পর্ব্বতারোহণের পথ নিশ্চয় করিয়াছিল।

রোমি লোক কর্ত্তৃক কামিল দূরীকৃত হইলে যাবৎ পর্য্যন্ত তাহাদের অনুমতি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত তিনি রোম নগরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। এই কারণ তিনি তাহাদের অনু-মতি প্রাপ্তির নিমিত্তে সেখানে এক জন দূত প্রেরণ করিলেন। ঐ দূতের নাম কমিনীয় ছিল। তাহার গমনের পথ ঐ বিপক্ষ সৈন্যের মধ্য দিয়া ছিল; তাহাতে বড় দুঃসাধ্য কর্ম্ম হইল। ঐ দূত প্রাণ পণ করিয়া এক বৃক্ষের ছালের দ্বারা তীবর নামক

নদীতে ভাসিতে২ ঐ দুর্গের পর্ব্বতীয় নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত পাইল। পরে উত্তম রূপে পর্ব্বতারোহণ করিয়া দুর্গের মধ্যে গিয়া কামিলদত্ত সমাচার দিল। তাহারা কামিলের সেই সমাচার পাইয়া পূর্ব্বকৃত দণ্ডাদেশ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিল। দূত ঐ সমাচার লইয়া যে রূপে আগত হইয়াছিল, সেই রূপে তথা প্রস্থান করিল। দেখ, তাহাতে ঐ দূত কেমন প্রশংসনীয় হইল। যদি কোন লোকেরা নিজ সুখ্যাতি প্রাপ্তির নিমিত্তে কিম্বা কোন আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মাইতে দুঃসাধ্য কর্ম্ম করে তাহাতে তাহারা অবজ্ঞেয় হয়; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি পরের হিতার্থে নিজ প্রাণ পণ করিয়া দুঃসাধ্য কর্ম্ম করে, তবে সে জন সর্ব্বত্র প্রশংসা প্রাপ্ত হয়।

আর এক রোমি মানুষ এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিল। রোমিদিগের এমত বোধ হইল যে যদি আমাদিগের প্রধান বংশের কোন ব্যক্তির দ্বারা স্থান বিশেষে কোন আরাধনা বিশেষ করা যায়, তবে আমাদিগের রক্ষা হইতে পারে। তাহাতে ঐ প্রধান বংশীয় ফাবীয়দর্স নামে এক জন উপযুক্ত বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া দুর্গ হইতে নামিয়া বিপক্ষগণের প্রহরিগণের মধ্য দিয়া গমন করিয়া বিশেষ স্থানে উপস্থিত হইয়া বিশেষ আরাধনা করিয়া তদ্রূপেতে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল। গলীয় সেনাগণ তাঁহার তদ্রূপ সাহস দেখিয়া ও তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান জানিয়া কোন বাধা করিল না।

এই রূপে অসভ্য দুর্দান্ত সৈন্যদ্বারা রোম নগর লুণ্ঠিত হইল, এবং পরে আপনাদের কোন আত্মীয় ও পরাক্রান্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার রক্ষিত হইল। রোমীয় লোক অনেক স্বর্ণদ্বারা আপনাদের রক্ষা ক্রয় করিতে উদ্যত ছিল; কিন্তু

যে সময়ে স্বর্ণের তৌল হইতেছিল সেই সময়ে কামিল উপস্থিত হইয়া কহিলেন,যে এই সকল সুবর্ণ ধনাগারে স্থাপন কর; যেহেতু রোমি লোক স্বর্ণদ্বারা নয়, কিন্তু তীক্ষ্ণ খড়্গদ্বারা আপনাদের রক্ষা ক্রয় করে।

---

২৬ ষড়্বিংশতি অধ্যায়।

পিলপিদা ও ইপামিনন্দার বিবরণ।

যে সময়েতে রোম্ নগরের লুঠ হইয়াছিল সেই সময়ে য়ুনানী দেশেতে অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। স্পার্ত্তার রাজা আজে-সিলৌ এক যুদ্ধেতে আথিনী লোককে জয় করিলেন; পরে আথিনী লোক ফার্শীদেরহইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়া অপর যুদ্ধে স্পার্ত্তা সৈন্যকে জয় করিল। ঐ সময়েতে য়ুনা-নীর আর২ রাজ্য প্রদেশের লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া আ-পনাদের বলক্ষয় করিল। ফার্শীরা তাহা দেখিয়া য়ুনানীদের সহিত এক নিয়ম নিরূপিত করিল; তাহাতে য়ুনানীদের নিন্দা ও ক্ষতি হইল।

স্পার্ত্তা লোক প্রায় সকলেই যোদ্ধা ছিল। ফার্শীদের সহিত যুদ্ধাভাবের নিয়ম স্থির করিলে পর তাহারা আপনাদের প্রতিবাসিদের সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সম-য়েতে থীবীয় লোকদের মধ্যে এক বিবাদ উপস্থিত হইল। তদ্বিবাদের ভঞ্জনছলেতে স্পার্ত্তারা থিবীয় সৈন্যকে তাহা-দের দুর্গহইতে দূর করিয়া আপনাদের সৈন্যগণকে তাহাতে রাখিল। এই রূপে চারি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দুর্গ তাহা-দের অধীন ছিল; কিন্তু শেষেতে থিবীয় লোক মহা ক্রুদ্ধ

হইয়া প্রত্যপকার করিতে স্থির করিল। তাহাতে এক পর্ব্বসময়েতে তাহাদের কতক গুলি স্ত্রী পুরুষবেশ ধারণ করিয়া স্পার্ত্তা গণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধান২ সেনাপতিদিগকে সংহার করিল।

আর্খিয়া নামে তাহাদের রাজা সেই দিবসে আথিনী নগরহইতে প্রেরিত এক পত্র পাইয়াছিলেন, যাহাতে উপরের লিখিত এই বৃত্তান্ত ছিল; কিন্তু রাজা ঐ সমাচার সম্বলিত পত্র পাইয়া তদ্দিবসে ব্যক্ত না করিয়া তাহা সঙ্গোপনে রাখিয়া কহিলেন, যে অদ্য আমাদিগের পর্ব্বদিবস, কল্য এই রাজকীয় কর্ম্ম বিবেচিত হইবে। তাহাতে তিনি অগ্রেতেই শত্রুহস্তে হত হইলেন। দেখ, আলস্যেতে তিনি নিজ প্রাণ হারাইলেন। অতএব যদি আমরা সুখ সম্ভোগার্থে উচিত কর্ম্মে আলস্য করি, তবে অবশ্যই আমাদিগের ক্ষতি হইবে। যদ্যপি প্রথমে না হয় তথাপি শেষেতে নিতান্তই হয়।

পিলপিদা নামে থীবীয় এক বিখ্যাত ব্যক্তি ঐ সময়েতে থিবীয় দেশের এক পরমোপকার করিলেন; কেননা তিনি আথিনী লোকহইতে সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া স্পার্ত্তা সৈন্যকে দুর্গহইতে দূর করিয়া নগরের পরিত্রাণ করিলেন। ইপামিনন্দা নামে এক বিশিষ্ট ও পরাক্রমশালি জন পিলপিদার মিত্র ছিলেন, তিনি ঐ সময়েতে থিবীয় সৈন্যের প্রধান সেনাপতি নিরূপিত ছিলেন। পরন্তু তিনি জ্ঞানেতে ও সৎক্রিয়াতে মহা বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার এক প্রধান গুণ এই, যে তিনি কখন মিথ্যা বাক্য কহিতেন না, সর্ব্বদা সত্য বাক্যই কহিতেন। তাঁহার যদি অন্য গুণ না থাকিত তথাপি সত্য বাক্যের প্রভাবে তিনি মহা প্রশংসার যোগ্য হইতেন। কিন্তু যেখানে সত্য গুণ আছে সেখান তাবৎ প্রশস্ত গুণ স্থিতি করে।

ইপামিনন্দা যে এক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা ধনিগণের অতি বিবেচনার যোগ্য। দেখ, তিনি এক দরিদ্র ব্যক্তিকে এক জন ধনির নিকটে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, যে এই ব্যক্তিকে আপনি সহস্র মুদ্রা দিবা; ধনবান্ তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। ও পরে ইপামিনন্দাকে ঐ ধনী জিজ্ঞাসা করিল, যে কেন আপনি সেই ব্যক্তিকে আমার নিকটে প্রেরণ করিলা? ইপামিনন্দা হাস্য করিয়া কহিলেন, যে তাহার কারণ এই, যে তুমি ধনবান্, তিনি দরিদ্র; ইহা শুনিয়া ধনী দরিদ্র ব্যক্তিকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন।

ইপামিনন্দা সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। লুক্‌ত্রা নামে এক নগরেতে তিনি সসৈন্য হইয়া ক্লিয়ম্বুত নামে স্পার্ত্তার সৈনাপতিকে জয় করিলেন। স্পার্ত্তা সৈন্য অপেক্ষা থিবীয় সৈন্য অল্প ছিল; কিন্তু তাহাদের সেনাপতির নৈপুণ্য ও সৈন্যের সাহস প্রযুক্ত তাহারা জয়ী হইল। তাহাদের তদ্রূপ সাহসের এক কারণ ছিল, কেননা তাহারা আপনাদের মোচনের নিমিত্তে যুদ্ধ করিল; স্পার্ত্তা সৈন্য কেবল জয়ের নিমিত্তে যুদ্ধ করিল; এই কারণ তাহাদের জয়ী হওনের কিছু আশ্চর্য্য নয়, বীরেরা আত্ম মোচনের নিমিত্তে কোন্ দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়? ইহাতে বোধ হয়, যে ইং-রাজীয়-সৈন্যেরা তদ্রূপ হইলে সর্ব্বত্র জয়ী হইতে পারে।

ঐ যুদ্ধসময়ে কতক গুলি মূর্খ ইপামিনন্দাকে কহিল, যে আমরা অমঙ্গলের লক্ষণ দেখিতেছি। তাহাতে তিনি কহি-লেন, যে আপনাদের দেশের হিতার্থে কেবল যুদ্ধ করা সুমঙ্গলের লক্ষণ হয়, অন্য নয়। দেখ, ইতর লোকদের মধ্যে অনেক মঙ্গলামঙ্গলের লক্ষণ স্বীকৃত আছে; কিন্তু বিজ্ঞ-গণের মধ্যে তাহা মান্য নয়।

ইপামিনন্দা আর্কাদিয়া নামে আর এক দেশের পরিত্রাণ করিলেন। তিনি ক্রমে২ এত সুক্রিয়া করিলেন, যে স্পার্ত্তার রাজা তাঁহাকে আশ্চর্য্য কর্ম্মকারী এই উপনাম দিলেন। ইপামিনন্দা ও পিলপিদা সংগ্রামে জয়ী হইয়া স্ব দেশে গমন করিলেন; কিন্তু তথা উপস্থিত হইলে আপন২ সুক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত না হইলে আপন২ পদের নিয়মিত কালের অতিক্রম করণ প্রযুক্ত তাহারা বিচারস্থানে আনীত হইল। তাহাতে পিলপিদা স্বভাবতঃ ক্রোধন প্রযুক্ত উত্তমরূপে আত্মনিবেদন করিলেন না; কিন্তু ইপামিনন্দা ধীরে২ উত্তম রূপে আত্মনিবেদন করিলেন; তাহাতে তাহাদের উভয়েরি মোচন হইল। বিচারকর্ত্তাদের যে কএক জন তাহাঁদের বিপক্ষ ছিল, তাহারা ইপামিনন্দার অপমান ও ক্লেশ দিবার নিনিত্তে রাজপথ পরিষ্কার করণ পদ তাহাকে দিল। তিনি তাহা সমাদর পুর্ব্বক স্বীকার করিয়া কহিলেন, যে যদি এই পদ আমার সম্ভ্রম বৃদ্ধি না করে তথাপি আমি তাহার সম্ভ্রমের বৃদ্ধি করিব। দেখ, ইহাতে তাঁহার কেমন মহত্ত্ব গুণ হইল। ভদ্র লোক তাবৎ পদেতে নিযুক্ত হইলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন।

পিলপিদা ফিরীদিগের হিতার্থে যুদ্ধ করিয়া নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ফিরী লোকদের প্রতি সিকন্দর নামে এক ব্যক্তি উপদ্রব করিতেছিলেন। সে ব্যক্তি মহা দুষ্ট ও নানা দুষ্কর্ম্মশীল এবং সকলের অবজ্ঞেয় ছিল; এই কারণ দুষ্ট সিকন্দর সর্ব্বদা ভীত থাকিত, এবং শঙ্কা প্রযুক্ত উচ্চস্থ এক চোর কুঠরীতে শয়ন করিত। উপরে যাইবার সিঁড়ীর নিকটে এক ভয়ানক কুকুর বসিয়া থাকিত। এক সময়ে তাহার স্ত্রী ঐ কুকুরকে দূর করিয়া সোপানের ধাপে২ তুলা রাখিল, তাহাতে তাহার পত্নীর ভ্রাতারা নিঃশব্দেতে সোপানদ্বারা

উপরে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল। এই প্রকারে তিনি নিজ কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিলেন।

ইপামিনন্দা যুদ্ধ ভূমিতে জয় প্রাপ্তির সময়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। যখন থিবীয় লোক মান্তিনীয় নগরের নিকটে স্পার্ত্তা সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন, তখন ইপামিনন্দা সংগ্রামে বর্শার দ্বারা বক্ষ স্থল বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার নিভিন্ন শরীর লইবার নিমিত্তে উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হইল। পরে থিবীয় সৈনাকর্ত্তৃক তাহা প্রাপ্ত হইল। ইপামিনন্দা ঐ ক্ষতদ্বারা মহা যন্ত্রণা পাইলেন। তৎকালেও তিনি আপনার সৈন্যের হিত চিন্তা করিলেন। যখন তিনি সম্বাদ পাইলেন, যে থিবীয় সৈন্য জয়ী হইল, তখন কহিলেন, যে সকল মঙ্গল হইল। তখন চিকিৎসকেরা কহিল, যে বর্শার ফলা বাহির করিলে ইনি নিতান্তই মরিবেন; এই হেতু তাহা বাহির করিতে কাহারো সাহস হইল না। অতএব তিনি আপনি তাহা টানিয়া বাহির করিলেন; ও কিঞ্চিৎ বিলম্বে বন্ধুগণের সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন। থিবীয়দের সম্ভ্রম তাঁহাদ্বারা বর্দ্ধিত এবং তন্মরণেতে তাহার বিনাশ হইল।

জ্যেষ্ঠ দিওনুশীয় সুরাকুসের রাজা ইপামিনন্দার মরণের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মরিলেন; পূর্ব্ব লিখিত সিকন্দের ন্যায় তিনি অতি নিষ্ঠুর ও উপদ্রবী ছিলেন। তিনি আপন শরীরে লৌহ নির্ম্মিত জামা ধারণ করিয়া তাহার উপরে বস্ত্র পরিধান করিতেন। অন্যের প্রতি তিনি যে রূপ ক্রূর কর্ম্ম করিলেন, তৎ প্রযুক্ত তাহার ভয় ছিল, যে পাছে আমার প্রতি ঐ প্রকার কুকর্ম্ম কেহ করে। ঐ মানুষের তদ্রূপ ত্রাসেতে এই প্রমাণ প্রাপ্ত হয়, যে যদি কেহ পরহিংসা ও পরদ্রোহ করে,

তবে সে জন আপনার পক্ষে ততোধিক হিংসা দ্রোহ করে। উপদ্রবকারিদিগের বিবরণে ইহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে।

২৭ সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

তিতমানীয়তর্কাত নামে এক প্রধানকর্ত্তার বিবরণ।

এক যুবতি স্ত্রীর গর্ব্বদ্বারা রোমিদিগের কর্ত্তৃত্বপদের নিয়ম পরিবর্ত্ত হইল। রোম নগরেতে দুই প্রকার লোক ছিল, সেই উভয়ের মধ্যে প্রধান লোক পৈত্রিয়, ও সাধারণ লোক লৌকীয় বলা যায়। পৈত্রিয়দের মধ্যহইতে প্রধানকর্ত্তা নিরূপিত হইত। ফাবীয় আম্বস্ত নামে এক পৈত্রিয় মানুষের দুই কন্যা ছিল। আর এক পৈত্রিয় ব্যক্তির সহিত তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছিল; ও লৌকীয় একের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। ঐ লৌকীয় ব্যক্তির পত্নী সেই পৈত্রিয় মনুষ্যের পত্নীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দ্বেষ করিতে লাগিল, এবং ঐ চিন্তাতে অতি ক্ষীণা হইয়া গেল; তাহাতে তাহার স্বামী ও পিতা স্নেহ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, যে তোমার দুঃখের ও ভাবনার কারণ কি? তাহাতে সে তাহা কহিলে তাহার স্বামী ও পিতা শুনিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, যে তুমি ঐ রূপ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তা হইবা; পরে তাঁহারা মহা যত্ন পূর্ব্বক তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। এবং তখন লিসিনীয় স্তোল নামে তাহার স্বামী ও স্বকীয় মিত্র সেক্স্তীয় এই উভয় শাসনকর্ত্তৃপদে নিরূপিত হইলেন।

লিসিনীয়ের উক্ত পদ প্রাপ্তির দুই বৎসর পরে রোম নগরে এক মহা ভূমিকম্প হইল। তাহাতে রোমীয়দের সর্ব্ব সা-

ধারণীভূত মন্ত্রণালয়েতে একটা গহ্বর হইল, সে গহ্বর এমন গম্ভীর ও প্রশস্ত হইল, যে লোকেরা ইষ্টকা পাষাণদ্বারা তাহা পূরণ করিতে পারিল না। তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র এমত জনরব হইল, যে সর্ব্বাপেক্ষা রোম নগরের বহু মূল্য যে বস্তু, তাহা তাহাতে নিক্ষিপ্ত না হইলে সে গহ্বর পূরণ হইবে না। তখন মার্ককর্তীয় নামে এক যুবা মানুষ ঐ কথা শুনিয়া সর্ব্ব বস্তু অপেক্ষা সাহস বহু মূল্য বস্তু, ইহা কহিয়া সে অশ্বারূঢ় ও সসজ্জ হইয়া ঐ গহ্বরেতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন; পতনকালে কহিলেন, যে আমি রোমি ব্যক্তির হিতার্থে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিলাম। পরে রোমি ব্যক্তিরা তাহাতে নানা শস্য নৈবেদ্যাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা কহিল, যে গহ্বর পূর্ণ হইয়াছে।

লুশীয় মান্লীয় নামে এক শ্রেষ্ঠ মানুষ তৎকালে তাহাদের প্রধান কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে নগরেতে মহা মারী ভয় উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ ব্যক্তিকর্ত্তৃক কথিত হইল, যে পূর্ব্বেতে এই মারী ভয়ের শান্তির নিমিত্তে প্রধানকর্ত্তৃদ্বারা মহাদেবের মন্দিরেতে এক লৌহ কজাল প্রোথিত হইয়াছিল। তাহাতে মান্লীয় প্রধানকর্ত্তা তাহা করিলেন।

পরে তিনি হর্নিশী লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে রোমি ব্যক্তিদিগকে প্রবৃত্ত করিলেন। এক বৎসর পরে ঐ যুদ্ধ কর্ম্মের নিমিত্তে তিনি অন্য প্রধানকর্ত্তার সাক্ষাতে বিচারিত হইলেন। তাহার আর২ অপবাদের মধ্যে এই এক অপবাদ উঠিল, যে আপন পুত্রের কদ্দতা প্রযুক্ত তিনি তাহার প্রতি অতি নিষ্ঠুর। তাহাতে তাহার পুত্র তিত তাহা শুনিয়া মহা ভাবিত হইলেন, ও কাহাকেও কিছু বাক্য প্রয়োগ না করিয়া আপন বক্ষস্থলে খড়্গ রাখিয়া পম্পনীয় নামে

পিতার প্রধান অপবাদকের গৃহে গমন করিলেন, ও তাহার সহিত নির্জন স্থানে কথোপকথন করিতে চাহিলেন। তাহাতে পম্পনীয় বোধ করিলেন, যে এই ব্যক্তি বুঝি আপন পিতার অন্য অপবাদ বিষয় কহিবেন, এই কারণ তিনি তাহার সহিত নির্জনে বসিলেন। তখন তিত শীঘ্র উঠিয়া আপন খড়্গ বাহির করিয়া ঐ অপবাদক ব্যক্তিকে কহিলেন, যে তুমি যদি পুনর্ব্বার আমার পিতার আর কিছু অপবাদ কর, তবে আমি এই খড়্গ তোমার হৃদয়ে রাখিব। তাহাতে তিনি ত্রাসেতে শপথ করিয়া কহিলেন, যে আমি তাহা করিব না। এই রূপে তিত নিজ পিতার মান রক্ষা করিলেন, ও পরে আপনার সুক্রিয়ার দ্বারা সৈন্যের মধ্যে প্রধানকর্ত্তা নিরূপিত হইলেন।

তাহার পরে তিত স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া গল্ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রণস্থলে উভয় সৈন্যের মিলন হইলে গলীয় সেনার মধ্যে এক বলবান্ পুরুষ গর্ব্ব করিয়া ডাক দিয়া কহিল, যে হে রোমীয় সৈন্যগণ, তোমাদের মধ্যে যে অতিশয় বলবান্ হয় তাহার সহিত আমি যুদ্ধ করিব; তাহাতে প্রতীত হইবে, যে কোন জাতীয় লোক বলবান্। তাহার এই সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমি ব্যক্তি মহা ক্রুদ্ধ হইল, এবং প্রধান সেনাপতির নিকটে তিত মান্লীয় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, যে হে মহাশয়, ঐ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে আমাকে অনুমতি দেও; তাহা শুনিয়া প্রধান সেনাপতি তাহাকে কহিলেন, যে হে তিত, তুমি যাও, আপন পিতার প্রতি তুমি স্নেহ প্রকাশ করিয়াছ, সম্প্রতি স্ব দেশীয়ের প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর; তাহাতে তিত সসজ্জ হইয়া নম্র ভাবে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন।

গলীয় ব্যক্তি আপনার প্রদীপ্তাস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া সাহঙ্কার বাক্য কহিয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। যুদ্ধারম্ভ হইলে অতি শীঘ্র তাহার মহা গর্ব্ব ও খর্ব্ব হইল, যে হেতু তিত তাহাকে সংহার করিলেন। নিয়মানুসারে তাহার তাবৎ মূল্যবদ্বস্তু তিনি না লইয়া কেবল তাহার স্বর্ণময় হার লইলেন, এই কারণ তাঁহার উপনাম তখন তর্কাত হইল; কেননা রোমীয় ভাষাতে হারের নাম তর্কাত বলা যায়। রোমি সৈন্যেরা আহ্লাদিত হইয়া তিতকে আলিঙ্গন ও প্রশংসা করিতে দৌড়িতে লাগিল; ও প্রধান সেনাপতি পরম তুষ্ট হইয়া সর্ব্ব জন গোচরে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া পুরস্কারার্থে এক স্বর্ণ মুকুট প্রদান করিলেন।

তৎপরে তিত কর্তৃত্বপদে তিন বার ও প্রধান কর্তৃত্বপদে এক বার নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কর্তৃত্বপদের এক সময়ে লাটিন ও রোমিদের সহিত এক যুদ্ধ হইল। তৎকালে রোমি সেনাদের এক নিয়ম কল্পিত ছিল, যে যুদ্ধ কালে যদি কোন সৈন্য আজ্ঞা ব্যতিরেকে আপনাদিগের সৈন্য শ্রেণী হইতে বাহির হয়, তবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে; ঐ যুদ্ধ সময়ে তিতের পুত্র লাটিন সৈন্যের এক দলের সম্মুখস্থ হইলে মিতীয় নামে ঐ দলের সেনাপতি তাহাকে উপহাস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিলেন। তাহাতে তিতের পুত্র ক্রোধ ও লজ্জান্বিত হইয়া আপনাদিগের কল্পিত নিয়ম বিস্মৃত হইয়া সৈন্য শ্রেণী হইতে নির্গত হইল, ও ঐ সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া অতি শীঘ্র জয়যুক্ত হইলেন।

পরে ঐ হত সেনাপতির তাবৎ পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় পিতার তাম্বুর মধ্যে গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম

করিয়া ঐ সকল জয়বৃত্তান্ত কহিলেন। হায়২! এই যে তাহার হর্ষোদয় কেবল ক্ষণিক হইল; কেননা তখন তাহার পিতা তিত সমস্ত সেনাকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে আপন পুত্রকে কহিলেন, যে "হে পুত্র, তুমি অন্য সৈন্যবিষয়ক নিয়ম ও পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ, এই অপরাধ প্রযুক্ত কর্তৃত্বপদের লঘুতা হয়; অতএব তুমি প্রাণ দণ্ড দিয়া ঐ লঘুতার প্রতিকার করণ তুমি মহা সাহসিক যোদ্ধা তৎপ্রযুক্ত আমার প্রিয় পাত্র বট, কিন্তু ন্যায়বর্ত্তি মানুষ আমার তাত্ত্বিক প্রিয়তম; অতএব যদ্যপি তুমি আমার সৎ পুত্র হও তবে ন্যায়ানুসারে মরণদণ্ড স্বীকার করিবা। হে সৈন্যগণ, ইহাকে লইয়া বন্ধন গ্রস্ত কর।

তখন ঐ যুবা পুত্র মহা বিমর্ষ হইলেন; কিন্তু যেমন পূর্ব্বে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতাপ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনি নম্রতা পূর্ব্বক পিতার আজ্ঞাদ্বারা প্রাণদণ্ড স্বীকার করিলেন। তদ্রূপ তাঁহার অকাল মৃত্যু দেখিয়া সমস্ত সৈন্য হাহাকার করিতে লাগিল। এই যে পুত্রের প্রতি পিতার শাসনকর্ম্ম, তাহা লোকদের বিবেচনাতে কিরূপ হয়? এই পিতা আপন পিতার ও সেনাপতির আজ্ঞাবর্ত্তী ছিলেন, এই কারণ আপন পুত্রকে অনাজ্ঞাবর্ত্তিতা প্রযুক্ত প্রাণদণ্ড করণ অন্যায্য নয়। তথাপি তাহার সাহসাধিক্য প্রযুক্ত দোষের ক্ষমা করণ উচিত ছিল, যেহেতুক কেবল ন্যায় কর্ম্ম করণ মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এমত নয়, কিন্তু ক্ষমা করণও আবশ্যক বটে। যদি উদাসীনের প্রতি দয়ার কর্ত্তব্যতা আছে, তবে স্বজনের প্রতি দয়া করণে হানি কি?

---

২৮ অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

মাকিদোনের রাজা ফিলিপ্ প্রভৃতির বিবরণ।

মাকিদোন্ দেশ আথিনী নগর ও য়ুনানীর অন্য ২ নগর-হইতে অতি দূরবর্ত্তী নয়। ঐ দেশের প্রধান নগর ইদিস্সা ছিল, কিন্তু পেলা নগরে সিকন্দরের জন্মের পর তাহার পিতা ফিলিপ্ ঐ নগরকে প্রধান করিলেন। ফিলিপের পিতার নাম আমিন্তা, ও তিনি মাকিদোন্ দেশের ষোড়শ রাজা ছিলেন।

পূর্ব্বেতে ঐ দেশের রাজা আথিনী লোককে কর প্রদান করিতেন; কিন্তু ফিলিপ ও তাঁহার পুত্র সিকন্দর রাজা হইয়া কর প্রদান না করিয়া বরং য়ুনানী ও আসিয়া ও আফ্রিকা দেশহইতে কর গ্রহণ করিতেন।

ফিলিপ্ থিবীয় দেশে পিলপিদার নিকটে নয় বৎসর বাস করিলেন। ঐ বাসসময়ে ইপামিনন্দার সমস্ত ব্যবহার ও নীতি দেখিয়া তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও তদনুকারী হইতে তিনি যত্নবান্ হইলেন। তিনি পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন, ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা মৃত হইলে তিনি স্ব দেশে গমন করিলেন, এবং রাজ্যেতে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি সিংহাসনস্থ হইয়া প্রজাবর্গের হিত ও রক্ষণার্থে মহা যত্নবান্ হইলেন। সৈন্যগণের সুশিক্ষা ও যুদ্ধনৈপুণ্যেতে মহা মনোযোগ রাখিলেন, এবং একটা আশ্চর্য্য ব্যূহ রচনা করিলেন; যে ব্যূহদ্বারা সৈন্যগণ আত্ম রক্ষা পূর্ব্বক পর সৈন্যকে জয় করিত। হোমর কবির এক কবিতার দ্বারা তিনি ঐ ব্যূহ রচনা শিক্ষা করিলেন। দেখ, বিজ্ঞ মানুষ যে কোন পুস্তক পাঠ করেন, তাহাতে জ্ঞানের বৃদ্ধি পান।

সিকন্দরের জন্ম হইলে তাঁহার পিতা ফিলিপ্ থ্রাস দেশের স্তাগিরা নগরে জাত আরিস্তোতল নামে এক বিদ্বান্ মানুষের নিকটে এই সম্বাদ পাঠাইলেন, যে আমি আপন পুত্রের জন্মেতে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, অধিকন্তু তোমার সময়ে পুত্রের জন্ম প্রযুক্ত অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম; অতএব তুমি ইহার গুরু হইবা।

ফিলিপ্ রাজার সময়ে তৎকর্তৃক অনেক২ যুদ্ধ হইল, ও অনেক দেশ প্রাপ্ত হইল। এক সময়ে তিনি আত্তিকা দেশ জয়ার্থে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু আথিনী লোক অনেক দিবস পর্য্যন্ত তাহার সহিত উত্তম রূপে যুদ্ধ করিল; কেননা তাহারা হিতবাদিদিগের বাক্যদ্বারা যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত ছিল। দিমস্তিনি নামে এক জন সদ্বক্তা ফিলিপের প্রতি তাহাদের মন বিরুদ্ধ করিলেন, ও ফিলিপের অনেক নিন্দাও করিলেন। তদবধি নিন্দা বাক্যকে ফিলিপীয় বাক্য বলা যায়।

দিমস্তিনি সকল সদ্বক্তাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, ও পরম যত্নদ্বারা এই ক্ষমতা পাইলেন; কেননা তদ্বিষয়ে প্রাচীন কথা আছে, যে তাহার উত্তম উচ্চারণ শক্তি ছিল না। তখন লোকদের বোধ হইয়াছিল, যে এই ব্যক্তি কদাচ সুবক্তা হইবে না; কিন্তু তদ্বিবরণে তাঁহার পরিশ্রম ও আবেশের ফল ব্যক্ত আছে; যে হেতু তিনি স্বীয় কদ্বদতা দূর করিয়া অতি সুবক্তা হইলেন। তিনি জানিলেন, যে আথিনী লোকদের সুমন্ত্রি ব্যক্তিকে অতি প্রয়োজন, এবং তাহারা সদ্বক্তৃগণের বাক্য শ্রবণে সর্ব্বদা উৎসুক; এই কারণে তিনি সদ্বক্তা ও সুমন্ত্রী হইতে চেষ্টা করিলেন।

তিনি সমুদ্রতীরে যাইয়া তরঙ্গের কোলাহলের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কহিতেন। তাহাতে এই ফল যে অনেক লোকের

কোলাহলের মধ্যে স্পষ্ট বাক্য কহিতে ক্ষমতা হয়। কোন কেহ কহেন, যে তিনি নিজ কদ্বদতা দূর করিবার জন্যে বাক্য প্রয়োগসময়ে ক্ষুদ্র২ পাষাণ কণিকা মুখের মধ্যে রাখিতেন। এই প্রকারে তিনি নানা পরিশ্রম করিয়া সুবক্তৃতা বিষয়ে ক্রমে তৎপর হইলেন। তাঁহার বাল্যাবস্থাতে পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, ও তিনি স্বয়ং দুর্ব্বল ও রুগ্ন ছিলেন, ও তাহার প্রতিপালকেরা উত্তম রূপে তাঁহার প্রতিপালন করিল না, ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধক থাকিলেও তিনি শেষেতে গুণবান্ হইলেন। যখন তিনি প্রথমে লোকদের প্রতি বাক্য কহিলেন, তখন তাঁহাকে সকলেই শীস দিয়া নিরস্ত করিল। তাহাতে তিনি লজ্জা ও দুঃখান্বিত হইলেন; কিন্তু তাহাতে আশা রহিত হইলেন না। তৎ প্রযুক্ত তিনি অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিল।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা ও অর্দ্ধ রাত্রে শয়ন এই তাহার প্রতিদিন নিয়ম নিরূপিত ছিল। এবং যেন মিত্র বর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্গমনেচ্ছা না হয়, তন্নিমিত্তে তিনি আপনার অর্দ্ধেক মস্তক মুণ্ডন করিলেন। বাক্য কহিবার সময়ে তাঁহার এক কুস্বভাব ছিল, যে স্কন্ধ মূল উত্তোলন করিতেন, তৎপ্রতীকারার্থে স্কন্ধ মূলের উপরিভাগের এক তীক্ষ্ণ শূল অধোমুখে রাখিয়া, তাহার নীচে স্কন্ধ রাখিয়া দাড়াইতেন; তাহাতে বাক্য কালে স্কন্ধ মূল উঠিলে ঐ শূলাগ্রেতে বিদ্ধ হইত। ও উত্তম বাক্পটুতার নিমিত্তে ও স্মরণার্থে থুকিদিদির ইতিহাসের এক বৃহৎ পুস্তক আটবার তিনি স্বহস্তে লিপি করিলেন। তদ্ব্যতিরেকে তিনি তদ্বিষয়ে আর ২ পরিশ্রম করিলেন, ও শেষেতে বাক্পটুতাতে এমন নৈপুণ্য

প্রাপ্ত হইলেন, যে তিনি সদ্বক্তৃগণের মধ্যে প্রধান ও অক্ষয় যশস্বী হইলেন।

এই প্রকরণে ফিলিপের চরিত্র প্রকাশ করণ উচিত ছিল, কিন্তু তাহার যুদ্ধনৈপুণ্য ও ঔদার্য্য গুণ দিমস্থিনের গুণের সদৃশ নয়; যেহেতু তাহা জ্ঞান ও সৎ কর্ম্ম মহত্ত্ব ও পরমৈশ্বর্য্য হইতে উত্তম হয়। ফিলিপ্ উৎকোচ প্রদানদ্বারা দিমস্থিনির মুখ বন্ধ করিতে পারিলেন না। পরে ফিলিপের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া দিমস্থিনি আহ্লাদিত হইলেন; কিন্তু এ প্রধান মানুষের উচিত কর্ম্ম নয়; কেননা যদি বিপক্ষ ব্যক্তি হয় তথাপি তাহার দুঃখেতে কিম্বা মরণেতে আমোদ করা কর্ত্তব্য নয়।

এস্কিনি নামে দিমস্থিনির এক জন বিপক্ষ সে এমত করে নাই। এস্কিনি দিমস্থিনির দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছিলেন। এক দিবস এস্কিনি জন সমূহের সাক্ষাতে আপনার ও দিমস্থিনির বিবাদ সম্বলিত রাজকীয় পত্র পাঠ করিলেন; তিনিও সুবক্তা ছিলেন, এই হেতু তাঁহার তদ্বাক্য শ্রবণে সকলেই প্রশংসা করিল। তৎপরে ঐ দিমস্থিনির লিখিত বাক্যের পাঠ শ্রবণ করিয়া তাহারা দিমস্থিনিকে ততোধিক প্রশংসা করিল। তাহাতে এস্কিনি কহিলেন, যে যদি তোমরা দিমস্থিনির মুখেতে এই পাঠ শ্রবণ করিতা তবে কত প্রশংসা করিতা তাহা বলা যায় না।

দিমস্থিনি ফিলিপের বিরুদ্ধে যেমন বাক্য কহিতেন, তেমন সিকন্দরের বিরুদ্ধেও কহিতেন। কতক লোকে বলে যে হাপাল নামে সিকন্দরের এক দূতের দ্বারা তিনি উৎ কোচরূপে সুবর্ণ গ্রহণ করিলেন। যদ্যপি এ কথাতে অনেকের বিশ্বাস না হয়, তথাপি এই অপবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি আথিনী নগরহইতে দূরীকৃত হইলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার তথা আনীত হইয়া

এমত সশঙ্ক হইলেন, যে সময়ান্তরে ইচ্ছা পূর্ব্বক তন্নগর পরি-ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে২ শেষেতে কালরিয়া নামে উপদ্বীপেতে বিষ পান করিয়া আত্মঘাতী হইলেন।

আথিনী লোকের ফোকিওন্ নামে এক প্রধান সেনাপতি দুই তিন বার মহাযুদ্ধ করিয়া ফিলিপ্‌কে জয় করি-লেন; তিনি হার্পাল নামক দূতহস্তে উৎকোচীয় স্বর্ণ গ্রহণ করিলেন না। এক সময়ে যখন দিমস্থিনি আথিনীকে ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করিলেন, তখন ফোকিওন্ অতি সরল ও সুমানুষ প্রযুক্ত ফিলিপের ধূর্ত্ততা জ্ঞাত হইলেন না; কিন্তু দিমস্থিনি সুন্দররূপে ফিলিপের স্বভাব জ্ঞাত ছিলেন; এবং অনুমান হয় যে যদি আথিনীয়েরা তাঁহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিত, তবে বুঝি য়ুনানী দেশ মাকি-দোন দেশের অধীন হইত না।

ফোকিওন্ ৪৫ বার প্রধান সেনাপত্য পদে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন, ও আপন দেশের নিমিত্তে অনেক হিতাচরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অকৃতজ্ঞ আথিনীয় কর্তৃক শেষেতে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বিষ পান করাইবার কালে কোন বন্ধু জন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে তোমার পুত্রের বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে? তাহাতে ভদ্র ও প্রাচীন ফোকিওন্ কহিলেন, যে আমার পুত্রকে ইহা কহিবা, যে আমার এই অভিলাষ যে তিনি আমার প্রতি যে আথিনীয়দের অন্যায় কর্ম্ম, তাহা যেন মনে না করেন। তিনি এই উত্তম ক্ষমাবাক্য কহিয়া বিষপান পূর্ব্বক নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

য়ুনানী দেশেতে দেল্ফী নামে এক নগর ছিল। সেই নগ-রেতে আপলো নামক দেবতার এক মন্দির ছিল; সেই

মন্দিরেতে এক যাজকী স্ত্রী বাস করিতেন; এবং লোকেরা বোধ করিত যে ইনি ভবিষ্যদ্বিষয় কহিতে পারেন। যে বাক্য তিনি কহিতেন, তাহাতে লোকেরা বড় আস্থা করিত, ও অমোঘ করিয়া জানিত।

এ মন্দিরের বিষয় এই প্রাচীন কথা আছে, যে এক পর্ব্বতের গহ্বরহইতে এই মত বাষ্প উত্থিত হইয়াছিল, যে২ জন্তু তাহার মধ্যে গেলে তদ্দারা মত্ত হইল। এক দিবস এক রাখালের ছাগল ঐ গহ্বরের বাষ্প গ্রহণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় লম্ফ ঝম্প পূর্ব্বক পরস্পর ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা দেখিয়া রাখাল গহ্বরের নিকটে গিয়া ঐ বাষ্পোদ্গম দেখিয়া মত্ততার কারণ নিশ্চয় করিল। কিছু দিন পরে ঐ পর্ব্বতীয় গহ্বরের উপরি ভাগে ঐ দেবমন্দির নির্ম্মিত হইল, এবং সেই মন্দির মধ্য স্থিত গহ্বরের নিকটে অবস্থানার্থে এক ত্রিপদী রাখা যাইত। যখন কোনো মানুষ মনোগত ভবিষ্যদ্বিষয় জানিতে চাহিত, তখন ঐ যাজকী স্ত্রী সেই ত্রিপদীর উপরে দাঁড়াইতেন। কিঞ্চিৎ কাল দাঁড়াইলে ঐ বাষ্পের আঘ্রাণদ্বারা উন্মত্তার ন্যায় আকুলিতা হইয়া আশ্চর্য্য বাক্য কহিতে আরম্ভ করিতেন। যে২ কথা কহিতেন তাহা লোককর্ত্তৃক লিখিত হইত, ও দৈববাণী রূপে ঐ বাক্য খ্যাত হইত। ঐ বাক্যের ভাবাভাব রূপে অনেক বার উভয় প্রকার অর্থ বোধ হইত। তাহাতে সকলেই আপন২ মনোগত ভবিষ্যদ্বিষয় অবগত হইত। ঐ যাজকীর নাম পুথিয়া ছিল, যেহেতু আপলো দেবতা পুথ নামে এক বৃহৎ সর্প বিনাশ করিয়া পুথিয়া নামে বিখ্যাত হইলেন।

য়ুনানী দেশে ফোকিয় লোক ঐ মন্দিরের সমীপে কতক গুলি ক্ষেত্র ভূমি চাস করিল। তাহাতে প্রায় য়ুনানী সকল তাহাদের প্রতি কুপিত হইয়া ফোকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু স্পার্ত্তা ও আথিনী লোক তাহাদের সহায়তা করিতে লাগিল। য়ুনানীদের এক মহাসভাতে তাহাদের মন্ত্রিগণ কর্তৃক এই নিশ্চয় হইল, যে ফোকীয়দের ইয়ৎ সংখ্যক ধন দণ্ড হইবে; তাহাতে ফোকীয়েরা স্বীকার না করিলে যুদ্ধারম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধ দৈব যুদ্ধ রূপে খ্যাত হইয়া অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমিক ছিল।

তখন যোদ্ধাগণ ফিলিপ্ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে আপনি কোন পক্ষে থাকিবেন? ফিলিপ্ কহিলেন, যে আমি কোন পক্ষে নহি। দেখ, ফিলিপ্ ঐ উভয় পক্ষের যুদ্ধ দর্শনে বড় উৎসুক হইলেন। পরে যখন উভয় পক্ষীয় বল ক্ষীণ হইল, তখন তিনি ক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। প্রথমে তিনি আপন সৈন্যের মধ্যে কহিলেন, যে আমি কেবল ফোকীয়দিগকে দণ্ডিত করিতে যাইতেছি; কিন্তু পরে তিনি যাবৎ পর্য্যন্ত য়ুনানীর সকল দেশ জয় না করিলেন, তাবৎ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। য়ুনানীদিগকে জয় করিয়া তিনি ফার্শী দেশ জয় করিতে উদ্যুক্ত ছিলেন; কিন্তু এক মহাপর্ব্ব সময়ে পসানিয়া নামে এক য়ুনানী ব্যক্তি কর্তৃক তিনি হত হইলেন।

---

২৯ ঊনত্রিংশতমোধ্যায়।

প্লাতো দিওনিশিয় ও তিমলিওনের বিবরণ।

প্লাতো এক আথিনীয় ও জ্ঞানি মানুষ, এবং সর্ব্ব জন প্রসিদ্ধ সোক্রাতির শিষ্য ছিলেন। তিনি দিওন্ নামে সুরাকুসের এক প্রধান জ্ঞানি ব্যক্তির মিত্র ছিলেন; এবং তিনি

দিওনের সহিত সাক্ষাত করিতে সিকিলী নামক উপদ্বীপে সুরাকুস্ নামক নগরে গমন করিলেন। সেখানে দিওনের কঠোর ও নির্দ্দয় আচরণ দেখিয়া উত্তম সুহৃৎ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার দোষ দর্শাইয়া কহিলেন, যে হে মিত্র, যদি আপনি অহ-ঙ্কার পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম কর তবে বিশিষ্ট মানুষেরা তো-মার দূরবর্ত্তী হইবে ও তুমি নির্জ্জনে কালক্ষেপণ করিবা। বুদ্ধিমান্ দিওন এই হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা প্রতিপালন করিলেন। দেখ, বিজ্ঞ মনুষ্যের এই এক সুচিহ্ন, যে সুপরামর্শ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বকীয় দোষ পরিহার করেন।

কনিষ্ঠ দিওনিশিয় ঐ সময়েতে সুরাকুসের রাজা হইলেন, তিনি সম্বন্ধে দিওনের ভায়রা ভাই, ও যুবা পুরুষ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দিওনিশিয় নামে তাঁহার পিতা তাঁহার বিদ্যা-ভ্যাসবিষয়ে কিছু মনোযোগ করেন নাই, তৎপ্রযুক্ত প্লাতো সর্ব্বদা কহিতেন, যে এই রাজার যে দোষ তাহা কেবল অজ্ঞা-নতার নিমিত্তে ঘটিয়াছে। অতএব প্লাতো তাঁহাকে সুশিক্ষা নীতিজ্ঞ করিতে অনেক পরিশ্রম করিলেন। তাঁহাতে দিও-নিশিয় সর্ব্বদাই প্লাতোকে মান্যমান করিলেন, ও সুস্বভাবীয় কর্ম্ম-শীলতা দেখাইলেন। কেননা তিনি আলস্য ও সুখ সম্ভোগ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাভ্যাসে ও সুক্রিয়াতে অতি নিবিষ্ট হইলেন। যদি তাঁহার মন্ত্রিগণ সর্ব্বদা তাঁহার স্তুতিবাদ না ক-রিতেন, তবে বুঝি তিনি এক মহাসাধু মনুষ্য হইতেন। কিন্তু ঐ মন্ত্রিগণ নির্দ্দোষ দিওনের দোষাখ্যান করিয়া রাজার সা-ক্ষাতে তাঁহার কলঙ্ক ও অপমান বাক্য কহিলেন, ও শেষেতে তাহাদের দ্বারা তিনি সুরাকুসহইতে দূরীকৃত হইলেন; ও কিঞ্চিৎ দিন পরে ঐ সকল অন্যায় কর্ম্ম দেখিয়া প্লাতো ঐ রাজধানী ত্যাগ করিলেন।

দিওনিশিয় যে পুনর্ব্বার দিওনকে আনিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা জানিয়া প্লাতো দুই বৎসরের পরে পুনশ্চ সিকিলী দেশেতে গমন করিলেন। দিওনিশিয় প্লাতোর আগমন সম্বাদ পাইয়া শ্বেতবর্ণ অশ্ব চতুষ্টয় যুক্ত মনোহর রথারোহণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলেন, এবং ঐ রথেতে তাঁহাকে লইয়া তিনি স্বয়ং সারথি হইয়া নগরেতে আনয়ন করিলেন। সিকিলী লোকেরা তাঁহার আগমনেতে মহাসন্তুষ্ট হইল; এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজা ও প্রজাগণের সহিত তাহার ইষ্টালাপ হইল। পরে রাজা তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বর্ণের অসি তালান্ত অর্থাৎ এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন। প্লাতো তদবধি রাজধানীতে মহামান্য ছিলেন, ও ঐশ্বর্য্য সুখভোগেতে কালক্ষেপণ করিলেন। তখন তাঁহার বিপক্ষগণ কহিল, যে ইঁহার এই অহঙ্কারের চিহ্ন। সপক্ষগণ কহিল, যে তাহা নয়, পরন্তু এই ইহার জ্ঞানের চিহ্ন বটে। দিওনকে পুনর্ব্বার আনাইতে দিওনিশিয়কে প্লাতো সম্মত করিতে পারিলেন না; তাহাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের চিত্ত ভার হইল। পরে প্লাতো স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। একাশীতি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি আপন মিত্র দিওনের মৃত্যুর পূর্ব্বে স্ব দেশে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

এই রূপে দিওনিশিয় প্লাতোর দ্বারা ত্যক্ত হইয়া যে সকল সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রিগণের স্তুতিবাদদ্বারা অতি শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। দিওন বিষয়ে তিনি আপন প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিলেন কেবল তাহা নয়, পরন্তু তাহার ভার্য্যাকে বিবাহ করিতে এক মন্ত্রির প্রতি সমর্পণ করিলেন। ঐ দূরীকৃত দিওন এই সমাচার পাইয়া মহাকোপাবিষ্ট হইলেন। পরে

এক পরকীয় সৈন্য লইয়া সুরাকুসে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; এবং দিওনিশিয়কে সিংহাসনহইতে দূর করিয়া পুনশ্চ স্বীয় পত্নীকে পাইলেন, ও সুরাকুসের অধিপতি হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তিনি উত্তমরূপে শিষ্টপালন দুষ্টদমন পূর্ব্বক রাজ্য-শাসন করিলেন। শেষেতে প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক তিনি নি-হত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে পুনর্ব্বার স্বীয় রাজসিং-হাসনে দিওনিশিয় বসিলেন। পরে পুনশ্চ ঐ সিংহাসন চ্যুত হইলেন। অনন্তর করিন্থ নগরে তিনি এক পাঠশালার শিক্ষক হইলেন। তিনি সর্ব্বদা হাস্যবদন ছিলেন। তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে তুমি প্লাতোর সদুপ-দেশ পাইয়া সফল হইলা না কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করি-লেন, যে তুমি দেখিতেছ যে আমি সর্ব্বদা ক্লেশ সহ্য করিতেছি, অতএব তুমি কেন বলিতেছ যে আমি সদুপদেশেতে সফল হই নাই?

সম্প্রতি দিওনিশিয়ের দ্বিতীয় বার দূরী হওনের বিবরণ লেখা যাইতেছে। যে সেনাপতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়া-ছিল, তাহার বিষয় অগ্রে কহিতে হয়। ঐ সেনাপতির নাম তিমলিওন্। তিনি মহাবীর ও পরাক্রমশালী ও দয়ালু ও ধৈর্য্যবান্ ছিলেন। তিমফনি নামে তাহার এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি করিন্থের রাজা হইয়া আপন প্রজাগণের পক্ষে কিছু অন্যায় করিতে লাগিলেন। তিমলিওন্ ঐ ভ্রাতাকে অতি-শয় প্রেম করিতেন; কিন্তু তদপেক্ষা স্বকীয় দেশকে অত্যন্ত প্রেম করিতেন; অতএব যখন অন্যায় ও দৌরাত্ম্য করিতে ঐ ভ্রাতা নিবৃত্ত না হইলেন, তখন তিনি তাহার মরণ হিত করি-য়া মানিলেন। তৎ প্রযুক্ত প্রজাবর্গ তাঁহার প্রশংসা করিয়া ঐ দুষ্ট ভ্রাতাকে নষ্ট করিল। কিন্তু ঐ ভ্রাতৃ মরণের শোকে

তিনি পরম দুঃখিত হইলেন; এবং যদি বন্ধু বর্গ তাঁহাকে সান্ত্বনা না করিতেন, তবে তিনি আত্মঘাতী হইতেন।

কার্থাজ লোকেরা সুরাকুসীয়দের সহিত প্রায় সর্ব্বদা যুদ্ধ করিত। তিমলিওনের সময়েতে সুরাকুসীয় প্রজারা করিন্থীয় লোকহইতে সহায়তা প্রার্থনাতে সেখানে এক দূত প্রেরণ করিলেন। করিন্থীয়েরা তাহাদের ঐ মিনতি বাক্য শ্রবণ করিয়া সৈন্যের সহিত তিমলিওনকে তথা প্রেরণ করিল। তখন তিনি কর্ত্তার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণেতে জয়ী হইয়া সুরাকুস নগরে প্রবেশ করিলেন। দিওনিশিয় রাজা তাঁহার যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিয়া আপনাকে ও আপনার সর্ব্বস্ব তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহাতে দিওনিশিয় করিন্থ নগরে প্রেরিত হইলে তৎ পরিবর্ত্তে তিমলিওন তথা প্রধান কর্ত্তা হইলেন। তিনি অতি শীঘ্র কার্থাজ সৈন্যের আস্দুবাল ও আমেল্কার নামে দুই সেনাপতিকে জয় করিলেন, ও নগরকে সকল বিপদহইতে মুক্ত করিয়া তাহার হিতার্থে অনেক উত্তম ব্যবস্থা নিরূপিত করিলেন। তখন তিনি ঐ সকল প্রজাগণের মধ্যে মহা গৌরব প্রাপ্ত হইয়া সমাদৃত ও সুপ্রীত হইলেন।

যখন তিনি ঐ দেশের কুশলার্থে সাধ্য পর্য্যন্ত হিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বকীয় কর্তৃত্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ঐ দেশের মধ্যে এক সুখদায়ক রমণীয় নিভৃত স্থানে কালক্ষেপণ করিলেন। তাঁহার পত্নী ও বালক বালিকারা সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহার সহিত বাস করিলেন। সুরাকুসীয় লোকেরা তাঁহার মরণ পর্য্যন্ত তৎ পরামর্শেতে সকল কর্ম্ম করিত। যখন তিনি জীর্ণতর হইলেন তখনও তাহারা সুপরামর্শ পাইবার নিমিত্ত এক রমণীয়

রথেতে তাঁহাকে আনয়ন করিত। তাঁহার মৃত্যু হইলে অনেকে তাঁহার গৌরব প্রকাশ করিল, ও অতিশয় বিলাপ করিয়া শ্মশান ভূমিতে ক্রন্দন করিল।

৩০ ত্রিংশত্তমাধ্যায়।

দিশীয়ের বিবরণ।

যে সময়ে সুরাকুসীয় লোক আপনাদের পুরাতন বিপক্ষ কার্থাজ লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, এবং ফিলিপ্ রাজা ফোকীয় নগরাবধি য়ুনানীর তাবৎ দেশ জয় করিতেছিলেন, সেই সময়ে রোমীয়েরা সাম্নীয় লোকদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতেছিল। হায় হায়! সকল দেশীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ রহিত বিবরণ নাই।

তারন্তীয় লোক সাম্নীয়দের সপক্ষ ছিল। এবং তাহারা পির্হ নামে ইপির দেশের রাজার স্থানে সহায়তা প্রার্থনা করিল; যেহেতু তিনি তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার বিষয় নানা আশ্চর্য্য কথা লিখিত আছে। যদ্যপি তিনিও তাহাদের প্রার্থনাতে সহায়তা করিতে স্বীকার করিলেন ও তাহাদের নিমিত্তে যুদ্ধেতে নানা যত্ন করিলেন, তথাপি রোমীয়েরা প্রায় সর্ব্বদা জয়যুক্ত হইল। তাহারা এক বার পির্হের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছিল; কিন্তু সেই সময়ে বিপক্ষগণের যুদ্ধ-নৈপুণ্য বিলোকনে তাহারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া উত্তম রূপে যুদ্ধ করিতে পারিল। তাহারা ঐ বিপদকে সম্পদ বোধ করিল, কেননা জ্ঞান পাইয়া তাহারা প্রথমে ইটালি দেশ জয় করিয়া ক্রমেতে তাবৎ জ্ঞাত দেশ জয় করিল।

রোমীয় সৈন্যের মধ্যে অনেক বীরগণ ছিল। তিতমান্লীয়ের গহ্বর পতন পূর্ব্বক মরণের পরে দিশীয় নামে আর এক ব্যক্তি স্ব দেশের হিতার্থে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। লাটিন লোকদের সহিত রোমীয়দের যুদ্ধসময়ে রোমীয়েরা প্রায় পরাজিত হয় এমত দেখিয়া দিশীয় মহাদুঃখিত হইলেন। পরে তিনি এক প্রধান যাজককে আহ্বান করিয়া কহিলেন; যে দেখ, আমি সৈন্যের হিতার্থে দৈবোদ্দেশে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করি। তখন বালিরীয় নামে ঐ প্রধান যাজক উপস্থিত হইয়া দিশীয়ের মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া এক নিক্ষিপ্ত বর্শার উপরে দাঁড়াইয়া বিশেষ প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। দিশীয় তাহা করিয়া নিজ গাত্রের বস্ত্র দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারী ও অশ্বারূঢ় হইয়া বেগেতে উভয় সৈন্যের মধ্যে রণস্থানে গমন করিলেন। ঐ উভয় সৈন্যের সর্ব্ব জন তাঁহাকে দেখিয়া তদীয় সাহসকে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। বিপক্ষ লাটিনেরা তৎকালীন অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এমত বোধ করিল, যে আমাদের বিরুদ্ধে স্বর্গহইতে এই এক দূত প্রেরিত হইয়াছে। এবং রোমীয়েরা বোধ করিল, যে ইনি আমাদিগের হিতার্থে দেব শক্তি প্রাপ্ত হইয়া এই দুঃসাধ্য কর্ম্ম করিতেছেন। এই প্রকারে তখন এক সৈন্যেতে ত্রাস ও অন্য সৈন্যেতে প্রত্যাশা ব্যাপ্তা হইল। দিশীয় কএক জন যোদ্ধাকে বিনাশ করিয়া শেষেতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া রণভূমিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরে রোমী সৈন্য লাটিন সৈন্যকে জয় করিল। এই রূপে দিশীয় সেনাপতি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রোমী সৈন্যকে বিপদহইতে রক্ষা করিলেন।

---

৩১ একত্রিংশত্তমাধ্যায়।
সিকন্দর ভূপতির বিবরণ।

সম্প্রতি মহাসিকন্দরের বিবরণ লেখা যাইতেছে। তিনি মাকিদোন্ দেশের রাজা ফিলিপের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম ওলুম্প্রিয়া, এবং তাঁহার শিক্ষক গুরুর নাম আরিস্তোতল্। জয়দ্বারা সিকন্দর যেমন বিখ্যাত হইলেন তেমন উত্তমজ্ঞানদ্বারা তাঁহার গুরু বিখ্যাত ছিলেন। এই উভয়ের চরিত্র পাঠ করিলে বোধ হয় যে সিকন্দর অপেক্ষা আরিস্তোতল্ গণনীয় মানুষ।

সিকন্দরের তাবজ্জয়ের বিবরণ বাহুল্য প্রযুক্ত এখানে লিখিত হইল না; চিত্রিত ভূগোলেতে তাঁহার জয়ের স্থান সকল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। দেখ, তিনি ইউরোপে ও আশিয়াতে ও আফ্রিকাতে আসিয়া জয়ী হইলেন; কিন্তু তৎকালে অন্য লোকদের মধ্যে আমেরিকা দেশ ব্যক্ত ছিল না। চিত্রিত ভূগোলে য়ুনানী দেশ দেখ; সিকন্দর এই দেশ জয় করিলেন। এই ফার্শী দেশ অবলোকন কর, তিনি ইহাও জয় করিলেন। এই মিসর দেশ বিলোকন কর, তিনি এই দেশকেও জয় করিলেন। সিন্ধুনদী দৃষ্টি কর, তিনি স্ব দেশহইতে এই সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত আপন জয়যুক্ত সৈন্যকে লইয়া আইলেন। এই বাবেল নগর দেখ, তিনি এই নগরে আসিয়া স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আত্ম জয় ব্যতিরেকে তিনি সকল জয় করিয়াছিলেন, কেননা তিনি সর্ব্বত্র জয়ী হইলেও সুরা পানরূপ নিজ দোষেতে পরাজিত হইয়া মরিলেন।

যে দিবসে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সেই দিবসে ইফিস নগরস্থ দিয়ানা দেবীর মন্দির দগ্ধ হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে

সাত আশ্চর্য্য বিষয় ছিল, তাহার মধ্যে এই মন্দিরও গণিত ছিল। আরিস্তোতল্ ব্যতিরেক সিকন্দরের অন্য ২ শিক্ষক ছিলেন। যৌবনাবস্থাতে তিনি জ্ঞান প্রাপ্তির বিষয়ে অনেক অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, এবং অনেক পুস্তক পাঠ করিলেন, ও হোমর মহা কবির মহাকাব্য পাঠেতে বড় অনুরক্ত ছিলেন; এবং সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত ছিলেন। তিনি আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেন; কিন্তু তাহাতে দোষ দর্শন করাইলে তৎ পরিত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি যৌবনের আরম্ভে বুসিফাল নামে এক ভয়ঙ্কর তুরঙ্গেতে আরোহণ করিতেন; ঐ তুরঙ্গারোহণ অন্যের অসাধ্য ছিল। পরে তিনি এক নগর পত্তন করিয়া ঐ তুরঙ্গের নামেতে সেই নগরের নাম করণ করিলেন। পিতার সহিত যুদ্ধেতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় নৈপুণ্য ও সাহস প্রকাশ করিলেন। এক সময়ে তাঁহার পিতাকে বিপক্ষগণ বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বাহুবলেতে পিতাকে রক্ষা করিলেন।

পিতার মরণের পরে যখন তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর ছিল। এবং ঐ কালে য়ুনানী লোক তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া আপনাদের প্রধান সেনাপত্য পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি এক সময়ে কিঞ্চিৎ অহঙ্কার পূর্ব্বক আগত দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা কোন বিষয়ে অতিশয় ভয় কর? তাহারা উত্তর করিল, যে আকাশ ও তারাগণের পতন ব্যতিরেকে আর কিছুতে আমাদিগের ভয় নাই। সিকন্দরের বোধ ছিল যে ইহারা আমাকেই ভয় করে, কিন্তু এই উত্তরের দ্বারা তিনি জানিলেন যে আমার প্রতি কিম্বা অন্যের প্রতি ইহাদের ভয় নাই।

করন্থ নগরেতে তিনি দিওগনি নামে এক পুরুষকে দেখিলেন; ঐ পুরুষ সন্ন্যাসী রূপে সেখানে অবস্থিতি করিতেন। সিকন্দর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি কিছু বাঞ্ছা কর? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে হাঁ, আমি বাঞ্ছা করি যে তুমি আমার নিকটস্থ রৌদ্র হইতে দূরে যাও, ও যাহা তুমি দিতে পারিবা না তাহা লইও না। এই বাক্য শুনিয়া সিকন্দর বড় আশ্চর্য্য বোধ করিয়া তৎক্ষণেই কহিলেন, যে আমি যদি সিকন্দর না হইতাম তবে দিওগনি হইতাম। এহার অর্থ এই যে আমি যদি রাজা না হইতাম তবে সন্ন্যাসী হইতাম।

এই দিওগনির বিষয়ে নানা উপহাস ঘটিত ইতিহাস আছে। তিনি আচরণেতে অসভ্য সন্ন্যাসির ন্যায়, কিন্তু বিদ্যাতে ও মনুষ্যপরীক্ষাতে অতি সুদক্ষ ছিলেন। পন্ত দেশস্থ সিনোপী নগরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা সেই নগরের এক বণিক। দিওগনি মেকি টাকা কারী এই অপবাদ গ্রস্ত হইয়া তথাহইতে পলায়ন পূর্ব্বক আথিনী নগরে গমন করিয়া আণ্টিষ্টিনি নামে আত্মানুরূপ এক শিক্ষকের শিষ্য হইলেন।

ঐ দিওগনি আথিনী নগরের পথে২ এক স্থূল কন্থা ধারণ করিয়া দিবসেতে ভ্রমণ করিতেন; এবং রাত্রি কালে ঐ কন্থাশয্যাতে শয়ন করিতেন। তিনি সর্ব্বদা শ্লাঘা পূর্ব্বক কহিতেন, যে এই সকল বৃহৎ২ সাধারণ গৃহ আমার নিমিত্তে প্রস্তুত হইয়াছে। এই কারণ তিনি ঐ সকল গৃহেতে থাকিয়া আহার নিদ্রা ও শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাহার স্কন্ধ দেশে একটা ঝুলী থাকিত, তাহাতে তিনি ভিক্ষা লব্ধ খাদ্য দ্রব্য রাখিতেন। তিনি অতিশয় শীত ও গ্রীষ্ম সহিষ্ণুতা করিতেন। এক সময়ে কোন ভদ্র লোক তাঁহার বাসার্থে এক খানি কুটীর

করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিলে নিরূপিত সময়ে তাহা প্রস্তুত না হইলে তিনি এক কেটুয়ার মধ্যে বাস করিতেন। অনেকে বলে, যে ঐ সন্ন্যাসী ঐ পাত্রে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন; কিন্তু আমাদের অনুমানেতে এই বোধ হয়, যে তিনি বিরক্ত হইয়া কিছু দিন তাহাতে বাস করিতেন।

বৃদ্ধাবস্থাতে তিনি এজিনা নামে এক উপদ্বীপেতে জাহাজ দ্বারা যাইবার সময়ে ঐ জল পথেতে দস্যুকর্তৃক ধৃত হইয়া ক্রীতী নামে এক উপদ্বীপেতে নীত হইয়া সিনিয়াদি নামে এক ধনির নিকটে দাস ভাবে বিক্রীত হইলেন। সিনিয়াদি ঐ দাসের গুণ ও আচরণ জ্ঞাত হইয়া দাসত্ব হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া শিক্ষার্থে আপন বালকদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন; এবং বাটীর তাবদ্বস্তু তাঁহার অধীন করিলেন। এবং তাঁহার সদ্ব্যবহারেতে পরমতুষ্ট হইয়া বার২ কহিলেন, যে আমার বড় শুভাদৃষ্ট যে এখানে আপনার শুভাগমন হইয়াছে; সিকন্দরের সহিত যে দিওগনির কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা এই স্থানে জানিবা। যে দিওগনি ছেয়ানর্ব্বই বৎসরের বৃদ্ধ তম হইয়া এই স্থানে দেহ ত্যাগ করিলেন।

আশিয়া দেশে গমনের পূর্ব্বে সিকন্দর দেল্ফীয় মন্দিরে যাজিকার প্রমুখাৎ অমোঘ বাক্য শ্রবণার্থে গমনোদ্যত হইলেন। যে দিবস তিনি তথা উপস্থিত হইলেন, সেই দিবসে ঐ যাজিকার বাক্য কহিবার নিষেধ ছিল। এই কারণ যাজিকা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে সম্মতা ছিলেন না; তাহাতে স্বভাবানুসারে সিকন্দর নিষেধ বিধি না মানিয়া যাজিকার হস্ত ধারণ করিয়া বলেতে তাহাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গেলেন। তাহাতে যাজিকা কহিলেন, যে হে পুত্র, তুমি সকলের

অজেয়। তাহা শুনিয়া সিকন্দর কহিলেন, ইহাতেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, এই আমার বাঞ্ছিত। অন্য বাক্যে প্রয়োজন নাই। ইহা কহিয়া সিকন্দর হৃষ্ট চিত্তেতে প্রস্থান করিলেন।

সিকন্দর স্বাভাবিক উত্তম দাতা ছিলেন, এবং আপন মন্ত্রিগণকে নানা ধন বিতরণ করিলেন। এক সময় বিতরণদ্বারা ভাণ্ডারের তাবৎ বস্তু ব্যয় হইলে পর পর্দ্দীকা নামে এক মন্ত্রি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে হে মহারাজ, এই ক্ষণে আপনকার আর কি আছে? রাজা কহিলেন, যে বলবতী আশা আছে। তাহাতে মন্ত্রি কহিলেন, যে যদি আশা ব্যতিরেকে আর কিছুতে আপনার অভিলাষ নাই, তবে আমিও আর কিছু চাহি না; আমার ধনেতে প্রয়োজন নাই।

সিকন্দরের মত্ততা এক মহা দোষ ছিল, কেননা এক সময়ে তিনি মত্ত হইয়া নিজ প্রিয় বন্ধু ক্লীতকে বধ করিলেন; ও আর এক সময়ে লায়ী নামে এক ভোগ্য স্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পর্সিপলী নগরের অতি রমণীয় রাজধানী স্বহস্তেতে দগ্ধ করিলেন।

যখন তিনি ফার্শীর রাজা দারিয়কে জয় করিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড পূর্ব্বক তদীয় রাজ্য ও মুকুট প্রভৃতি লইলেন, পরে তিনি তাহার ভার্য্যা ও সন্তানদিগকে বড় অনুগ্রহ করিতেন। তিনি দারিয়ের কন্যা স্তাতিরাকে বিবাহ করিলেন, এবং তাহার বিধবা পত্নী ও বালক বালিকাকে স্নেহ পূর্ব্বক প্রতিপালন করিলেন।

সিকন্দর হিফেস্তিওন্ নামে নিজ মন্ত্রিকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরম স্নেহ করিলেন, ও আপনার সাক্ষাতে নিঃসার্দ্ধেতে মনোগত বাক্য সকল কহিতে তাহাকে অনুমতি করি-

লেন, এবং তাহার বাক্যেতে কখন ব্যস্ত হইলেন না। দারিয়ের মাতা সিসুগাম্বী ও তাহার ভার্য্যা ও সন্তানাদি পরিবারেরা ইস্সু নগরের যুদ্ধের পরে সিকন্দরের অধীন হইয়া আশ্রয় লইলেন। এক সময়ে তিনি ও তাঁহার মিত্র হিফেস্তিওন্ তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাহাতে সিকন্দরের অপেক্ষা হিফেস্তিওন্ কিছু দীর্ঘ ও সুন্দরাকার হেতুক ঐ রাণীরা তাঁহাকে মহারাজ বোধ করিয়া সম্ভ্রমেতে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। পরে ভ্রান্তি দূর হইলে তাহারা মহালজ্জিত হইলেন, কিন্তু সিকন্দর অনুগ্রহ পূর্ব্বক কহিলেন, যে হে রাণীগণ, তোমাদের ভ্রান্তি হয় নাই, যেহেতুক এই আমার মিত্র দ্বিতীয় সিকন্দর। তাহার বাক্যের অভিপ্রায় এই, যে মিত্র আমার দ্বিতীয় আত্মা। পরে হিফেস্তিওনের মৃত্যু হইলে সিকন্দর স্নেহাতিশয় প্রযুক্ত শোকাকুল হইয়া অনেক বিলাপ করিলেন।

তিনি এক দিবসে সন্তপ্ত হইয়া কুদ্নু নদীর সুশীতল জলেতে অবগাহন করিয়া জ্বরী হইলেন, এবং তার্স নগরে গিয়া শয্যাগত থাকিলেন। ঐ কালে পার্ম্মিন্দীয় নামে স্বীয় বন্ধু লোক হইতে এক লিখন পাইলেন; সেই লিখনের মধ্যে এই কথা লিখিত ছিল, যে তুমি ফিলিপ চিকিৎসকের বিষয়ে সাবধান হইবা; কেননা সে তোমাকে বিষ পান করাইবে; এমত স্বীকার করিয়া উৎকোচ লইয়াছে। এই বাক্য সম্বলিত পত্র পাঠ করিয়া সিকন্দর সেই পত্র বালিসের নীচে রাখিলেন। পরে যখন ঔষধ লইয়া ফিলিপ্ তাঁহার নিকটে আইলেন, তখন তিনি ঐ পত্র পাঠার্থে তাহার হস্তে দিলেন। পাঠ করণ সময়ে তিনি তাহার মুখেতে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পরে

তাহাতে কোন বিষ সম্পর্ক না থাকিলে কিঞ্চিৎ কাল ঐ ঔষধ-দ্বারা সুস্থ হইলেন ; তাহাতে সকলের পরমানন্দ হইল।

তিনি নিজ জননীর প্রতি ভক্তি ভাবে মহা স্নেহ করিতেন ; এবং সহিষ্ণুতা ও নম্রতা পূর্ব্বক তাঁহার অনুযোগ বাক্য শ্রবণ করিতেন। এক সময়ে সিকন্দর দূর দেশে যাত্রা করিলে মাকিদোন রাজ্যেতে আণ্টিপাটর রাজা তাঁহার প্রতিনিধি রূপে ছিলেন। তৎকালে তিনি সিকন্দরের নিকটে এক বৃহৎ লিখন প্রেরণ করিলেন ; ঐ লিখনে তাঁহার মাতার বিষয়ে অনেক মন্দ কথা ছিল। তিনি ঐ লিপি পাঠ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, যে আণ্টিপাটর জানেন না, যে আমার মাতার নয়নের এক বিন্দু জল ইহার দশ গুণ লিখন বিলুপ্ত করিবে।

তিনি ইন্দিয়াতে পোর নামে সাত হাত দীর্ঘ এক নৃপতিকে জয় করিলে ঐ রাজা তাঁহার নিকটে আনীত হইল। তাঁহাকে সিকন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমার প্রতি আমি কি রূপ ব্যবহার করিব? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে আপনি রাজাধিরাজ রূপে ব্যবহার করিবেন। তাহাতে সিকন্দর সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় রাজ্য তাঁহাকেই সমর্পিত করিলেন। পরে তাহার সহিত তিনি সদ্ব্যবহার করিলেন। সিকন্দরের বিষয়ে আর নানা বিবরণ আছে, কিন্তু সে সকল বিস্তারিত করিলে এই পুস্তকে অন্য কিছু প্রস্তাব লিখিত হইতে পারে না।

সিকন্দর তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইলে বাবেল নগরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজারা তাঁহার অপরিমিত রাজ্যের বিভাগ করণার্থে পরস্পর বিবাদ করিলেন। পরে তাহারা তাঁহার শিশু পুত্র ও মাতা ও রক্সানা ও স্তাতিরা নামে দুই ভার্য্যাকে বধ করিলেন ; এবং যে ২

নানা দেশ এক রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল, অল্প দিনের মধ্যে সে সকল খণ্ড২ হইয়া নানা রাজ্য ভুক্ত হইল।

৩২ দ্বাত্রিংশত্তমাধ্যায়।

সাম্নীয় লোককর্ত্তৃক রোমীয়দিগের পরাজয় বিবরণ।

সিকন্দরের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ কাল পরে রোমীয়েরা পরাজিত হইয়া মহালজ্জিত ও বিপদগ্রস্ত হইল। তাহারা সাম্নীয় সৈন্যের সহিত অনেক বৎসর যুদ্ধ করিয়া ছিল। এবং সিকন্দরের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে পাপিরিয় কর্সর নামে তাহাদের প্রধানকর্ত্তাদ্বারা এক তুমুল যুদ্ধে জয়ী হইল; কিন্তু তাহার পাঁচ বৎসরের পরে যুদ্ধান্তরে পরাস্ত হইলেন।

রোমি লোকদের বিতুরীয় ও পস্তুমীয় নামে দুই সেনাপতি ছিলেন; ও সাম্নীয় লোকদের কেয়পন্তীয় নামে এক সেনাপতি ছিলেন। বিপক্ষ বর্গের ছলেতে এক সঙ্কুচিত স্থলেতে রোমীয় সৈন্য হঠাৎ রুদ্ধ হইল; ঐ রূপ রুদ্ধ হইয়া তাহারা না অগ্রে যাইতে পারিল, না পশ্চাৎ যাইতে পারিল, এবং না যুদ্ধ করিতে পারিল। ঐ সময়েতে বিপক্ষগণদ্বারা চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকিল। দেখ, বীরেরা এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে কেমন দুঃখের বিষয় হয়! হায় হায়! রোমীয় সৈন্য আশারহিত হইয়া আপনাদের রক্ষার্থে কোন যত্ন করিল না। তখন তাহারা বোধ করিল যে আপনাদের রক্ষা লাভ অসাধ্য; কিন্তু তাহারা এমত বিবেচনা করিল না, যে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য ও সাহস ও বিক্রমরূপ উপায়দ্বারা অসাধ্য ও সিদ্ধ হইতে পারে। এই সকল উপায় থাকিলে প্রায় কোন বিষয় অসাধ্য নয়।

সাম্নীয় সৈন্য আপনাদের হস্তগত বিপক্ষ সৈন্যকে দেখিয়া উল্লাসিত হইয়া পরামর্শার্থে আপনাদের সেনাপতির পিতা হিরিন্নীয়ের নিকটে এক দূত প্রেরণ করিল। হিরিন্নীয় ঐ বদ্ধ সৈন্যকে নির্ভয় ও কুশলে ছাড়িয়া দিতে আপন পুত্রের প্রতি পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি ঐ পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া পুনর্ব্বার তথা দূত প্রেরণ করিলেন। পরে হিরিন্নীয় এই পরামর্শ দিলেন, যে যদি তাঁহাদের মোচনেতে তোমরা অসম্মত হও, তবে ঐ তাবৎ সৈন্যকে সংহার কর।

কেয়ন্তীয় সেনাপতি পিতার এই বাক্য বিপরীত জ্ঞান করিয়া নিশ্চয় করিল, যে পিতার বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ নাই। পরে পিতা পুত্রের নিকটে আগমন করিয়া আপন পরামর্শের উৎকৃষ্টতা জানাইলেন; তিনি বিশেষ করিয়া কহিলেন, যে যদি তুমি রোমীয় সৈন্যকে মুক্ত কর, তবে তাহারা কৃতজ্ঞ হইয়া এই অনুগ্রহ কখন বিস্মৃত হইবে না; কিন্তু যদি তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর হও, তবে সর্ব্ব প্রকারে তাহাদিগকে বিনাশ কর; কেননা তাহা করিলে তাহাদের বলহ্রাস হইবে, এবং প্রতিহিংসা করিতে পারিবে না। অতএব আমার এই নিশ্চিত পরামর্শ, যে তাহাদিগকে মুক্ত কর কিম্বা সমস্তকে সংহার কর। সাম্নীয় সৈন্য ঐ পরামর্শ না শুনিয়া রোমি সৈন্যকে বর্শারচিত ফাঁশীকাষ্ঠের নীচে গমন করাইয়া খিগ্ধও করিল। তাহাতে রোমি সৈন্যের অল্পতা হইল না; কিন্তু কেবল শত্রুতাবৃদ্ধি হইল।

যখন বদ্ধ রোমীয় সেনাপতিরা সাম্নীয় সেনাপতির নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন, তখন কেয় সেনাপতি ফাঁশীকাষ্ঠের নীচে গমনাত্মক খিগ্ধণ্ডের কথা কহিয়া পাঠাইল। রোমীয় সৈন্যেরা ঐ কথা শুনিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। যেহেতু তাহারা

বোধ করিল যে এই ধিগ্দণ্ডাপেক্ষা বরং দেহ দণ্ড ভাল ছিল। ঐ সময়ে তাহাদের এক সেনাপতি এই সুপরামর্শীয় বাক্য কহিলেন, যে স্ব দেশরক্ষার্থে তোমাদের জীবনের আবশ্যতা আছে। এবং দেশের রক্ষার্থে কেবল যুদ্ধ করা এমন নয়, কিন্তু লজ্জা সহ্যকরাও যোদ্ধাদের উচিত হয়। এই পরামর্শ শ্রবণ করিয়া রোমি সৈন্যেরা ধিগ্দণ্ড ভোগ করিতে সম্মত হইল।

প্রথমে তাহারা আপনাদের যুদ্ধ বস্ত্র ও অস্ত্র শস্ত্র বিপক্ষ সমীপে অর্পণ করিয়া সেই সঙ্কুচিত স্থানহইতে বাহির হইল। পরে তাহাদের প্রধান সেনাপতি অগ্রে তৎপশ্চাৎ অপর সেনাপতিরা ও তৎপশ্চাৎ পদাতিক যোদ্ধারা ঐ কাষ্ঠের নীচে গমন করিল। গমন কালেতে সাম্নীয় সৈন্যেরা ব্যঙ্গ পূর্ব্বক হাস্য করিল। তাহাতে যদি রোমীয় সৈন্যের কোন জন ভ্রূভঙ্গী কিম্বা মুখভঙ্গী করিল, তাহাকে তখনি তাহারা বধ করিল ; কিন্তু ইহা তাহাদের অতি নিষ্ঠুরতা। রোমী সৈন্যেরা ঐ ধিগ্দণ্ডের পরে লজ্জা প্রযুক্ত নগর ও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বৃক্ষ মূলে ও পথে২ ও ক্ষেত্রেতে অবস্থিতি করিয়া রহিল। কিছু দিন পরে কাপুয়া নগরীয় লোকেরা তাহাদের ঐ বিপদ সম্বাদ পাইয়া তাহাদের কারণ আহার্য্য দ্রব্য ও পরিচ্ছদ বস্ত্র ও ঘোটক প্রভৃতি পাঠাইল।

রোমীয় সৈন্য লজ্জা ও ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া আপনাদের অযশ ও কলঙ্ক দূর করিতে অনেক যত্ন করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে তাহাদের সেনাপতি পাপিরীয় স্বসৈন্য হইয়া সাম্নীয় সৈন্যকে জয় করিল। তাহারা রোমী লোকদিগকে যে রূপ ধিগ্দণ্ড করিয়াছিল সেই প্রকার ধিগ্দণ্ড তাহারাও প্রাপ্ত হইল। দেখ, মনুষ্যেরা যে রূপ বীজ রোপণ করে সেই রূপ শস্য প্রাপ্ত হয় ; এবং যে যাহার

প্রতি যদ্রূপ করে সে সময় বিশেষে তদ্রূপ প্রাপ্ত হয়। রোমীয় লোকেরা যাবৎ পর্য্যন্ত ঐ প্রবল শত্রুগণকে সুন্দর রূপে দমন করিতে না পারিল, তাবৎ পর্য্যন্ত যুদ্ধহইতে নিবৃত্ত হইল না। দেখ, বীরগণের ক্রোধোৎপত্তি হইলে বিপক্ষ পক্ষের কি দুর্দ্দশা না হয়?

রোমীয়দের ঐ দ্বিগুণের কিছু দিন পূর্ব্বে যে এক বিষয় ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ সম্প্রতি লেখা যাইতেছে। রোমীয় সৈন্য প্রীবর্ণ নামে এক নগর জয় করিলে তাহাদের সেনাপতি সন্ধিতদর্থক আগত এক দূতের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে রোমীয়দের প্রতি তোমাদের বিপক্ষতাচরণে কি উচিত দণ্ড হয়? তাহাতে দূত কহিলেন, যে যাহারা অন্যের অধীন হওন অনুচিত করিয়া মানে তাহাদের যে দণ্ড সেই দণ্ড আমাদের উচিত হয়। তখন সেনাপতি কহিলেন, যে যদি আমরা তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করি তবে আমাদের সহিত তোমাদিগের কি রূপ সন্ধি হইবে? তাহাতে দূত কহিলেন, যে যদি তোমরা সন্ধির উচিত নিয়ম স্থির কর, তবে সন্ধি চিরস্থায়ী হইবে; কিন্তু যদি অনুচিত নিয়ম স্থির কর, তবে অচিরস্থায়ী হইবে। দেখ, স্ব পর সাধারণ নিয়ম স্থির করণে উভয় পক্ষের যে২ উচিত ধর্ম্ম, তাহা রক্ষা করা উচিত হয়; কেননা তাহাতে উভয় পক্ষের নিয়ম বাঞ্ছনীয় ও চিরস্থায়ী হইবে।

---

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশত্তমাধ্যায়।

সিকন্দরের পর রাজগণের বিবরণ।

সিকন্দরের পূর্ব্বোক্ত চরিত্রবিবরণে যে দুই প্রসিদ্ধ বিষয় অনুক্ত হইয়াছে তাহা সম্প্রতি লেখা যাইতেছে। ফ্রুগিয়া

দেশেতে যে এক গর্দীয় নগর ছিল তাহা সিকন্দর জরী হওনের পূর্ব্বে জন্ম করিয়াছিলেন। সেই নগরেতে এক খান রথ ছিল; সেই রথের যুগ কাষ্ঠেতে এক রজ্জুর গুম্ফি ছিল, যাহা কেহ কখন খুলিতে পারিল না। তাহাতে ঐ নগরের মধ্যে অদ্যোপান্ত এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল, যে যদি কেহ ঐ গুম্ফি খুলিতে পারে, তবে সে ব্যক্তি আশিয়ার তাবদ্দেশের রাজা হইবেন। সিকন্দর তাহা শুনিয়া ঐ গুম্ফি খুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতে তিনি অসমর্থ হইয়া স্বীয় খড়্গ বাহির করিয়া তাহা ছেদ করিলেন।

এক সময়ে সিকন্দর আফ্রিকা দেশের মহা অরণ্যেতে যুপিতর আমোন নামে এক দেবমন্দির দর্শন করিতে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া যাজকগণকে কিঞ্চিৎ প্রণাম প্রদান করিয়া কহিলেন, যে তোমরা সকলে বল, যে সিকন্দর এই দেবতার পুত্র। পরে তিনি আপন নাম লিখিবার সময়ে সর্ব্বদা এই লিখিতেন, যে যুপিতর আমোনের পুত্র রাজা সিকন্দর। তিনি কেবল এই নামেতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপন মন্ত্রী ও প্রজাগণকে আজ্ঞা করিলেন, যে তোমরা দেবতার ন্যায় আমাকে পূজা কর। পরন্তু পূর্ব্বেতে লিখিত হইয়াছে, যে বাবেল নগরে ঐ দেবতার বিনাশ হইয়াছে।

সিকন্দরের বার্সিনী নামে পত্নীর গর্ভজাত হর্কুলি নামে এক পুত্র ছিল, এবং আরিদেয় নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিল। আরিদেয় ও রক্সানা পুত্র সিকন্দর এই দুই জন মহা সিকন্দরের মৃত্যুর পরে জন্মিয়াছিলেন; এবং তাহারা রাজ্যের অধিপতি হইতে নিরূপিত হইলে অতি শীঘ্রই শত্রু হস্তে হত হইলেন। আসন্ন কালে মহা সিকন্দর এই জিজ্ঞাসিত

হইলেন, যে মহাশয়ের পরেতে কে রাজা হইবেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় প্রধান সেনাপতিরা আপনাদের নিমিত্তে ঐ তাবৎ রাজ্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লইলেন। তাহাদের মধ্যে এক জন বার্সিনী ও হর্কুলিকে বধ করিলেন। আর এক জন মহা সিকন্দরের ভগিনী ক্লিওপাত্রাকে বধ করিলেন। এই প্রকারে তাঁহার তাবৎ বংশ বিনাশ হইল।

এই সেনাপতিরা প্রথমে কর্ত্তা রূপে বিখ্যাত হইয়া দেশে২ কর্তৃত্ব করিলেন। কএক বৎসরের পরে ঐ সকল রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া স্বয়ং রাজা রূপে তাহারা বিখ্যাত হইলেন। পরে তাঁহাদিগের লোকান্তর হইলে সেই২ রাজ্যেতে তাঁহাদের পুত্রেরা রাজা হইলেন। সিকন্দরের মৃত্যুর পরে যে সকল সেনাপতিরা ঐ তাবদ্রাজ্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লইলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাত জন প্রধান ছিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে প্রাপ্ত রাজ্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইল। শেষেতে কেবল চারি জন প্রধান থাকিলেন; অর্থাৎ মিসর দেশের রাজা তলমি, ও মাকিদোনিয়ার রাজা কাসান্দর, ও সুরিয়ার রাজা সিলুক, ও থাকি দেশের রাজা লুসিমাখ এই চারি মাত্র ছিলেন। সমস্ত সেনাপতির মধ্যে উমিনি অতি উত্তম মানুষ ছিলেন। তিনি কাপাদোকিয়ার প্রধানকর্ত্তা হইয়া আন্তিগণদ্বারা পরাজিত হইয়া হত হইলেন। চারি প্রধান সেনাপতির মধ্যে তলমি ও সিলুক এই দুই জন বাহুবলেতে রাজ্যরক্ষা করিয়া আপন২ পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অপর দুই জন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মরিলেন।

সিকন্দরের মাকিদোনীয় দেশহইতে যাত্রা করিবার সময়ে আণ্টিপাটর তাঁহার প্রতিনিধিতে রাজা ছিলেন। তিনি ঐ উচ্চ পদস্থ হইয়া বহু দিন পর্য্যন্ত সুখভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার মৃত্যুর পরে তদীয় দুই পুত্র কাসান্দর ও পালুপর্খ এই উভয়ে মাকিদোনীয়ের রাজা ছিলেন। কাসান্দর গৌরবাকাঙ্ক্ষী হইয়া ধূর্ত্ততাতে ও পরাক্রমেতে ঐ দেশের অদ্বিতীয় রাজা হইলেন।

তলমি অবধি মিসর দেশের তাবৎ রাজাকে তলমি বলা গেল। তিনি অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ হইয়া স্বীয় পুত্র তলমি ফিলাদেল্‌ফুকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া রাজকর্ম্মেতে নিস্পৃহ হইয়া দুই বৎসরের পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি মহা বিদ্বান্ ও সাধু ছিলেন। তিনি মিসর দেশেতে এক মহা পুস্তকালয় প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রস্তরময় গৃহ সহস্র বৎসরের পরে বিরুদ্ধ সৈন্যকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইল। তলমির এই এক উত্তম কথা ছিল, যে রাজা স্বয়ং ঐশ্বর্য্যশালী না হইয়া অন্য ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য্যবান্ করেন তিনি মহা গৌরবান্বিত হন। লুসিমাখ পিট নামক ইপিরের রাজাকে জয় করিলেন; কিন্তু পরে তিনি সিলুককর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া বিনষ্ট হইলেন। ঐ সিলুক মহা বলবান্ ছিলেন; তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সন্তানকে তদবধি সিলুকীয় বলা যায়।

সিলুক স্ত্রাতনিকী নামে এক পরম সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিলেন; বিবাহের কিছু দিন পরে আন্তিওখ নামে তাঁহার পত্ন্যন্তরের পুত্র পীড়িত হইলেন। তাহাতে অনেক চিকিৎসক তাহার রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিন্তু পরে ইরাসিস্ত্রাত নামে এক বিজ্ঞ চিকিৎসক ঐ ব্যাধির কারণ নির্ণয়

করিলেন; কেননা যখন রাণী ঐ পীড়িত পুত্রের নিকটে আসিতেন, তখন রোগির বর্ণ বিবর্ণ হইত, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ও হৃৎকম্প হইত। চিকিৎসক তদ্রূপ দেখিয়া নিশ্চয় করিলেন, যে এই ব্যক্তির মন রাণীর প্রতি অবশ্য বিচলিত হইয়াছে। তখন নির্জন করিয়া তাহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে রাজপুত্র স্বীকার করিয়া কহিলেন, যে হে মহাশয়, এই বিষয় ব্যক্ত করণাপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল। এই কারণ অগম্যার প্রতি মনশ্চাঞ্চল্য হওনেতে যে দোষ, তাহার ফল আমি তুষ্ণীংভাবে শরীরেতে ভোগ করিতেছি।

চিকিৎসক এই কথা শুনিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করিলেন; এবং রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন, যে আমি আপনকার পুত্রের রোগ নির্ণয় করিয়াছি। রাজা কহিলেন, যে সে কি রোগ? চিকিৎসক কহিলেন, যে তিনি অগম্যাতে গমনেচ্ছুক হইয়াছিলেন। রাজা কহিলেন, যে কেন সেই স্ত্রী অগম্যা? চিকিৎসক কহিলেন, যে সে আমার পত্নী, এই হেতু অগম্যা। তখন রাজা কহিলেন, তুমি কি আমার পুত্রের রক্ষার্থে তাহা দিতে স্বীকার কর না? তিনি কহিলেন, হে মহারাজ, যদি আমার ন্যায় আপনি এই রূপ দশা গ্রস্ত হন তবে কি স্বীয় পত্নীকে দিতে স্বীকার করেন? রাজা কহিলেন, হাঁ তাহার রক্ষার্থে নিজ রাজ্য ও ভার্য্যা দিতে পারি। তখন চিকিৎসক কহিলেন, হে মহারাজ, তাহা কর, তবে তিনি তাহাতেই রক্ষা পাইবেন; কেননা আমার পত্নীতে নয়, কিন্তু তিনি তোমার পত্নীতে আসক্তচিত্ত হইয়াছেন। রাজা ইহা শুনিয়া স্বীকার করিলেন; ও তৎক্ষণেতেই পুত্রের প্রতি রাণীকে বাগ্‌দান করিলেন। তদবধি ঐ দেশেতে তিনি রাজরাণী রূপে বিখ্যাত হইলেন; কিন্তু এই কথা প্রসিদ্ধা আছে, যে বৃদ্ধ রাজার জীবদ্দশাতে

ঐ সুন্দরী স্ত্রীর বিবাহ হয় নাই। দেখ, মাতা পিতা পুত্রের সন্তোষার্থে কি না দিতে স্বীকার করেন!

সিলুক ও তাঁহার পুত্রের সময়েতে ইপিকুর নামে এক জ্ঞানি মানুষ ছিলেন। তিনি আত্তিকা দেশীয় গার্গিত নগরে এক দরিদ্রের ঔরসে জন্মিয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থাতেই নিজ জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষীয় হইলে জ্ঞানী হইতে বাঞ্ছা করিলেন। নানা বিদ্যাভ্যাস ও বিবিধ দেশ পর্য্যটন করিলে পর তিনি ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইয়া আথিনী নগরে আসিয়া বসতি করিলেন। তথাকার তাবৎ সাধারণ বিদ্যালয় অন্য জ্ঞানি লোকদের অধীন জানিয়া ইপিকুর নিজ বিদ্যা প্রকাশ করণার্থে এক রমণীয় উদ্যান ক্রয় করিলেন; সেই অবধি তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণকে উদ্যানীয় জ্ঞানী বলা যায়। আথিনী নগরে তিনি প্রথমেতে এক গৃহ ও উদ্যান এক স্থানে প্রস্তুত করিলেন। পরে অন্যং লোক তদ্রূপ প্রকাশ করিল। তাঁহার নম্রতা ও প্রবীণতা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রযুক্ত ত্বরাতেই তাঁহার বহুতর শিষ্য হইল। ইপিকুরের প্রাত্যহিক ভক্ষ্য রুটী ও জল ও উদ্যানীয় ফল মাত্র ছিল; এবং কদাচিৎ বা সুস্বাদু ভক্ষ্য দুগ্ধ ও পনীর ছিল। তাঁহার শিষ্যেরাও ঐ রূপ ভক্ষ্য দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। তাহাদের মধ্যে কতক গুলি শিষ্য মদ্য পান করিত, কিন্তু আর সকল শিষ্যেরা কেবল পেয় দ্রব্যের মধ্যে জল পান করিত।

ইপিকুর এই শিক্ষা দিলেন, যে মনুষ্যের সৌভাগ্যেতে সুখসম্ভোগ হয়। এই যে সুখসম্ভোগ তাহা সাংসারিক ও পাপাশ্রিত নয়, কিন্তু পারমার্থিক ও ধর্ম্মানুযায়ী জানিবা। ইপিকুরের আচরণ অতি উত্তম ও অকৈতব ছিল। এই কারণ

অন্য সংপ্রদায়ি জ্ঞানিরা তাঁহার দ্বেষ পৈশুন্য করিতেন। তাহার উদ্দেশে যে২ নিন্দা ও অপবাদ বাক্য কহিতেন, তিনি তাহার উত্তর দিতেন না; এই নিমিত্তে তৎসম্প্রদায়ি লোকেরা তদবধি কুজ্ঞানী ও কুকর্ম্মী রূপে নিন্দনীয় হইল; এবং যদি কেহ উত্তম ভক্ষ্য ভাল বাসে তবে তাহাকে ইপিকুরীয় বলা যায়।

ইপিকুর বৃদ্ধাবস্থাতে এক দারুণ বেদনাগ্রস্ত হইলেন; তথাপি বাহাত্তর বৎসর বয়ঃ পর্য্যন্ত নিজ শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলেন। এক সময়ে তিনি চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত ঐ দারুণ বেদনাতে মহা ব্যথিত হইয়া কাহাকেও কখন নিষ্ঠুর বাক্য কহিলেন না, কিন্তু নিজ বন্ধু বান্ধবের সহিত স্বীয় মতানুসারে কেবল শাস্ত্রীয়ালাপ করিতেন। পরে আসন্ন মরণ নিশ্চয় করিয়া তিনি উষ্ণ জল আনয়নার্থে আদেশ করিলে এক বৃহৎ পত্রেতে উষ্ণ জল আনীত হইলে তিনি তাহাতে গাত্র মগ্ন করিয়া কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিলেন, ও নিজ বন্ধুবর্গকে অভ্যস্ত বিদ্যার বিস্মরণ বিষয়ে নিষেধ করিয়া তৎক্ষণে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তিনি মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আত্ম মিত্র ইদমিনুর প্রতি এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে এই কথা প্রাপ্ত হইল, যে আমি সুখসম্ভোগ পূর্ব্বক কাল যাপন করিলাম, সম্প্রতি চরম কাল উপস্থিত। আমার শরীরেতে আত্যন্তিক বেদনা আছে, কিন্তু সুশিক্ষা প্রদান ও প্রাপ্ত জ্ঞানের স্মৃতিতে মনেতে ততোধিক আনন্দিত আছি। বোধ কর এ সাংসারিক মনুষ্যের উক্তি নয়, কিন্তু সত্য জ্ঞানি মনুষ্যের উক্তি বটে। পরে ইপিকুরের তাবৎ শিষ্যেরা তাঁহাকে অনেক গৌরব করিলেন; এবং এক২ শিষ্য ঐ ইপিকুরের এক২ চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি

লইয়া নিরন্তর আপনাদের সহিত রাখিলেন, ও মঙ্গলার্থে তাঁহার ঐ চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অঙ্গুরীয়েতে ও পানপাত্রেতে খোদিত করিয়া রাখিলেন।

৩৪ চতুস্ত্রিংশত্তমাধ্যায়।

পির্হের বিবরণ।

ইপিরের রাজা এআকিদির পুত্র পির্হ; তিনি বাল্যাবধি মহাবলবান্ ও মৃত্যুকালাবধি যুদ্ধোৎসুক ছিলেন। ইপির য়ুনানী দেশের এক অংশ ও মাকিদোন্ দেশহইতে পিন্দ পর্ব্বতদ্বারা বিভিন্ন আছে। পির্হের শৈশব কালেই পিতৃবিয়োগ হয়; দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক হইলে তিনি পিতৃরাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সপ্ত দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে রাজ্যচ্যুত হইলেন।

ইপ্স নামক যুদ্ধের পরে সিকন্দরের চারি প্রধান সেনাপতি সিকন্দরের রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন; ঐ যুদ্ধেতে পির্হ মহা পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি মিসর দেশের রাজা তলমির আন্তিগনী নামক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তখন শ্বশুরহইতে কতকগুলি সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া স্ব দেশে প্রস্থান করিয়া যুদ্ধেতে জয়ী হইয়া নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি মাকিদোনীয় লোকের সহিত সংগ্রাম করিলেন, তাহাতে দিমিত্রীয় রাজাকে জয় করিয়া তদ্দেশেরও অধিপতি হইলেন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তিনি লিসিমাখ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া মাকিদোন দেশহইতে দূরীকৃত হইলেন।

পুনশ্চ স্ব দেশে আসিয়া আপন প্রজাগণকে রক্ষা করণে ও স্ব রাজ্য প্রতিপালনেতে সুখসম্ভোগ পূর্ব্বক কাল যাপন করিতে

পারিতেন ; কিন্তু যুদ্ধবিষয়ে অনুরাগাধিক্য প্রযুক্ত তিনি শান্ত ভাবে স্থির থাকিতে পারিতেন না।

ঐ সময়েতে তারন্তীয়দের সহিত রোমি লোকদের যুদ্ধ হইতেছিল। তাহাতে সহায়তা প্রার্থনাতে, তারন্তীয়েরা পির্হের নিকটে এক দূত প্রেরণ করিয়া মিনতি করিল। পির্হ রাজা স্বীকার করিয়া সসজ্জ হইতে লাগিলেন। সেই সময়েতে শিনিয়া নামে এক সাধু ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে হে মহাশয়, আপনকার অভিপ্রায় কি? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে সম্প্রতি রোম নগরকে জয় করা, তাহাতেই তাবৎ ইটালি দেশ আমাদিগের হইবে। অনন্তর শিনিয়া কহিলেন, তৎপরে আপনি কি করিবেন? তিনি কহিলেন, যে রোম নগর জয় করিলে আমি সমগ্র ইটালি দেশ জয় করিব। পুনশ্চ শিনিয়া কহিলেন, যে তাহার পরে আপনি কি করিবেন? তিনি কহিলেন, যে আমি কার্থাজ ও মাকিদোন ও আফ্রিকা ও সমস্ত য়ুনানী দেশকে জয় করিব। শিনিয়া কহিলেন, এই সমস্ত দেশ জয় করিয়া, পরে আপনি কি করিবেন? তিনি কহিলেন, আমরা স্ব দেশে থাকিয়া সুখসম্ভোগ পূর্ব্বক কাল যাপন করিব। শিনিয়া কহিলেন, হায় হায়! হে মহাশয়, তবে এই ক্ষণেই কেন আপনি সুখসম্ভোগে স্ব দেশে কালযাপন না করেন?

গৌরবাকাঙ্ক্ষি পির্হ রাজা শিনিয়ার হিত বাক্য না শুনিয়া ইটালি দেশেতে গমন করিলেন। তথা উপস্থিত হইয়া অতি ত্বরাতে এক যুদ্ধেতে জয়ী হইলেন। তাঁহার জয়ের কারণ এই, যে আপনার সৈন্যমধ্যে অনেক বৃহৎ ২ হস্তী ছিল ; ঐ সকল বৃহৎ হস্তী দেখিয়া রোমি লোকদের তুরঙ্গগণ ত্রাসযুক্ত হইয়া পলায়ন করিল। তথাপি পির্হ রাজা রোমীয়দের

পরাক্রম ও যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। যে হেতু ঐ সময়েতে যুনানীরা তাবদ্দেশীয় লোককে অসভ্য বোধ করিল। তৎপরে রোমীয়েরাও ঐ রূপ তাবদ্দেশীয়কে বোধ করিল।

ঐ সময়ে পিহ্ রাজা রোমি সৈন্যকে পুনর্ব্বার জয় করিলেন; কিন্তু তৎপরে তিনি ক্রমে২ পরাঙ্মুখ হইতে লাগিলেন। পরন্তু পরাজিত না হইতে২ তিনি ইটালি দেশ পরিত্যাগ করিতে অবকাশ চেষ্টা করিলেন। ঐ সময়েতে সিকিলী লোক তাঁহাহইতে সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি স্বীকার করিলেন, এবং সসৈন্য হইয়া সিকিলী দেশেতে যাত্রা করিলেন। তথা উপস্থিত হইয়া তিনি অগ্রেতে এক বার জয়ী হইলেন, কিন্তু পরে পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধেতে তিনি কার্থাজ লোককর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার সসৈন্য হইয়া ইটালি দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি অগ্রেতে এক যুদ্ধেতে জয়ী হইলেন, ও পরেতে পরাজিত হইলেন।

অনন্তর তিনি স্পার্ত্তা নগর অবরোধ করিলেন, কিন্তু তাহা জয় করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আর্গ নগর অবরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি ঐ স্থানেই এক স্ত্রীকর্ত্তৃক হত হইলেন। তিনি নগরীয় উচ্চ প্রাচীরের নিকটে এক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন; ঐ যোদ্ধার মাতা প্রাচীরস্থা হইয়া তাহা দেখিয়া পুত্রের পরাজয় শঙ্কাতে পির্হের মস্তকেতে এক খান প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিলেন, তাঁহার মস্তকে সেই প্রস্তরাঘাত লাগিলে তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। তাঁহাকে তদ্রূপ দেখিয়া এক শত্রুসৈন্য আসিয়া খড়্গদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। দেখ, পির্হের এই শেষ দশা।

যাহারা গৌরবাকাঙ্খী হইয়া নিরন্তর যুদ্ধেতে উন্মুখ হয়, তাহাদের প্রায় এই রূপ দুর্দ্দশা ঘটনা হয়।

যখন তিনি ইটালি দেশতে প্রথম গমন করিলেন, তখন তাঁহার এক জন চিকিৎসক রোমী সেনাপতিকে কহিলেন, যে যদি তুমি আমাকে ইয়ত্ সংখ্যক স্বর্ণ প্রদান কর, তবে আমি বিষ পানদ্বারা পির্হকে নষ্ট করিব। ফাবৃষীয় সেনাপতি তাহা শুনিয়া ও তাহার বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিয়া মহা কোপ করিলেন, এবং পির্হের নিকটে তাহাকে প্রেরণ করিয়া ঐ সম্বাদ লিখিলেন। ঐ সেনাপতির এই উক্তি ছিল, যে বিপক্ষগণের প্রতি ন্যায় যুদ্ধ করণ উচিত হয়।

এক সময়ে পির্হ রাজা ফাবৃষীয় সেনাপতিকে এক মহা হস্তি প্রদর্শন করাইয়া ভয়োৎপাদন করাইতে চাহিলেন, কেননা ঐ সেনাপতি কখন হস্তী দেখেন নাই; তথাপি তিনি ভীত না হইলে রোমি লোকহইতে নিয়মিত কর প্রাপ্তি পূর্ব্বক তাহাদের সহিত সন্ধি করণার্থে পির্হ তাহাকে বহু সুবর্ণ দিতে চাহিলেন; তাহাতে ফাবৃষীয় সারল্য ভাবে হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, যে আমি তোমার হস্তিকে ভয় করি না, এবং তোমার ধন চাহি না।

তৎপরে পির্হ অগ্রেতে সৈন্যদিগের শিবির প্রস্তুত করিবার নিয়ম নির্ণয় করিলেন, তাহাতে তাঁহার নানা কৌশল দেখিয়া রোমি লোকেরা যুদ্ধবিষয়ে অনেক জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, কেননা তাঁহারা সর্ব্বদাই আপনাদের শত্রুগণহইতে যুদ্ধ কৌশল জ্ঞাত হইতে যত্নবান্ ছিলেন। তাহাতে সকল বিপক্ষগণ অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইলেন।

সত্য ইতিহাসসার।

চতুর্থ ভাগ।

রেগুল সেনাপতি ও প্রথম পুনিক্ যুদ্ধের বিবরণ।

রোমীয় ও কার্থাজীয়দের যে সকল যুদ্ধ তাহাকে পুনিক্ বলা যায়; এই নামের কারণ এই, যে পূর্ব্বেতে কার্থাজ দেশের নাম পুনিকিয়া ছিল, ও কার্থাজীয়গণকে তখন পুনিয় বলা যাইত।

প্রথম পুনিক যুদ্ধ সিকিলীয়দের কর্তৃক উত্থাপিত হয়। যে হেতু সিকিলীয়দের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহাদের কতক গুলি লোক রোমীয়দেরহইতে সহায়তা প্রার্থনা করিল, ও কতক বা কার্থাজ ব্যক্তিহইতে সহায়তা প্রার্থনা করিল; তৎপ্রযুক্ত তদুভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যে সময়েতে রোমীয়দের শেষ রাজা স্ব দেশহইতে দূরীকৃত হইলেন, সেই সময়ে রোমীয়েরা কার্থাজীয়দের বাণিজ্য কর্ম্ম করণে ও ধন সম্পত্তিতে কোন আপত্তি হইবে না এমত নিয়ম করিয়াছিল; কিন্তু সর্ব্বদা ক্লেশ দায়ক তাহাদের বিপক্ষ পির্হ সংগ্রামে হত হইলে ঐ রোমীয়েরা কার্থাজ লোকদের ঐশ্বর্য্য ও প্রাদুর্ভাব দেখিয়া দ্বেষ প্রযুক্ত যুদ্ধেতে উদ্যোগী হইল।

ঐ সময়েতে তাবদ্দেশের মধ্যে তিন প্রধান নগর ছিল। তাহার মধ্যে আথিনা নগর খোদন শিল্পতাতে ও বাক্পটুতাতে ও চিত্র কর্ম্মেতে ও কবিত্ব শক্তিতে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। কার্থাজ নগর লণ্ডন নগরের ন্যায় সম্পত্তিতে ও বাণিজ্য

কর্ম্মেতে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। রোম নগর পরাক্রম ও জয়শীলতাতে সুপ্রসিদ্ধ ছিল; কেননা রোমীয়েরা প্রায় তাবদ্দেশ জয় করিয়া পৃথিবীর অধিপতি স্বরূপে বিখ্যাত ছিল।

যখন রোমীয়েরা ইটালিহইতে সিকিলী দেশে উপস্থিত হইয়া মিস্সিনা নামে এক নগর জয় করিল, তখন তাহাদের প্রথম যুদ্ধযাত্রা সেই ছিল। তৎপরে সামুদ্রিক সংগ্রামদ্বারা তাহারা কার্থাজ লোককে জয় করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহাদের জাহাজ ছিল না; পরন্তু কার্থাজীয়দের অনেক জাহাজ ছিল। ঐ সময়ের জাহাজ আধুনিক জাহাজের ন্যায় ছিল না, কিন্তু দাঁড় বাহিত বৃহৎ বজরার ন্যায় ছিল।

পূর্ব্বেতে এই উক্ত ছিল, যে রোমীয়েরা আপনাদের বিপক্ষগণহইতে কোন নূতন কৌশল দেখিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইত; এই কারণ তাহাদের দেশেতে সমুদ্র তীরে এক কার্থাজীয় জাহাজ প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা ভগ্ন হইলে তাহারা সেই জাহাজ পাইয়া তদ্রূপ জাহাজ প্রস্তুত করিল। তাহাদের প্রথম নির্ম্মিত ঐ জাহাজ কদাকার ছিল; কিন্তু ক্রমে২ তাহারা তৎকর্ম্মেতে তৎপর হইল। দেখ, কোন কর্ম্মেতে মনুষ্যদের এক বারেই নৈপুণ্য হয় না; কিন্তু পুনঃ২ করণে সুন্দর নৈপুণ্য হয়।

পরে রোমীয়দের অনেক উত্তম জাহাজ হইল; কিন্তু তৎকালেতে কেহ চুম্বক প্রস্তরের গুণ জানিত না; এবং দিঙ্নির্ণয়ের কম্পাস যন্ত্র ছিল না। তন্নিমিত্তে তাহারা তীরের নিকট দিয়া গমন করিত, কিম্বা নক্ষত্রের উদয় দৃষ্টিতে সর্ব্বদা সমুদ্রেতে গমন করিত। রোমীয় লোক অল্প দিনের মধ্যে এমন তৎপর হইল, যে তাহারা জল যুদ্ধেতে কার্থাজীয়দিগকে জয় করিল। যেহেতু রেগুল নামে রোমীয় সেনাপতি তিন২ শত

দাঁড়ী ও এক শত কুড়ী২ যোদ্ধাযুক্ত তিন শত ত্রিশ জাহাজ লইয়া হ্যান্ন ও আমিল্‌কার নামে দুই সেনাপতির অধীন কার্থাজের তাবৎ জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় করিল। তাহাতে রোমীয়েরা আনন্দেতে পুলকিত হইয়া মধ্যস্থ সাগর পার হইয়া আফ্রিকাতে উপস্থিত হইয়া ক্লিপিয়া নামে এক ক্ষুদ্র নগরকে আক্রম পূর্ব্বক জয় করিল।

রেগুল সেনাধ্যক্ষ হইবার জন্যে সেখানে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তিনি রোম দেশে আপনার যে কিঞ্চিৎ শস্য ক্ষেত্র, তদ্বিষয়ে চিন্তা যুক্ত হইয়া স্ব গৃহে গমনে আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। তৎপ্রযুক্ত অন্য এক জন তৎপদাভিষিক্ত হইল। পরে রেগুল আপন স্ত্রী পুত্রের আহারাদি নির্ব্বাহক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া ঐ সেনাধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

কার্থাজীয়েরা স্পার্ত্তা হইতে সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া রোমি লোকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইল; তাহাতে ঐ সেনাধ্যক্ষ রেগুল বন্দী হইলেন। এই জয়ের প্রধান কারণ য়ুনানী লোকদের সহায়তা; তৎপ্রযুক্ত কার্থাজীয় সৈন্যগণ মহা বিমর্ষ হইল, এবং যখন আপনাদের জাহাজে য়ুনানী সৈন্যকে স্ব দেশে প্রেরণ করিল, তখন সপরিবারে য়ুনানী সৈন্যের প্রধান সেনাপতিকে বধ করিতে আজ্ঞা দিল। দেখ, কার্থাজ ব্যক্তিদের এই কেমন নিষ্ঠুরতা ও অকৃতজ্ঞতা!

ঐ সেনাধ্যক্ষ রেগুল বহু কাল পর্য্যন্ত কার্থাজে বন্দী ছিলেন; কিন্তু শেষেতে সন্ধিতদর্থে ও পরস্পরের বন্দি বর্গের মোচন পরিবর্ত্তের কারণ তিনি রোম দেশেতে কার্থাজীয় জনকর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন; কিন্তু প্রেরণ কালে রেগুলকে তাহারা এই শপথ করাইল, যে যদি সন্ধি ও বন্দি মোচনের পরিবর্ত্তন

না করিতে পার তবে তুমি পূর্ব্ববৎ বন্দী হইয়া ফিরিয়া আসিবা। রেগুল স্ব দেশে উপস্থিত হইলে রোমীয় লোক তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার দুর্গতি শুনিয়া মহা খেদাপন্ন হইল; এবং তাঁহার দুর্গতিমোচনের নিমিত্তে তাহারা বিপক্ষ পক্ষের অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু যদ্যপি রেগুল জানিলেন, যে কার্থাজীয়দের অভিপ্রায় পূর্ণ না হইলে আমাকে তাহারা অশেষ ক্লেশ যন্ত্রণা দিয়া বধ করিবে, তথাপি তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না; বরং বন্দি বর্গের মোচন পরিবর্ত্তের ভূয়োভূয়ঃ অস্বীকার করিতে প্রার্থনা করিলেন। কেননা বিপক্ষীয় বন্দিগণের মধ্যে অনেক নিপুণ সেনাপতি ও পরাক্রমশালী যোদ্ধাগণ ছিল; যাহাদের যুদ্ধ কৌশলে রোমীয়দের অনিষ্ট হইতে পারে।

তখন রোমীয়গণ রেগুলের এই সুপরামর্শেতে সম্মত হইল। পরে যদ্যপি তাঁহার ভার্য্যা ও সন্তানগণ ও বন্ধু বর্গেরা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে২ কার্থাজ দেশে তাঁহার গমন নিবারণ করিতে নানা কাতরোক্তি পূর্ব্বক মিনতি করিতে লাগিল, তথাপি তিনি শপথের অনুরোধেতে পুনর্ব্বার কার্থাজে প্রস্থান করিলেন। তথা উপস্থিত হইবা মাত্র কার্থাজীয়েরা আপনাদের অভিপ্রায়ের অসিদ্ধি জ্ঞাত হইয়া আক্রোশ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আঘাত বিঘাত প্রভৃতি তাবৎ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। তিনি ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া শেষ পর্য্যন্ত এই ক্লেশ ভোগ করিলেন; পরন্তু যেমন তিনি সুস্থাবস্থাতে পরাক্রমশালী তেমন আসন্ন সময়েও পরাক্রম প্রকাশ করিলেন।

রোমীয় ও কার্থাজীয়দের মধ্যে নানা যুদ্ধ হইলে পর শেষেতে রোমীয়েরা জয়ী হইল, তখন কার্থাজীয়েরা নম্র

ভাবে সন্ধি প্রার্থনা করিয়া সিকিলী দেশ পরিত্যাগ করিতে ও তাহাদের বন্দিগণকে মোচন করিতে ও নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করিতে স্বীকার করিল; এই রূপে তেইশ বৎসরের পরে প্রথম পুনিক্ যুদ্ধ সমাপ্ত হইল

৩৬ ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হান্নিবাল সেনাপতি ও দ্বিতীয় পুনিক্ যুদ্ধের বিবরণ।

প্রথম পুনিক্ যুদ্ধের পরে বত্রিশ বৎসরের মধ্যে উভয় পক্ষে লিখিবার যোগ্য কোন আশ্চর্য্য বিষয় উপস্থিত হয় নাই। পরে দ্বিতীয় পুনিক্ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। খ্রীষ্টের জন্মের দুই শত ছাব্বিশ বৎসরের পূর্ব্বে রোমীয়েরা পো নামক নদী পার হইয়া গল দেশে উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রধান সেনাপতি মার্শেল যুদ্ধেতে গলীয় ভূপতিকে বধ করিল। তৎকালে গলীয় লোক অত্যন্ত অসভ্য ও নিষ্ঠুর ও অধোবস্ত্র মাত্র ধারী ছিল। তাহারা যে২ বিপক্ষ সৈন্যকে সংগ্রামে নষ্ট করিত তাহাদের মুস্তকের খুলী লইয়া তাহাতে পান করিত। দেখ, বিদ্যাদ্বারা কি না হইতে পারে? যে হেতু এই ক্ষণে সেই গলীয় দেশ ফিরিঙ্গী দেশরূপে বিখ্যাত হইয়াছে, এবং তদ্দেশীয়েরা অতিসভ্য ভব্য হইয়াছে। ঐ সময়েতে স্বর্ণ রজতের নানা খানিযুক্ত স্পেন দেশ কার্থাজীয়দের অধিকার ছিল।

কার্থাজ লোকদের প্রধান সেনাপতি হান্নিবাল। তিনি আমেল্‌কারের পুত্র। ঐ হান্নিবাল মহাপুরুষের ন্যায় অসঙ্কোচে অবিবাদে সকল প্রকার পরিশ্রম ও ক্লেশ ও উত্তাপ ও শীত সহ্য করিতে পারিতেন; এবং সুখ দুঃখে সমভাব ছিলেন।

তাঁহার পরিচ্ছদ বস্ত্রাদি সামান্য ছিল ; এবং তিনি অঘর ছিলেন না। তিনি মনোগত অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার নিমিত্তে শরীরে যে রূপ শক্তির আবশ্যকতা তাদৃশ শক্তির নিমিত্তে উচিত পান ভোজন নিদ্রাদি সেবা করিতেন। তিনি আজ্ঞা-পালন ও আজ্ঞা করণে সুদক্ষ ছিলেন। রোমীয়েরা বলিত যে ইনি অতি নিষ্ঠুর ও মিথ্যাবাদী ও ধর্ম্মবিমুখ মানুষ; কিন্তু তাহারা তাঁহার বিপক্ষ, এই হেতু সেই সকল বাক্য সর্ব্ব প্রকার গ্রাহ্য নয়।

হান্নিবাল স্পেন দেশের সাগণ্ট নগর আক্রমণ করিয়া স্বাধীন করিলেন। তাহাতে দ্বিতীয় পূনিক্ যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কেননা ঐ নগরীয় লোক রোমীয়দের সহকারী ছিল। তখন সংগ্রামার্থে উভয় পক্ষই প্রস্তুত হইল। এই প্রাচীন উক্তি আছে, যে হান্নিবাল নয় বৎসরের হইলে তাঁহার পিতা এক দেবমন্দিরের মধ্যে যজ্ঞবেদির নিকটে লইয়া তাঁহাকে এই শপথ করাইয়াছিলেন, যে তুমি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া রোমীয়দের বিপক্ষ হইবা ও প্রাণ পণ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবা।

পরে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আফ্রিকাহইতে সসৈন্যেতে সমুদ্র পথে ইউরোপে উপস্থিত হইয়া স্পেন দেশ দিয়া পিরিনীয় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া গল দেশে উপস্থিত হইলেন ; পরে সেই দেশীয় সমুদ্রতীর দিয়া আল্প নামে এক উতচ্চর পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া ইটালি দেশে উপস্থিত হইলেন; এই প্রকারে তিনি প্রায় সহস্র ক্রোশ পর্য্যটন করিলেন, ও প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত বাধার প্রতীকার করিয়া সর্ব্বত্র যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

যখন হান্নিবাল বলবৎ রোমি ব্যক্তিদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর। অনেকং

রোমীয় সেনাপতি তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাঁহাকে কোন ব্যক্তি জয় করিতে পারিল না; তিনি সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রোম নগরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

পরে কাণা নামে এক নগরের নিকটে রোমী ও কার্থজের লোকদের এক তুমুল যুদ্ধ হইল। তাহাতে রোমীয় সেনাপতি-গণ পরাস্ত হইল। যদ্যপি ঐ সেনাপতিদের মধ্যে বার নামে এক সেনাপতি এমিলীয় সেনাপতির অসম্মতিতে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তথাপি এমিলীয় যুদ্ধারম্ভ দেখিয়া যত্ন পূর্ব্বক পৌরুষ প্রকাশ করিয়া যুদ্ধেতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। মরণের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে তিনি এক খান প্রস্তরের উপরে পড়িয়া রক্তাক্ত কলেবর প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিলেন। সেই সময়ে এক যোদ্ধা তাঁহাকে তদ্রূপ দেখিয়া স্বীয় অশ্বেতে উঠাইয়া লইতে বাঞ্ছা করিলেন; কিন্তু এমিলীয় কহিলেন, যে হে ভাই, আমি তোমার ব্যবহারেতে পরম তুষ্ট হইলাম, পরন্তু আমার জন্যে তোমার ক্লেশ উচিত নয়। তুমি রোম নগরে গিয়া মন্ত্রিগণকে বল, যে রোমীয় সৈন্য পরাজিত হইয়াছে, এবং বিপক্ষ সৈন্য আগমন করিতেছে; অতএব তোমরা প্রস্তুত থাক। আমিতো যুদ্ধেতে মরিলাম, যেন ঈশ্বর না করেন আমি তাহাদের কোপে পড়ি, ও আপনার নির্দ্দোষতা স্থির করিতে অন্য ব্যক্তিকে দোষী করি; এই কথাবসানে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনেকে বলে যে যদি তখন হানিবাল ঐ যুদ্ধের পরে রোম নগরে যাইতেন, তবে তাহা জয় করিতে পারিতেন; কিন্তু আমরা এই ক্ষণে সে কথাতে বিশ্বাস করিতে পারি না, কেননা গৃহের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ ভূমির জয় পরাজয় কে নিশ্চয় করিতে পারে?

হান্নিবালের প্রধান বিপক্ষ সিপিও সেনাপতি; আফ্রিকা দেশে নানা যুদ্ধজয় করিত্ব হেতুক তাহার উপনাম আফ্রিকান ছিল। তিনি যৌবনাবস্থাতে যুদ্ধস্থলে আপন পিতার প্রাণ রক্ষা করিলেন। কাণং নগরে তুমুল যুদ্ধের পরে অনেক বিক্রান্ত যুবা পুরুষকে নিজ সমীপে একত্র করিয়া তাহাদের মধ্যে এই শপথ করিলেন, যে আমি ওষ্ঠাগত প্রাণ পর্য্যন্ত রোমীয়েরদের হিতার্থে যুদ্ধ করিব; ইহা কহিয়া কোশহইতে নিজ খড়্গ বাহির করিয়া কহিলেন, যে যদি কেহ রোমীয়দের বিপক্ষ হয় তবে তাহার বিপক্ষে এই তীক্ষ্ণ খড়্গ জানিবা।

কার্থাজীয় সৈন্যকে ইটালি দেশহইতে দূর করিতে তিনি কার্থাজ দেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে রোমীয়দিগকে পরামর্শ দিলেন; তাহাতে স্বয়ং প্রধান সেনাপতি হইয়া তিনিও গমন করিলেন। সেখানে কিঞ্চিৎ কাল যুদ্ধ হইলে পর কার্থাজীয়েরা ভীত হইয়া আপনাদের রক্ষার্থে সসৈন্য হান্নিবালকে ইটালিহইতে আগমন করিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। তাহাতে সিপিও যেমন প্রথমে কহিয়াছিলেন, তেমন রোমীয়দের চিরকালীন সঙ্কটহইতে রক্ষা প্রাপ্তি হইল।

হান্নিবাল ও সিপিও সন্ধির অভিপ্রায়েতে পরস্পর সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু সন্ধির স্থৈর্য্য না হইলে উভয় পক্ষই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। পরে কার্থাজ নগরের কিঞ্চিদ্দূরে জামা নামে এক নগরের প্রান্ত ভাগে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে কার্থাজীয় সৈন্য পরাজিত হইল; তৎপরে সন্ধীচ্ছু কার্থাজ ব্যক্তিকে রোমীয়েরা দুর্ঘট সন্ধিবিষয় অনুমতি করিল; কিন্তু হান্নিবালের প্রতি তাহাদের চিরকাল দ্বেষভাব রহিল।

যদি হান্নিবাল জামা নগরীয় যুদ্ধেতে হত হইতেন, তবে তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা পাইত; তাহা না হইলে নতুবা তাঁহার

জীবন দুঃখের বিষয় হইল, কেননা রোমীয়েরা তাঁহাকে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। শেষেতে হান্নিবাল তাহাদের দৌরাত্ম্য সহ্যে অসমর্থ হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে বিষপান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তিনি মৃত্যুসময়ে এই কহিলেন,— যে জীর্ণতম প্রাচীন মানুষের প্রাণ বধেতে আমি রোমীয়দিগকে সকল বিপদহইতে উদ্ধার করি। এই রূপে তিনি সত্তর বৎসর বয়সে বিথুনিয়া দেশের রাজা প্রুষিয়ার রাজধানীতে দেহ ত্যাগ করিলেন। জামা নগরীয় যুদ্ধেতে সিপিও সেনাপতিকর্ত্তৃক এই দ্বিতীয় পুনিক্ যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

---

৩৭ সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

আর্খিমিদি ও ফিলপীমন্ ও পর্সুর বিবরণ।

কান্না নগরীয় যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে মার্সিল্ল নামে সেনাপতি সুরাকুস নগর অবরোধ করিলেন, এবং যদ্যপি আর্খিমিদি ঐ নগর রক্ষার্থে নানা প্রকার ভয়ানক অস্ত্র শস্ত্র যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথাপি মার্সিল্লকর্ত্তৃক তন্নগর অবরুদ্ধ হইল। এই ক্ষণে যুদ্ধেতে বন্দুক ও কামান ও বারুদ গোলাগুলি যোদ্ধাগণের যুদ্ধসামগ্রী হইয়াছে; কিন্তু বারুদ বস্তু অল্প দিন প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বেতে যোদ্ধারা খড়্গ চর্ম্ম তীর ধনুক ও যষ্টিদ্বারা যুদ্ধ করিত। পূর্ব্বকালে কোনো নগর বিপক্ষকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে গৃহ প্রাচীরাদি ভাঙ্গিবার নিমিত্তে ও নগরস্থ লোকের প্রতি পাষাণ নিক্ষেপের জন্যে বিপক্ষ পক্ষে এক নির্ম্মিত আশ্চর্য্য যন্ত্র থাকিত। এই প্রকার আশ্চর্য্য যন্ত্র ও ভয়ানক অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আর্খিমিদি অতি নিপুণ ছিলেন।

আর্খিমিদি সুরাকুসের রাজার আত্মীয় মানুষ। তিনি এই কথা কহিতেন, যে যদি কেহ পেলা রাখিবার স্থান দিতে পারে, তবে আমি পৃথিবীকে উপরে উঠাইতে পারি। সুরাকুসের রাজা রোমীয়দের স্বপক্ষ ছিলেন; কিন্তু রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পৌত্র রাজা হইয়া নির্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত সকলের অবজ্ঞেয় হইয়া হত হইলেন; তাহাতে রোমীয়েরা প্রতিকূল হইয়া সুরাকুস নগর আপনাদের বশীভূত করিল।

আর্খিমিদির শিল্পনৈপুণ্য ও গুণবত্ত্ব মার্সিল্ল বিশেষ রূপে জানিলেন, যখন তিনি নগর জয় করিলেন, তখন আর্খিমিদিকে প্রাণ বধ করিতে নিষেধ করিলেন। নগরের বিপক্ষাধিকার সময়ে আর্খিমিদি শিক্ষিত বিদ্যার অনুশীলনেতে নিবিষ্ট হইয়া কিছুই জানিলেন না। যখন এক জন বিপক্ষ সৈন্য তাঁহার কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়া কহিল, যে তুমি উঠ, শীঘ্র আমার পশ্চাৎ আইস, তখন আর্খিমিদি কহিলেন, যে কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমি এই প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ স্থির করিয়া তোমার সহিত যাইব। তখন এই আজ্ঞা ভঙ্গ প্রযুক্ত ঐ সৈন্য ব্যক্তি খড়্গ নিঃসারণ করিয়া এক প্রহারে তাঁহাকে বধ করিল। মার্সিল্ল এই সম্বাদ পাইয়া অতি দুঃখিত হইলেন।

সুরাকুস নগর অধিকার করণের দুই বৎসর পরে ফিলপীমন্ আখীয় লোকদের প্রধান সেনাপতিত্বে মনোনীত হইলেন। য়ুনানীদিগের বারো নগরীয় লোকেরা পরস্পরের হিতার্থে এক কল্পিত নিয়মেতে বদ্ধ ছিল। তাহাকে আখীয় নিয়ম বলা যায়। এই নিয়মদ্বারা তাহারা কিছু দিন পর্য্যন্ত সুখেতে কাল যাপন করিল; কিন্তু সময়ক্রমে তাহারা আপনাদেরহইতে উৎপাত গ্রস্ত হইল। যে সময়ে পির্হ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দিগ্বিজয় করিতেছিলেন, তখন ঐ বারো নগরীয় লো-

কেরা আপনাদের পুরাতন নিয়ম পুনর্ব্বার দৃঢ় করিয়া ও ফিলপীমনকে আপনাদের সেনাপতি করিয়া প্রবল শত্রু-হইতে মুক্তি পাইল।

ফিলপীমন্ নিষ্কলঙ্ক হইলেন না; যেহেতু তিনি স্পার্ত্তা নগর জয় করিয়া নিষ্ঠুর ভাবে সেখানে অনেককে বধ করিলেন, এবং প্রাচীর ভগ্ন করিয়া সকল স্পার্ত্তা নিবাসিকে আখীয় লোকদের অধিন করিলেন। স্পার্ত্তা লোক স্বীয় নগরের প্রাচীর ভঙ্গেতে অতি দুঃখিত হইল না; কেননা তাহাদের বড় পুরুষত্ব ছিল। তাহারা ফিলপীমনকে তাহা দেখাইল, ও যে রূপ তিনি তাহাদিগকে ক্লেশ দিলেন সেই রূপ তাঁহাকেও ক্লেশ দিল। তাহার প্রমাণ এই যে তিনি সত্তর বৎসর বয়স্ক হইয়া মিস্সিনা নগরের অবরোধসময়ে স্পার্ত্তাগণের স্বপক্ষ মিস্সিনীয়দের কর্ত্তৃক ধরা পড়িলেন। তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া সকলকে দেখাইবার জন্যে তাঁহাকে কৌতুকালয়ে লইয়া গেল। রাত্রি কালে কারাগারের মধ্যে তাঁহাকে রাখিলে ঐ কারাগারের অধ্যক্ষ মানুষ তাঁহাকে বিষ পান করাইতে উপস্থিত হইলে নিজ বন্ধুগণের পলায়নদ্বারা তাহাদের জীবন রক্ষার বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি প্রসন্ন চিত্তেতে বিষ পাত্র লইয়া কহিলেন, যে আমরা কোন রূপে ভাগ্যহীন নহি; এই বাক্য কহিয়া তিনি অবিরোধে বিষ পান করিয়া শয়নাবস্থাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

ঐ সময়েতে অন্য এক প্রধান মানুষ ছিলেন, তাঁহার নাম পর্স্যু; তিনি মাকিদোনের রাজা। তাহার পিতার নাম ফিলিপ্; সিকন্দরের পিতা যে ফিলিপ্, তাঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী এই দ্বিতীয় ফিলিপ্ ছিলেন। দেখ, এই দুই ফিলিপ্ নিজ২ পুত্রের দ্বারা মহা যশস্বী ছিলেন। পুত্রের গুণবত্তা ও

ধার্ম্মিকতাদ্বারা পিতা মাতার যে রূপ আহ্লাদ জন্মে, সে রূপ আহ্লাদ আর কিছুতেই হয় না।

পরন্তু পর্সু আপন পিতা মাতার মনোদুঃখ জন্মাইলেন; কেননা তিনি গুণবান্ হইয়াও স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা দিমিত্রীয়ের প্রতি দ্বেষ পৈশুন্য করিলেন। যদ্যপি দিমিত্রীয় পঞ্চ বর্ষের কনিষ্ঠ তথাপি প্রিয়ম্বদ ও সর্ব্বজনপ্রিয় হেতুক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পর্সু তাহার দ্বেষ পৈশুন্য করিতে লাগিলেন। দিমিত্রীয় রোম নগরে কিয়ৎ কাল বাস করিয়াছিলেন, এই কারণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বেষভাবে আপন পিতাকে কহিলেন, যে দিমিত্রীয় তোমাপেক্ষা রোমীয় লোককে অধিক ভাল বাসে; এই রূপ ভেদক বাক্য কহিয়া পিতার অন্তঃকরণ ভার করিলে পিতা কোপাবিষ্ট দিমিত্রীয়কে বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থে বাহুল্য রূপে লিখিত আছে। ফিলিপ্ বা কি প্রকারে উভয় পুত্রের প্রতি বিচারকর্ত্তা হইলেন, ও কি প্রকারে বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অপবাদগ্রস্ত করিলেন, ও ভ্রাতারা ঐ অপবাদবিষয়ে কি রূপে উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন, ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা দিমিত্রীয়ের কি প্রকারে বা মৃত্যু হইল, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থে বিস্তারিত আছে।

দিমিত্রীয়ের মরণের পরে পর্সুর মিথ্যাবাদিত্ব প্রকাশ হইল। পিতা তাহা জ্ঞাত হইয়া গুণবান্ যৌবনস্থ দিমিত্রীয়ের প্রতি স্বীয় নিষ্ঠুরত্তাচরণ স্মরণ করিয়া শোকেতে বিদীর্ণান্তঃকরণে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরে পর্সু যুবরাজ রাজা হইলেন। তিনি প্রথমেতে রোমীয়দের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যে আত্মীয় লোকহইতে সংগোপনে সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। পরে রোমীয়দের সহিত প্রকাশ রূপে যুদ্ধ করিতে

লাগিলেন। ঐ যুদ্ধেতে তিনি কয়েক বার জয়ী হইলেন, ও কয়েক বার বাপরাজিত হইলেন; কিন্তু শেষেতে পুদ্না নামক নগরে পাউল্ এমিলীয় সেনাপতিকর্তৃক পরাজিত হইয়া আত্ম পরিবারের সহিত বন্দী হইলেন। এমিলীয় রোম নগরের নিকটে, তাঁহাদিগকে লইয়া আপন রথের পশ্চাৎ ভাগে বাঁধিয়া ও নিজ জয়লক্ষ্মী প্রকাশ করিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে অভিমানি পর্স্ নৃপতি অনাহারেতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ও তাঁহার রাজ্য সম্পত্তি সকল রোমীয়দের অধীন হইল।

---

৩৮ অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তৃতীয় পুনিক্ যুদ্ধের বিবরণ।

সন্ধি হওনের পঞ্চাশৎ বৎসর পরে পুনর্ব্বার কার্থাজীয় লোকের সহিত রোমীয়দের যুদ্ধারম্ভ হইল। এই তৃতীয় পুনিক্ যুদ্ধ কেবল চারি বৎসর পর্য্যন্ত হইল। পরে বিপক্ষকর্তৃক কার্থাজ নগর বিনষ্ট হইল।

তৎকালে রোমীয়েরা মহা প্রবল হইয়া নিরন্তর পর রাজ্য অধিকার করিতে লাগিল। তাহাতে তাহাদিগের অতিশয় লোভবৃদ্ধি হইল; কেননা যত দেশ জয় করিত, তত তাহাদের জয়াভিলাষ আরও বাড়িতে লাগিল। নুমিদিয়া দেশের রাজা মাসিনিস্সা কার্থাজীয়দের এক প্রদেশের উপর আক্রমণ করিলে কার্থাজীয়েরা পরাক্রমদ্বারা তাহা নিবারণ করিল। কার্থাজীয়দের ধন সম্পত্তির প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত রোমীয়েরা তাহাদের প্রতি দ্বেষ করিয়া কহিল, যে নুমিদিয়া লোক আমাদিগের স্বপক্ষ এই হেতু তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া

আমাদিগের পূর্ব্বকৃত সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ, তৎপক্ষে পুনর্ব্বার রোমীয় ও কার্থাজীয়দের যুদ্ধোদ্যোগ হইল।

পূর্ব্বকালীন যুদ্ধেতে কার্থাজীয়েরা নানা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্নিমিত্তে গর্ব্বিত পরাক্রান্ত দুর্জয় রোমীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ত্রাসযুক্ত হইল; অতএব তাহারা ঐ বিরোধ শান্তির অভিপ্রায়েতে রোম নগরে দূতগণকে প্রেরণ করিল। রোমীয় মন্ত্রিগণ ঐ সমাচার শুনিয়া নিশ্চয় রূপে তাহার কোন উত্তর করিল না; তাহাতে কাতো ও সিপিওর জামাতা নাসিকা এই দুই মন্ত্রী উত্তর প্রত্যুত্তরদ্বারা পরস্পর বিবাদ করিলেন। উভয়েই রোমীয়দের লাঘব গৌরব ন্যায়ান্যায় না ধরিয়া কেবল তাহাদের লাভের পক্ষেই পরামর্শ স্থির করিল। অতএব কাতো নামে মন্ত্রী যুদ্ধ করা নিশ্চয় করিল। তাহাতে সকলের মত হইল।

কার্থাজীয়েরা যুদ্ধের বিপদহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পুনর্ব্বার রোম নগরে দূতগণকে প্রেরণ করিল, কিন্তু তাহাও বিফল হইল; কেননা রোমীয়েরা সন্ধিবিষয়ে এক দুঃসাধ্য নিয়ম স্থির করিতে চাহিল, যাহা করিলে বিপক্ষগণ অপেক্ষা তাহাদের অধিক লজ্জার বিষয় হয়। তাহারা চাহিল যে কার্থাজীয়েরা আমাদিগের আজ্ঞাবহ হয়, ও ইহার জামীন তদর্থে তিন শত প্রধান মনুষ্যের সন্তানকে আমাদিগের নিকটে বন্ধক রাখে; তাহাতে কার্থাজীয়েরা তাহা স্বীকার করিয়া উত্তম তিন শত যুবাপুরুষকে তাহাদের নিকটে বন্ধক রাখিল।

পরে রোমীয়েরা অস্ত্র শস্ত্র সমর্পণ করিতে তাহাদিগকে আদেশ করিল। তাহারা ঐ আজ্ঞাও পালন করিল। পরে নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ও অন্যায়ি রোমীয়েরা তাহাদিগকে এই আজ্ঞা

করিল, যে তোমরা আপনাদের প্রিয় নগর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান কর, আমরা ঐ নগর সমভূমি করিয়া শস্য ক্ষেত্র করিব। দেখ, এই কঠোর নির্দ্দয় বাক্য শুনিলে রোমীয়দের প্রতি কোন ব্যক্তির অবজ্ঞা না জন্মে? এই রূপ বাক্য কে বা সহ্য করিতে পারে? যদ্যপি কার্থাজীয়েরা তাহাদের অনেক অনুচিত নিয়ম পালন করিল, তথাপি অতি লজ্জাকর এই শেষনিয়ম সহ্য করিতে পারিল না। কার্থাজীয়দের পূর্ব্বে বোধ ছিল যে রোমীয়েরা ন্যায়বর্ত্তী ও সুজন, পরে এই ভ্রান্তি দূর হইলে তাহাদের নিশ্চয় হইল যে জয়মদেতে মত্ত রোমীয়দের ন্যায় অন্যায়বর্ত্তী ও পামর লোক আর নাই।

কার্থাজীয়দের আপনাদিগের নগররক্ষা করিতে না পারিয়া তাহার মধ্যে সকলে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। এমন দুঃসময়ে তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র নাই, এবং তিন শত যুবা ও পরাক্রমশালী মানুষ শত্রুহস্তগত; কেননা অস্ত্র শস্ত্র রহিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারি প্রবল শত্রুর সহিত কি রূপে যুদ্ধ করিতে পারে? কার্থাজীয়দের এই রূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া তাবৎ জনের ইচ্ছা, যে ইহাদের রক্ষা ও দুষ্ট রোমীয়দের বিনাশ হউক। কার্থাজীয়দের প্রতি এই অন্যায় দুরাত্মতা রূপ অক্ষুন্ন কজ্জলের মসী কলঙ্ক রোমীয়দের রহিয়াছে ও রহিবে।

তখন কার্থাজীয়েরা যুদ্ধ করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিল। তাহাদের স্ত্রী লোকেরা ও আপনাদের কেশ চ্ছেদন করিয়া ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিল; এবং পুরুষেরা অস্ত্র শস্ত্রের নিমিত্তে আপনাদের স্বর্ণ ও রজত ময় ভোজন ও পান পাত্র ভাঙ্গিয়া শিল্পকারকে সমর্পণ করিল। তাহাদিগের লৌহ

ধাতু ছিল না, তন্নিমিত্তে তাহারা স্বর্ণ রজত পরিবর্ত্ত করিয়া লৌহ লইতে সচেষ্ট ছিল। রোমীয়েরা কার্থাজীয় সৈন্যের বিক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল; কেননা রোমীয় সৈন্য প্রাচীরের নিকটে অনেক বার যুদ্ধে পরাস্ত হইল, ও তাহাতে অনেক২ সৈন্য হত হইল। বোধ হয় যে যদি এক২ জন সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকী না হইত, তবে কার্থাজ নগরের পরাজয় হইত না। যদি বিপদ্ কালে আত্মীয় জন বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে সে কি রূপ দুর্জ্জন ও মহা পাপী, তাহা বলা যায় না। পরে ঐ দুষ্ট সেনাপতির দুষ্টতাতে কার্থাজীয় লোকদের ক্রমে২ আরো মন্দ হইতে লাগিল।

সিপিও এমিলিয়ান নামে সেনাপতি কুমন্ত্রণা করিয়া কোন খাদ্য সামগ্রী নগরের মধ্যে লইয়া যাইতে নিবারণ করিলেন, এবং সমুদ্রের জাহাজীয় পথ রুদ্ধ করিলেন। তৎপ্রযুক্ত কার্থাজীয় সৈন্য সমুদ্রেতে জাহাজীয় পথ নূতন প্রস্তুত করিল। পরে যে সকল সৈন্য প্রাচীরের নিকটে ছিল, তাহাদিগকে সিপিও আক্রমণ করিয়া তাহাদের মধ্যে সত্তোর হাজার সৈন্যকে বিনাশ করিলেন, ও দশ সহস্র সৈন্যকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তাহার পরে তিনি নগরীয় বৃহৎ প্রাচীর ভগ্ন পূর্ব্বক তন্নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধেতে নগরস্থ তাবৎ গৃহ ও মন্দির ও রাজধানী প্রভৃতি দগ্ধ করিলেন; তখন কার্থাজের সেনাপতি আসদ্রুবাল্ আপনাকে ও তাহারদের দুর্গকে জয়শীল শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী ও বালকেরা ও নগরস্থ অনেক লোক এক প্রজ্বলিত দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তদগ্নিদ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন। এই প্রকারে ঐ কার্থাজীয়দের রমণীয় নগর সম্পূর্ণ রূপে এমন নষ্ট হইল, যে এই ক্ষণে তাহার স্থানচিহ্ন ও

উপলব্ধি হয় না। ঐ নগরের পরিধি চব্বিশ ক্রোশ পরিমাণ ছিল, ও সপ্ত দশ দিন পর্য্যন্ত ঐ নগর দগ্ধ হইল। পরে রোমীয়েরা কার্থাজের তাবৎ উপকারিগণকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ভূমি লইয়া আপনাদের মিত্রবর্গকৈ বিভাগ করিয়া দিল। এই প্রকারে কার্থাজ নগর সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে তৃতীয় পুনিক্ যুদ্ধ সম্পূর্ণ হইল।

ঐ বৎসরের মধ্যে য়ুনানা দেশের কারন্থ্ নামে এক প্রধান নগর মুম্মিয় নামক রোমীয় সেনাপতিকর্ত্তৃক নষ্ট হইল। কার্থাজের এই রূপ দুর্দশা দেখিয়া আর২ দেশীয় লোকেরা সাবধান থাকুক, যেন তাহারা শত্রুগণের উপরে বিশ্বাস না করে; কেননা যদি কার্থাজীয়েরা বিপক্ষগণের হস্তে আপনাদের অস্ত্র শস্ত্র সমর্পণ না করিয়া সসজ্জ হইয়া যুদ্ধ করিত, তবে অনুমান হয়, যে অদ্যাপি তাহাদের রমণীয় নগর বিদ্যমান থাকিত।

একোন চত্বারিংশদধ্যায়।

গ্রাথীয় ও জুগর্থা ও মারিয় ও সিল্লার বিবরণ।

রোমীয়েরা কার্থাজ ও করিন্থ্ নগর বিনাশ করিয়া ও মাকিদোনিয়া দেশ অধিকার করিয়া মহা প্রবল হইল। পরে মিতিল্ল নামে রোমীয় সেনাপতিকর্ত্তৃক আখীয় লোক পরাজিত হইয়াছিল, এবং য়ুনানী দেশ রোমীয় রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। পরে মার্সেল সেনাপতিকর্ত্তৃক সুরাকুস পরাস্ত হইয়াছিল, এবং সিরিয়ার নৃপতি আন্তিওখ তাহাদের বশীভূত হইয়াছিলেন, ও মিসর দেশেতে তাহাদের প্রতাপ মহা ব্যাপ্ত হইয়াছিল। স্পেন দেশেতে অনেক বার

তাহারা যুদ্ধেতে জয়ী হইয়াছিল, এবং গল দেশেতেও তাহারা জয়যুক্ত ছিল। এই কারণ তাহাদের সমুদায় বিবরণ লিখিত হইলেই অপর দেশের তাবতের বিবরণ স্পষ্ট হয়।

কার্থাজ নগরের বিনাশের পরে স্পেন দেশের নুমান্তীয় নামে এক যোদ্ধা লোক রোমীয় সৈন্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিল। এই জয়ের তিন চারি বৎসরের পরে রোম দেশের নুমান্তীয় নামে এক রমণীয় প্রধান নগর রোমীয় সৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হইল। তন্নিবাসিরা রোমীয় দুর্দান্ত সৈন্যহইতে ত্রাণ পাইবার জন্যে আপনাদের নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া তদগ্নিতে আপনারা প্রাণত্যাগ করিল। এই প্রকারে স্পেন দেশও রোমের এক প্রদেশ হইল। কিন্তু রোমীয়েরা অন্য ২ দেশে জয়ী হইয়া স্ব দেশেতে আত্মবিচ্ছেদ ও কলহদ্বারা প্রায় তাহারা হতমান ও হতকীর্ত্তি হইল। তখন ধনাঢ্য প্রধান মনুষ্যেরা দরিদ্র পামর লোকদের সহিত বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইল। গ্রাখীয় বংশের তিবিরীয় নামে এক জন এই বিবাদের সূচক ছিল।

সিপিও আফ্রিকানের কন্যা কর্ণিলিয়া দুই পুত্র বিদ্যমানে বিধবা ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে এক ইতিহাস আছে, যে কোন প্রধান স্ত্রী কর্ণিলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় করস্থ রত্নের বিষয় অনেক শ্লাঘা করিল, ও তাহা তাহাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, যে তোমার রত্ন কই দেখাও? যখন কর্ণিলিয়ার দুই পুত্র পাঠশালাহইতে উপস্থিত হইল, তখন তাহাদিগকে লইয়া ঐ স্ত্রীর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, যে দেখ, এই আমার অমূল্য রত্ন।

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিবিরীয় দরিদ্র লোকদের উপকারেতে চেষ্টিত হইলেন, তন্নিমিত্তে তাবজ্জনি লোক তাঁহার বিপক্ষ

হইল। এক সভাতে তিনি নিজ দক্ষিণ হস্ত আপন কপাল দেশে লগ্ন করিলে, তাহা দেখিয়া ঐ বিপক্ষগণ কহিল, যে দেখ, এই ব্যক্তি রাজা হইবার জন্যে এক মুকুট অন্বেষণ করেন; তাহাতে সভার মধ্যে মহা কলহ হইলে তিবিরীয়স হত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সামান্য লোকেরা তাঁহার কনিষ্ঠ কায় গ্রাখকে কর্ম্মাধ্যক্ষ করিতে মনোনীত করিল। যদ্যপি তিনি তৎকালে কেবল এক বিংশতি বর্ষবয়স্ক ছিলেন, তথাপি তিনি অনেক উত্তমং কর্ম্ম ও সদ্ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আহার বিষয়ে তিনি পরিমিতভোজী ছিলেন, ও স্বভাবত কর্ম্মদক্ষ ও ক্রিয়াশীল ছিলেন। আত্ম জননীর প্রতি তিনি মহা স্নেহ করিতেন, এবং নিজ প্রিয়তম এক ব্যবস্থা মাতৃ আজ্ঞাতে রহিতা করিলেন। মাতার লোকান্তর হইলে মাতৃস্নেহ ক্রমেতে চিরস্মরণার্থে এক মহা স্তম্ভ নির্ম্মিত হইলে তাহাতে এই লিখিত ছিল, যে গ্রাখীয় বংশের মাতা কর্ণিলিয়া। দেখ, ইহাতে মাতার ও পুত্রের কত গৌরব প্রকাশিত হইল!

পরে ঐ সধন মন্ত্রিগণের কুমন্ত্রণা কলহেতে কায় হত হইলেন। তিনি কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই, কিন্তু দরিদ্র লোকদের সহিত তাঁহার বন্ধুতা প্রযুক্ত ধনি লোকেরা তাঁহাকে নষ্ট করিতে নিশ্চয় করিল। এক সময় তিনি এক উদ্যানের মধ্যে গমন করিলে, তাঁহার শত্রুগণ পশ্চাদ্গামী হইয়া আততায়ী হইল; তাহা বুঝিয়া তিনি আপনার এক বিশ্বস্ত দাসকে কহিলেন, যে তুমি আমাকে বধ কর। দাস তদাজ্ঞা পালন করিয়া প্রভুর মরণেতে মহা কাতর হইয়া স্বয়ং আত্মঘাতী হইল।

কর্ণিলিয়া পুত্রশোক সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, ও আপন পিতা ও পুত্রগণের প্রশংসা করিতে ভাল বাসিতেন। এই রূপ সদ্ব্যবহার জানিয়া প্লুতার্খ নামে এক ইতিহাসকর্ত্তা তদ্বিষয়ে এই এক উত্তম কথা লিখিলেন, যে সময় বিশেষেতে অস্মৃত্তি ধর্ম্মবিষয়ে বিঘ্ন করিতে পারে, কিন্তু তাহার ফল নষ্ট করিতে পারে না; কেননা বিঘ্ন প্রযুক্ত হতাশ লোক সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ক্লেশভোগ করিয়া যথেষ্ট ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়।

আশিয়ার অন্তর্গত পর্গাম নামক এক রমণীয় নগর রোম দেশের অধীন হইয়াছিল। তাহাতে নুমিদিয়া দেশের রাজা জুগর্থা রোমীয়দের লোভাধিক্য জানিয়া তাহাদিগকে অনেক উৎকোচ প্রদান করিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, যে হে রোম, যদি কেহ তোমাকে যথেষ্ট ধন দিতে পারে তবে তুমি আপনাকে বিক্রয় করিতে পার।

হান্নিবালের সময়েতে কার্থাজের সহিত যুদ্ধকারী যে নুমিদিয়া রাজা মাসিনিস্সা, তাঁহার পৌত্র জুগর্থা, তিনি রোমীয়কর্ত্তৃক মহা উৎপাতগ্রস্ত হইলেন; কেননা বিবাদের উপক্রম হইলে তাহারা তাঁহার দোষারোপ করিয়া যেমন পূর্ব্বেতে কার্থাজীয়দের প্রতি দৌর্জন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন তাঁহার প্রতিও করিলেন। তখন তিনি তাহাদের নিকটে আপনার হস্তী ও অস্ত্র শস্ত্র ও বন্দিগণকে সমর্পণ করিয়া বহুতর কর প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু পরে তাহারা আজ্ঞা করিল, যে তুমি রোম নগরে আসিয়া দোষির ন্যায় বিচারিত হইবা। জুগর্থা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, সে আশ্চর্য্য কি? পরে তিনি মারিয় সেনাপতিকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া রোম নগরে আনীত হইলেন; এবং জয়কর্ত্তার

পরাজিত বন্দিবর্গের মধ্যে জয়শ্রী প্রকাশ করিতে নগরের মধ্য নিয়া ভ্রামিত হইলেন। এই প্রকারে ক্লেশভোগ করাইয়া তাঁহাকে কারাগারে রাখিতে ও অনাহারে বধ করিতে তাহারা আজ্ঞা দিল। দেখ, দুঃখার্ত্ত জনের প্রতি দৌর্জন্য প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ উপহাসক কর্ম্ম করণে রোমীয়দের কেমন নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইল!

সম্প্রতি জুগর্থার জয়কারি ম্যারিয়ের বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখন উচিত হয়। ম্যারিয়ের মাতা পিতা দরিদ্র ছিল। তিনি ব্যবহার কর্ম্মেতে অসভ্য, এবং শরীরেতে দীর্ঘ ও বলবান্ ও সাহসিক ছিলেন; পরন্তু সৈন্যের প্রধান ধর্ম্ম আজ্ঞাবহত্ব তাহাতে তিনি ঐমত তৎপর ছিলেন; যে সকল ব্যক্তিই তাঁহার প্রশংসা করিত। তিনি স্বল্পপদহইতে ক্রমেতে উচ্চপদপ্রাপ্ত হইয়া রোমের প্রধান সেনাপতি হইলেন। তাহাতে এক সময়ে তিনি রোমের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন, পরে সময়ান্তরে তাহার বিনাশকর্ত্তা হইলেন।

যুদ্ধ কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হইলে যোদ্ধা পুরুষের যে২ নানা দশা ঘটনা হয়, তাহা তাঁহার ঘটিয়াছিল। তিনি রোম নগরহইতে বিপক্ষগণকে দূর করিয়া নগরস্থ সিল্লা সেনাপতির দলের সহিত অনেক বার যুদ্ধ করিয়া শেষেতে পলায়ন করিলেন, ও বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন অহঙ্কারের ফলভোগ করিলেন। তিনি ধরা পড়িবার ভয়েতে এক পঙ্কের মধ্যেতে গলা পর্য্যন্ত মগ্ন করিয়া এক রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে তাহাহইতে প্রযত্নক্রমে উঠিয়া এক নির্জন স্থানে একাকী ভ্রমণ করিতে২ বিপক্ষীয় চরগণকর্ত্তৃক ধরা পড়িলেন। অনাহারে ক্ষীণ বস্ত্রবিহীন দীনভাবাপন্ন তিনি ধৃত হইলে গল দেশেতে দড়া বা-

খিয়া তাঁহাকে কারাগারে লইয়া গেল। পরে তাঁহাকে বধ করিতে এক সিম্ব্রীয় দাস প্রেরিত হইল। ঐ দাস উপস্থিত হইয়া মারিয়ের জঙ্গলীয় ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়া নিকটে যাইতে সাহস করিতে পারিল না। তখন ঐ স্থানের অধ্যক্ষ দাসের উপস্থিত ভয়কে মঙ্গল বোধ করিয়া মারিয়ের বধ না করিয়া বরং কারাগৃহহইতে মুক্ত করিলেন।

তখন তিনি ইটালি দেশহইতে পলায়ন করিয়া আফ্রিকাতে উপস্থিত হইয়া ভগ্ন কার্থাজ নগরের এক স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিলেন। তখন ঐ স্থানের অধ্যক্ষ উপকারক মারিয়ের সমাগত সমাচার শুনিয়া দূরে পলায়ন করিতে দূতদ্বারা আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। তখন তাহাতে তাহার কাপুরুষত্ব বোধ করিয়া মারিয় অনেক ধিক্কার দিয়া দূতের প্রতি কহিলেন, যে তুমি অধ্যক্ষের নিকটে গিয়া বল, যে ভগ্ন কার্থাজ নগরে বসিয়া থাকিতে আমি মারিয়কে দেখিয়া আইলাম।

পরে রোম নগরে তাঁহার সপক্ষ সিন্না নামে এক সেনাপতি বিপক্ষ দলকে জয় করিলে, পুনর্ব্বার মারিয় রোম নগরে যাইয়া তাহাদের প্রধান সেনাপতি হইলেন। সেই সময়ে পৈত্রিয় লোকদের স্বপক্ষ সিল্লা সেনাপতি আশিয়াতে ছিলেন। অতি দূরস্থ প্রযুক্ত তিনি শীঘ্র আসিতে পারিলেন না, অতএব সিন্না ও মারিয় জয়ী হইয়া ও আপনাদের পূর্ব্বমত সম্ভ্রান্তপদপ্রাপ্ত হইয়া নগরের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে এক দুর্দ্দান্ত সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত মারিয় সসৈন্য হইয়া নগরস্থ যে সকল লোকের প্রতি ভয় করিতেন, ও যাহাদিগকে বিপক্ষ দলাক্রান্ত জানিলেন, তাহাদিগকে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরতারূপে বধ করিলেন। তিনি এই রূপে প্রধানকর্ত্তা হইয়াও

প্রতিহিংসাতে ও শত্রুগণের রক্তপাতেতে আপ্যায়িত হই-লেন। অনন্তর দুই মাসের পরে তিনি সত্তর বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি সাত বার প্রধানকর্ত্তৃপদ পাইয়া-ছিলেন। অনেকে অনুমান করে, যে অহঙ্কার ও ক্রোধ তাঁহার মৃত্যুর হেতু হইল; কেননা এই উভয়দ্বারা তাঁহার শরীরেতে এক দুষ্ট জ্বর উৎপন্ন হইলে তিনি অতি শীঘ্র কালধর্ম্ম পা-ইলেন। দেখ, মারিয় সেনাপতি যে দুষ্টস্বভাবগ্রস্ত হইয়া গৌরব ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে চাহিলেন, তাহাতে তিনি নষ্ট হইলেন।

প্লুতার্খ ইতিহাসকর্ত্তা কহিয়াছেন, যে মুমূর্ষু কালে প্লাতো তিন বিষয়েতে আপনাকে ধন্যবাদ করিয়াছিলেন, যে তিনি স্ত্রী না হইয়া পুরুষ ছিলেন; ও অসভ্য না হইয়া য়ুনানী ছিলেন; এবং সক্রেতিস কবির সময়ে জন্মিয়াছিলেন। পরন্তু মারিয়ের শ্লাঘার বিষয় কি আছে? তিনি মনুষ্য বটেন, কিন্তু হিংসু পশুর ন্যায় ব্যবহার ছিল। তিনি নীচপদ-হইতে উন্নতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু সেই উন্নতি কেবল লো-কের অনিষ্ট করণের নিমিত্ত। অতএব প্রত্যেক জন কেবল আত্মার্থে নয়, কিন্তু পরের হিতার্থেও উত্তম পদ চেষ্টা করুক; কেননা দোষিরূপে খ্যাত হওন অপেক্ষা খ্যাতিহীন বরং ভাল।

মারিয়ের মৃত্যুর কিছু কাল পরে সিন্না সেনাপতি সৈন্য-গণের উপস্থিত বিবাদ সমাধানার্থে উদ্যত হইলে এক সৈন্য-কর্ত্তৃক ছুরিকাদ্বারা হৃদয় বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সিন্না উত্তম বংশের সন্তান, কিন্তু সম্ভ্রম ও কীর্ত্তি ও উত্তমপদ প্রাপ্তি তদর্থে তিনি সামান্য লোকের উপাসনা করিতেন। তিনি প্রথমাবধি সিল্লার বিপক্ষ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য

প্রস্তুত করিবার সময়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সিল্লা ও মারিয়ের যে পরস্পর যুদ্ধ যাহাতে সিল্লা জয়যুক্ত হইলেন। তাহার উপক্রম খ্রীষ্টের অষ্টাশীতি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।

চত্বারিংশত্তমাধ্যায়।

সিল্লা সেনাপতির বিবরণ।

লুশিয় কর্ণিলায় সিল্লা নামান্বিত এক সেনাপতি মারিয়ের বিপক্ষ। এই ব্যক্তি বংশেতে পৈত্রিয় ছিলেন, তিনি প্রথমে মারিয়ের নীচে এক সাধারণ সেনাপতি ছিলেন, ও তাঁহার সহিত আফ্রিকাতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি উত্তম যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু উৎকোচদানদ্বারা উচ্চপদপ্রাপ্ত হইয়া এক সময়ে এক সামান্য সেনাপতির প্রতি ক্রোধ পূর্ব্বক কহিলেন, যে দেখ, তোমাকে শাস্তি দিবার নিমিত্তে আমি নিজ পদের বিক্রম প্রকাশ করি। তাহাতে ঐ সেনাপতি হাস্য করিয়া কহিলেন, যে তুমি সত্য কহিয়াছ, যে ঐ তোমার নিজ পদ, কেননা তাহা তুমি ধনদ্বারা ক্রয় করিয়াছ।

মারিয়ের মৃত্যুসময়ে সিল্লা সেনাপতি আশিয়ান্তর্গত পন্ত দেশের রাজা মিথ্রিদাতিকে জয় করিয়া রোম নগরে মারিয়ের উপদ্রব শান্তি করিতে আসিতে ছিলেন। অন্য এক দেশীয়ের সহিত রোমীয়দের যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে মারিয় ও সিল্লার পরস্পর শত্রুতা ছিল; কিন্তু সাধারণ বিপক্ষগণ উপস্থিত হইলে উভয়ে মিলিত হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন। কিন্তু সিল্লা সাধারণ বিপক্ষ জয় করিয়া রোম নগরে উপস্থিত পূর্ব্বক মারিয়ার প্রতি রাগ দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নগরের মধ্যে এক কলহ হইলে পম্পি নামে এক যুবা পুরুষ মৃত কল্প হইয়া পড়িলেন। তাহাতে সিল্লা মারিয়ের প্রতি বড় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে মারিয় সেনাপতি মিথ্রিদাতির সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইলে সিল্লা তাহাতে রাগান্ধ হইয়া রোমীয় সৈন্যের মধ্যে গিয়া রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করাইলেন। রোমীয়েরা তাঁহাকে শান্ত করিতে দূতগণ পাঠাইল। তিনি দূতগণের বাক্য শুনিয়া সকল বিষয় স্বীকার করিলেন; কিন্তু দূতেরা তথাহইতে ফিরিলে সৈন্যগণ লইয়া রোম নগরে প্রবেশ করিয়া স্ব হস্তে অগ্নিনিঃক্ষেপ করিয়া সমস্ত নগর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেননা প্রতিহিংসা ও ক্রোধেতে প্রমত্ত হইয়া তিনি দয়া ও বিবেচনা রহিত হইলেন। সেই সময়েতে রোমীয় মন্ত্রিগণহইতে সিল্লা সেনাপতি মারিয়ের ও অন্যং স্বীয় বিপক্ষের বধের আজ্ঞা পাইলেন; কিন্তু মারিয় পলায়নদ্বারা রক্ষা পাইলেন।

পরে সিল্লা আথিনী নগর অবরোধ করিয়া জয় করিলেন। ঐ ঘোরতর যুদ্ধেতে নগরস্থ লোকের বধেতে এত রক্তপাত হইল, যে রক্তের দ্বারা বাজার ভূমি প্লাবিত হইয়া জলের ন্যায় রক্ত স্রোত বহিল। এই রূপ নানা যুদ্ধের পরে তিনি রোমে গিয়া আর২ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়া ছয় হাজার আত্ম বিপক্ষকে মণ্ডলাকার এক স্থানে একত্র করিয়া সৈন্যদ্বারা নষ্ট করিলেন; বধসময়ে ছয় সহস্রের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ সিল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে এই কি শব্দ হয়? তিনি উত্তর করিলেন, যে কতক গুলি দুষ্ট জনের ধ্বনি; তাহারা আপন দোষের সমুচিত দণ্ড ভোগ করিতেছে। পরে প্রাণিহিংসারহিত এক দিবসও গেল না; এবং শেষেতে তিনি

বধ করিবার নিমিত্তে বধ্য লোকদের এত নাম লিখিলেন, যে তাহা শুনিলে সকলের হৃৎকম্প হয়। প্রধান ২ মনুষ্যকেও বধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তদীয় সন্তান গণকে দারিদ্র্য ও অপমান গ্রস্ত করিলেন।

কতক পুরুষ আপনাদের পত্নীর সাক্ষাতে হত হইল, ও কতক সন্তান আপনাদের মাতৃবক্ষস্থলে থাকিয়া হত হইল। প্রেনিস্তি নগরে বার হাজার লোক ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। সিল্লার এতাদৃশী নিষ্ঠুরতা কে বর্ণনা করিতে পারে? এই সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া রোমীয়দের কেমন নিস্তেজস্ব প্রকাশ হইল।

পাপ আত্মসদৃশ দণ্ড উৎপন্ন করে। সিল্লা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পান ভোজনজন্য তাবৎ সুখ ও তাবৎ উপভোগ জন্য সুখেতে আসক্ত হইলেন। তাহাতে শরীরের মধ্যে এক উৎকট রোগ উৎপন্ন হইল; কেননা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গেতে ক্ষুদ্র২ ব্রণ হইয়া তাহাতে কীট জন্মিয়া শরীরেতে চলিতে লাগিল। তিনি চিরপ্রধানকর্তৃপদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই কদর্য্য রোগ প্রযুক্ত তাহাহইতে বিরত হইয়া আপন গৃহেতে থাকিলেন। সেখানে তাঁহার এত দুঃখ হইল যে তাঁহার প্রাণ ধারণ করা ভার বোধ ছিল। তিনি এক দিবস ইরাণীয়ের পুত্র শাসনকর্ত্তাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলে এমত উচ্চৈঃ শব্দে ও ক্রোধেতে ঐ আজ্ঞা দিলেন, যে তাহাতে তাঁহার উদরস্থ এক ব্রণ স্ফাটিত হইলে কিঞ্চিৎ কাল যন্ত্রণাভোগ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

সিল্লা সেনাপতির এই উপদ্রবের দশ বৎসর পরে লূকুল্ল নামে এক সেনাপতি মিথ্রিদাতি নৃপতিকে জয় করিলেন। এই নৃপতির মৃত্যুর পরে পন্ত দেশ রোমের এক প্রদেশ হইল। প্রজা-

গণের প্রভুত্বসময়ে রোমীয়েরা বর্ষে২ দেশান্তর জয়দ্বারা মহাবিখ্যাত হইল।

৪১ এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

পম্পিও ক্রাস্স ও সিসার ও কাটিলিনের বিবরণ।

সিল্লার মৃত্যু কালে অন্য এক রোমীয় সেনাপতি বিখ্যাত হইতে লাগিলেন; তাঁহার নাম যুলিয় সিসার। তিনি সিল্লার জীবদ্দশাতে এক বার বিপক্ষ জয়ী হইলেন। সিল্লার মৃত্যুর পরে রোমীয় প্রধান২ সেনাপতিদের পরস্পর বিবাদে রোম নগর বড় উৎপাত গ্রস্ত হইল। পম্পি ও ক্রাস্স নামক দুই প্রধান সেনাপতির দুই প্রধান দল ছিল। সিসার সেনাপতি বিবেচনাদ্বারা কোনো দলাক্রান্ত না হইয়া উভয় সেনাপতির বিবাদ সমতা করিয়া তাঁহাদের সন্ধিবিধান করিলেন।

যে সময়ে পম্পি সেনাপতি দূরদেশস্থ হইয়া জয় করিতে ছিলেন, সেইকালে এক সাহসিক দুর্জনকর্তৃক রোম নগরপ্রায় নিপাত হইল। এই দুর্জ্জনের নাম সর্জীয় কাটিলিন্। সে পৌত্রিয় বংশীয় ছিল, ও নগরবিনাশদ্বারা স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি চাহিয়া রোমের রাজা হইতে বাঞ্ছা করিলেন। এব্যক্তি স্বয়ং অসার ও অধার্ম্মিক; তথাপি প্রধানকর্তৃপদ প্রাপ্তির চেষ্টা করিল; কিন্তু সুবক্তা সিসিরোকে ঐ পদ দত্ত হইলে, কাটিলিন নিরাশ হইয়া প্রকারান্তরে ঐ পদের ও গৌরবের চেষ্টা করিতে লাগিল; যেহেতু পদে নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে সিসিরোর প্রতি ঈর্ষা দ্বেষ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে মনস্থ করিলেন। তখন এই পরামর্শ স্থির হইল, যে দুই প্রধান যোদ্ধা সি-

সিরোকে বধ করিবে; তাহা নিষ্পন্ন হইলে কাশিয় সেনাপতি নগর দগ্ধ করিবে; পরে সিপ্তিগ সমস্ত লোককে বধ করিবে, ও কাটিলিন্ বিদেশীয় সৈন্য লইয়া রোম নগর অধিকার করিবে।

যেমন যুনানীগণের মধ্যে দিমস্তিনি অতি সুবক্তা ছিলেন, তেমন রোমীয়দের মধ্যে সিসিরো সুবক্তা বিখ্যাত হইলেন। তিনি সাতাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে বিচারসভার মধ্যে প্রথমে বাদি প্রতিবাদির পক্ষে নানা বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার সেই বাক্‌কৌশলদ্বারা দুষ্ট সিল্লা সেনাপতির হস্তহইতে রসীয় নামে এক প্রধান কৌতুককারী মুক্ত হইল। ঐ সিসিরো অতি সাবধান ও সতর্ক হইয়া কাটিলিনের ঐ দুষ্ট মন্ত্রণার অনুসন্ধান পাইলেন। ফল্‌বিয়া নামে এক স্ত্রী তাঁহাকে এই মন্ত্রণার কিঞ্চিৎ সম্বাদ দিল। ঐ স্ত্রীর বরও ঐ সকল বিশ্বাসঘাতিগণদের মধ্যে ছিল। অতএব তৎদ্বারা সকল মন্ত্রণা প্রকাশ হইল। তাহাতে কাটিলিন্ পলায়ন করিল, ও আর সকল দুষ্ট পরামর্শিরা ধরা পড়িয়া কারাগারে বদ্ধ থাকিল।

তৎপরে তাহাদের দণ্ড নিশ্চয় করণার্থে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। তাহাতে সিসার কিঞ্চিৎ দয়ালু হইয়া এই পরামর্শ দিলেন, যে তাহাদিগকে বধ না করিয়া যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত কারাগৃহে বদ্ধ রাখা উচিত; কেননা মৃত্যু হইলে লোকের দুঃখের শেষ হয়, কিন্তু কারাগারেতে চিরকাল বদ্ধ রাখিলে সমুচিত দণ্ড হয়। তাহাতে কাটো নামে এক প্রধান মানুষ অতি প্রখর ও নির্দয় ও অহঙ্কারী হইয়া তাহাদিগের বধের পরামর্শ দিলেন। সিসিরো তন্মতাবলম্বী হইলে ঐ সকল কুপরামর্শিরা কারাগারের মধ্যে গলা চাপিত হইয়া ক্রমেক্রমে মৃত হইল। দেখ, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে, যে সিসিরো প্রধান-

কর্তৃ পদপ্রাপ্তির নিমিত্তে স্বদেশের প্রতি প্রেম করিলেন; কিন্তু কাটো তাহাদের সদ্গুণের নিমিত্তে প্রেম করিলেন।

যে সময়েতে কাটিলিন্ নিজ বন্ধুবর্গের বধ সম্বাদ পাইলেন, তখন সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া আপনিন্ পর্ব্বত দিয়া গল দেশে প্রবেশ করিতেছিলেন। কিন্তু মিটিলু সেনাপতি তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়া অতিশীঘ্র তাঁহাকে ধরিল; তাহাতে ঐ স্থানে তাহাদের ঘোরতর ও রক্তপাতময় যুদ্ধ হইলে, কাটিলিন্ ও তাহার সমস্ত সৈন্য ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া মারা পড়িল। তখন রোম নগর সমস্ত উৎপাতহইতে রক্ষা পাইল।

শিসিরোর সুব্যবহারেতে ও দুষ্টের কুমন্ত্রণা প্রকাশ করাতে ও তাহাদের সমুচিত দণ্ড বিধানেতে তাঁহার প্রতি কাটো এমত সন্তুষ্ট হইলেন, যে স্বদেশের পিতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি করিলেন, ও সকল লোক আহ্লাদ পূর্ব্বক ঐ নাম গ্রাহ্য করিল। পম্পি সেনাপতি আশিয়াতে অনেক যুদ্ধ করিয়া জয়োল্লাসেতে রোম নগরে প্রবেশ করিলেন, ও অল্প দিনের মধ্যে সিসার ও ক্রাসের সহিত রাজ্যের প্রধান পদে নিযুক্ত হইলেন। পরে ক্রাস্ সিসার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাহাতে ঐ দুই প্রধান ব্যক্তির তুল্য পদ নিয়োগ ও কুটুম্বতা প্রযুক্ত বিশেষ সৌহার্দ্দ হইল।

ক্লোদীয় নামে এক পৈত্রিয় মানুষ সিসারের ভার্য্যা পম্পিয়ার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া নর্ত্তকীবেশে তাহার গৃহে গমনাগমন করিত; কিন্তু অতি শীঘ্র তাহার ধূর্ত্ততা প্রকাশ হইলে লম্পটের ন্যায় নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া ঐ গৃহহইতে দূরীকৃত হইল। দেখ, ধূর্ত্ততা কি গুপ্তা থাকে? তাহা কদাচ অপ্রকাশ থাকে না। এই গর্হিত কথা প্রকাশ হইলে কতক জন বলিল, যে যদি পম্পিয়া চঞ্চলা ও অনভিজ্ঞা না হইত, তবে কি ক্লো-

দীয় গুহ্য ও গর্হিত কর্ম্মে তাহার নিকটে যাইতে সাহস করিতে পারিত? এই দোষেতে সিসার আপন ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে যখন প্রধান২ মানুষেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি কেন আপন পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছ? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে সিসারের ভার্য্যা কেবল ধর্ম্মিষ্ঠা হয় অমহা নয়, কিন্তু ধর্ম্মিষ্ঠা রূপে খ্যাতা হওনের আবশ্যকত্ব হয়। সিসারের এই এক বাক্য সর্ব্বপ্রকারে মনোযোগের যোগ্য হয়।

সিসিরোর প্রতি সিসার অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গুণের দ্বেষ করিয়া তাঁহাকে দূর করণের দণ্ডাজ্ঞা পাইতে ঐ ক্লোদীয়কে উদ্যোগী করিলেন। তাহাতে সিসিরো য়ুনানী দেশে পলায়ন করিয়া য়ুনানীদের নিকটে প্রশংসা ও সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া সেখানে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিলেন। পরে পাম্পি তাঁহাকে তথাহইতে পুনর্ব্বার আনাইলেন, ও তাবৎ রোমীয়েরা আহ্লাদ ও সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিল। বিদেশস্থ হইয়া সিসিরো মহাদুঃখিত হইয়া আপন পত্নী তিরিস্তিয়ার ও বন্ধুগণের প্রতি যে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কেবল বিলাপেতে পরিপূর্ণ। তাঁহার সেই বিলাপপত্রপাঠ করিয়া অনেকে তাঁহার নিন্দা করে; কিন্তু উচিত কি অনুচিত রূপে বিলাপপত্র লিখিলেন তাহা বিবেচনাযোগ্য হয়।

৪২ দ্বাচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

সিসার ও ইংরেজ লোকদের পূর্ব্ব পুরুষের বিবরণ ।

সিসার নামে জয়শীল এক প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি অনেক বার গল ও হেল্‌বিতীয়া দেশ জয় করিলেন। ফ্রান্স ও ইটালির মধ্যস্থিত স্বিৎসর্লণ্ড নামে এক পর্ব্বতময় দেশ আছে, পূর্ব্বেতে ঐ দেশের নাম হেল্‌বিতীয়া ছিল। হেল্‌বিতীয়েরা পূর্ব্ব কালে আপনাদের সাহসিকতা ও ধীরতা প্রযুক্ত মহাবিখ্যাত ছিল, ও তদ্বংশীয় স্বিস্‌লোকেরা অদ্যাপি তদ্রূপে বিখ্যাত আছে। হেল্‌বিতীয় পুরুষদের বিক্রমেতে সিসার অতি সন্তুষ্ট হইয়া আপনার টীকা নামে পুস্তকে তাঁহাদের নানা প্রশংসা লিখিয়াছেন। তিনি হেল্‌বিতীয়া দেশ ত্যাগ করিয়া গল দেশ দিয়া ভ্রমণ করিতে২ সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া গল্‌ দেশীয় সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানহইতে ইংলণ্ড দেশকে দেখিয়া সমুদ্র পথে সেখানে যাত্রা করিলেন।

ঐ সময়ের পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশ সুপ্রসিদ্ধ ছিল না। তখন তদ্দেশের নামান্তর ছিল। এক নাম বৃতেন্‌ এই নামের অর্থ নীল বর্ণ; যেহেতু তৎকালে তদ্দেশনিবাসিরা আপনাদের সর্ব্বাঙ্গে নীল বর্ণ উল্কী ধারণ করিত। আর এক নাম আল্‌বিওন্‌ ইহার অর্থ শুক্ল বর্ণ; যেহেতু গল্‌ দেশের সমীপবর্ত্তি ঐ দেশীয় পর্ব্বতগণ শ্বেত বর্ণ খড়ীময়। যখন সিসার জাহাজহইতে নামিয়া স্থলপথে তথা যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন বৃতেন্‌ লোকেরা দুর্দান্ত ও সাহসিক রূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল; উভয় পক্ষের অনেক সৈন্য

বিনাশ ব্যতিরেকে তিনি তদ্দেশে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। পরে কষ্টেতে প্রবেশ করিয়া কেবল এক অংশ স্বাধীন করিলেন।

দেখ, পূর্ব্বাপেক্ষা ইদানীন্তনের বৃতেন্ লোকদের ব্যবহারের কত বিশেষ হইয়াছে! পূর্ব্বেতে তদ্দেশে প্রায় কৃষি কর্ম্ম ছিল না; এবং গৃহাদি কেবল মৃত্তিকা ও তৃণেতে নির্ম্মিত হইত। তাহাদের কেবল অর্দ্ধাঙ্গ পশুচর্ম্মাবৃত থাকিত। তাহাদের মৃগয়া মাত্র কর্ম্ম ছিল। যে যে পশু বধ করিত তাহার মাংসেতে উদর পোষণ ও তচ্চর্ম্মেতে পরিধান সম্পন্ন হইত।

তাহাদের ভাষা ও রীতি ও ধর্ম্ম নিকটস্থ গল নিবাসিদের ন্যায় ছিল। তাহারা লগুড় ও বর্শা ও ভয়ঙ্কর রথচক্রস্থ দীর্ঘ ছুরিকাবিশেষদ্বারা যুদ্ধ করিত। তাহারা দেবপূজক ছিল, ও তাহাদের পুরোহিত বর্গের নাম দ্রূইদ ছিল। তাহারা দেবতার উদ্দেশে নরবলি প্রদান করিত; ও তাহাদের স্ত্রীগণ কাল্পনিক ভবিষ্যদ্বাক্য কহিত; অতএব বোধ হয়, যে ইহাদের অপেক্ষা অব্যবস্থিত ও অসভ্য নীচ মানুষ আর কখন ছিল না। এই ক্ষণে আমেরিকা দেশেতে তাহাদের তুল্য কতক লোক আছে।

সিসারের আক্রমণসময়ে কাস্সিবিলন নামে বৃতেন দেশের রাজা ছিলেন। তিনি বহু কাল পর্য্যন্ত বিক্রান্ত ভাবে যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু শেষেতে পরাজিত হইয়া নিজ প্রজাবর্গের হিতার্থে কর প্রদান স্বীকার করিয়া সিসারের সহিত নিয়ম স্থির করিলেন। তাহার পরে প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ বৃতেন্ দেশ রোমীয়দের অধীন ছিল, ও তাহারা তদধিকারী হইয়া পরম সন্তুষ্ট ছিল।

ইটালি দেশে সিসার আগত হইয়া আত্মকর্ত্তৃক জয়বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া, গল ও উত্তর দেশের অধ্যক্ষতাপদ স্বীকার করিলেন। স্পেন দেশের অধ্যক্ষতাপদে পম্পি নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু রোম পরিত্যাগে অসম্মত হইয়া প্রতিনিধিদ্বারা তাহারি রাজত্ব করিলেন। ক্রাসস সিরিয়া দেশের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সংগ্রামে হত হইলে তাঁহার অধ্যক্ষতা পদ পম্পি ও সিসারের হস্তগত হইল। এই দুই প্রধান সেনাপতিদ্বারা অনেক উৎপাত উপস্থিত হইলেও রোম নগরে প্রজাগণের প্রভুত্ব দূর হইলে তদবধি ঐ দেশে রাজা নিরূপিত হইলেন।

ক্রাসসের মৃত্যুবিষয়ে তৎপুত্রের সুব্যবহারের কারণ বর্ণনা-যোগ্য এক বাক্য আছে ; কেননা সুক্রিয়া সদ্ব্যবহারের প্রস্তাব করণে সকলেই উল্লাসিত হয়। ক্রাসস সিরিয়া দেশে প্রায় জয়ী হইলেন, কিন্তু বোধ হয় যদি তিনি উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিতেন, তবে সর্ব্বত্র জয়ী হইতে পারিতেন। তাঁহার পুত্রের দলপুষ্টির নিমিত্তে এক সহস্র সৈন্য তন্নিকটে সিসার প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার পরেতে ক্রাসস পার্থীয় লোকের সহিত যুদ্ধ করিলেন, ও সেই যুদ্ধেতে ক্রাসসের পুত্র মহাপৌরুষ প্রকাশ করিলেন ; কেননা এক সময়ে তুমুল যুদ্ধেতে অনেক আঘাত প্রাপ্ত হইলেও স্বীয় সৈন্যগণ প্রায় নিঃশেষ হইলে তাঁহার দুই জন বন্ধু প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে পলায়ন করিতে তাঁহাকে বিনয় পূর্ব্বক পরামর্শ দিলেন; কিন্তু তোমরা আপনা-দিগকে রক্ষা কর, তিনি এই আজ্ঞা দিয়া কহিলেন। যে দেখ, আমার নিমিত্তে যুদ্ধেতে কত বীর পুরুষ প্রাণ ত্যাগ করিল ; অতএব আমি যুদ্ধের শঙ্কাতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না; এই বাক্য কহিয়া তিনি নিজ দাসকে আপনাকে বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

যুদ্ধের পরে পার্থীয় লোক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া এক বর্শার উপরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার পিতাকে দেখাইল; তদ্দর্শনে তৎপিতা মহা শোকার্ত্ত হইলেন, কিঞ্চিদ্বিলম্বে তিনিও তাহাদের কর্তৃক হত হইলেন। এই পার্থীয় লোক তীর শিক্ষাতে বড় তৎপর ছিল, ও অশ্বারূঢ় হইয়া দৌড় করিতে ২ পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া তীরদ্বারা শত্রুগণকে মারিতে পারিত। এই কারণ দুর্জয় পার্থীয় সৈন্যকে প্রায় কেহ জয় করিতে পারিত না।

---

৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তমাধ্যায়।

ফার্সালিয়া নগরে সিসার ও পম্পি সেনাপতির যুদ্ধবিবরণ।

সিসারের এই এক প্রসিদ্ধ বাক্য ছিল, যে রুবিকন্ নদী পার হইয়াছি, অতএব আমাকে অগ্রে গমন করিতে হয়। তিনি কি অভিপ্রায়ে এই বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা এখন লেখা যাইতেছে। তাহাতে সকলে জানিবেন, যে ঐ বাক্য দুঃসাধ্য ও অনুচিত বিষয়ে প্রবৃত্ত মানুষের সাহসোক্তি।

পূর্ব্বেতে ক্রাস্সের মৃত্যু হইয়াছিল। সিসার গল দেশে ও পম্পি রোম নগরে ছিলেন। অতি উচ্চ পদ পাইবার ও রোমের অদ্বিতীয় রাজা হইবার জন্যে সিসারের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। তন্নিমিত্তে স্বীয়পদ সমর্পণ করিয়া পম্পিকে তাহার পদ প্রত্যর্পণ করিতে সিসার প্রার্থনা করিলেন। সেই কারণ উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে সিসার সেনাপতি সসৈন্য হইয়া ইটালি দেশে ফিরিয়া যাইতে এবং তাহা বলেতে স্বাধীন করিতে উদ্যত হইলেন। যুলিয়া নামে সিসারের দুহিতা পম্পির ভার্য্যা ছিলেন, তৎকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

এই স্ত্রী জীবদ্দশাতে আপন পিতা ও পতির উপস্থিত বিবাদ শান্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদ্রূপ কোমল ও শান্তিকারক মধুর বাক্যের অভাব প্রযুক্ত এই শ্বশুর জামাতার সেই বিবাদ পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

রোমের মন্ত্রিগণ সিসারের অভিপ্রায় বুঝিয়া এই এক ব্যবস্থা নিরূপণ করিলেন, যে যদি আমাদিগের আজ্ঞা ব্যতিরেক কোন সেনাপতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রুবিকন্ নদী পার হয়, তবে সে উপদ্রবী ও বিশ্বাসঘাতীরূপে গণিত হইবে। ঐ নদী ইটালি ও গল দেশের মধ্যবর্ত্তিনী, তদ্দ্বারা ঐ উভয় দেশ বিভিন্ন হইয়াছে। গল দেশে থাকিয়া সিসার মন্ত্রিগণের নিরূপিত ব্যবস্থা শ্রবণ করিয়া নিজ সৈন্যগণের প্রতি প্রণয় পূর্ব্বক অন্যায় ঐ ব্যবস্থাবিষয়ক বাক্য কহিলেন; তাহাতে সমস্ত সৈন্যগণ তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া কহিল, যে হে মহাশয়, আপনি যেখানে গমন করিতে ইচ্ছা করিবেন, সেখানে আমরা পশ্চাদ্গামী হইব। তখন তিনি অগ্রসর হইয়া ইটালির দিকে যাত্রা করিলেন, তাহাতে এক দিবস প্রাতঃকালে সসৈন্য হইয়া তিনি রুবিকন্ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন।

সে স্থানে উপস্থিত হইয়া এবং কিঞ্চিৎকাল আপনার সাহসিক ও সভয় কর্ম্মেতে চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন নীরব ও বিমর্শ হইয়া কেবল নদীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া মনেতে ভাবিলেন, যে আমি যদি সসৈন্য হইয়া রোমে গমন করি, তবে না জানি কত বিপদ হইবে? পরে চক্ষু উঠাইয়া পার্শ্বস্থ এক সেনাপতির দিকে ফিরিয়া কহিলেন, যে আমি যদি এই নদী পার হই, তবে কত বিপদের মূলীভূত হইব; যদ্যপি পার না হই, তবে নিতান্ত বিনষ্ট হইব, এই বাক্য

কহিয়া তিনি নিজ তুরঙ্গকে কশাঘাত করিয়া নদীতে ঝম্প দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যে আমি পাশা ফেলিলাম, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, যে ব্যবস্থাতিক্রম করিয়া আমি নদী উত্তীর্ণ হইলাম; অতএব দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে আমার অগ্রে গমন উচিত হয়।

পরে সকলে উত্তীর্ণ হইয়া রোম নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে রোম নিবাসিরা মহাশঙ্কাকুল হইল। বৃতেন্ দেশের জয়কারির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ না হইয়া পম্পি ত্রাসযুক্ত হইয়া কাপুয়া নগরে পলায়ন করিলেন। সিসার জয়শ্রীতে উল্লাসিত হইয়া রোমেতে প্রবেশ করিলেন। পরে পম্পির বিরুদ্ধে তথায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

পম্পি তাঁহার আগমন সম্বাদ পাইয়া য়ুনানী দেশে পলায়ন করিয়া মাকিদোনীয়া দেশস্থ ফার্সালিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন। পরে সেখানে সিসার উপস্থিত হইলে এক তুমুল যুদ্ধ হইল, তাহাতে সিসার জয়যুক্ত হইলেন। পম্পি পরাভূত হইয়া তথাহইতে পলায়ন করিলেন। য়ুনানী দেশে তাঁহার অনুসন্ধানে সিসার ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস তদনুসন্ধানে সিসার এক নৌকাতে আরোহণ করিলেন; তখন প্রচণ্ড বায়ু উপস্থিত হইলে দাঁড়ি লোকেরা তরঙ্গ দেখিয়া আতঙ্কেতে হতজ্ঞান হইয়া আপন২ দাড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরণ নিশ্চয় করিল। তাহাতে দাসের ন্যায় কুবস্ত্রধারী সিসার আপন সৈন্যগণের নিকটে যাইতে ত্বরাবান্ হইয়া আপন নাম প্রকাশ পূর্ব্বক দাঁড়ীদিগকে কহিলেন, যে তোমরা কিছু ভয় করিও না, কেননা সিসার ও তাঁহার সৌভাগ্য এই নৌকাতে বিদ্যমান আছে। তখন ঐ বাক্যেতে দাঁড়িগণ হৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বল করিয়া দাঁড় বাহিতে

লাগিল। তাহাতে অতিশীঘ্র তীরে উঠিয়া সিসার আপন হৃষ্ট পুষ্ট সৈন্যগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

ঐ পূর্ব্বের তুমুল যুদ্ধেতে পম্পি সেনার মধ্যে অজেয় হর্কুলি এই মঙ্গল ধ্বনি হইয়াছিল। সিসারের সৈন্যমধ্যে জয়যুক্ত বিনস এই মঙ্গলধ্বনি হইয়াছিল। সিসার জয়যুক্ত হইয়াও স্বদেশীয় বিপক্ষ পক্ষের বহুতর মৃত সৈন্য রণভূমিতে পতিত দেখিয়া নিজ সৈন্যের প্রতি বিলাপ পূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে কহিলেন, যে হায় ২! তাহাদিগের কি এই মনে ছিল!

পম্পির শিবিরের মধ্যে গিয়া সিসার অনেক ধন প্রাপ্ত হইলেন; কেননা পম্পি পরাভূত হইয়া তথাহইতে শীঘ্র পলায়ন করিয়াছিলেন; এবং আপন ধন সম্পত্তি ও সৈন্যের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করিয়া লেসব নামে উপদ্বীপে কর্ণিলিয়া নামক নিজ ভার্য্যার নিকটে গমন করিলেন। সেখানে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদের উভয়ের মহাদুঃখ উপস্থিত হইল। কর্ণিলিয়া রোদন করিয়া তাঁহার ক্রোড়েতে পড়িলেন, পম্পি নীরবেতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ঐ উপদ্বীপ নিবাসিরা পম্পিকে আশ্রয় দিয়া রাখিতে উদ্যত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার না করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, যে তোমরা জয়শীল সিসার সহিত মিলন করিয়া আপনাদের প্রাণ রক্ষা কর; সিসার আমার বিপক্ষ বটে, তথাপি তিনি দয়ালু ও শরণাগত রক্ষক।

পরে পম্পি তথাহইতে স্ত্রীর সহিত প্রস্থান করিয়া রোদীয় লোকদের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তাহারা স্বীকার না করিলে তিনি মিসর দেশের নৃপতি তলমির নিকটে গিয়া শরণাপন্ন হইলেন। তখন ঐ রাজা যুবা পুরুষ ছিলেন, ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ঐ বিপদ্গ্রস্ত পম্পির প্রতি মহা বিরূপ

হইল। পরে তাহারা তাঁহাকে আনয়ন তদর্থে তাঁহার জাহাজের নিকটে এক নৌকা প্রেরণ করিলে তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া তীরেরদিগে গমন করিলেন। ঐ সময়েতে তাঁহার পত্নী জাহাজে থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। যখন তিনি তীর প্রাপ্ত হইয়া নিজ আসনহইতে উঠিয়া এক বিশ্বস্ত দাসকে অবলম্বন করিয়া তট ভূমিতে উঠিলেন, ঐ সময়েতে মন্ত্রিগণ প্রেরিত কএক দুষ্ট জন পশ্চাদ্ভাগে গিয়া খড়্গাঘাতে তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিল। তাহা দেখিয়া তাঁহার পত্নী চিৎকার ধ্বনি করিয়া মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। পম্পি খড়্গপ্রহার প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় করিলেন, যে আমার মৃত্যু উপস্থিত; অতএব তাহাদিগকে কোন রূপে বাক্য না কহিয়াও হাহাকার বিলাপ না করিয়া স্বীয় বস্ত্রেতে মস্তক বেষ্টন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে ঐ দুষ্ট লোকেরা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া মৃত শরীর তীরেতে নিঃক্ষেপ করিল। তখন ঐ বিশ্বস্ত দাস এক চিতা প্রস্তুত করিয়া ঐ শব আনিয়া দগ্ধ করিল। পরে ঐ স্থানেতে এক ক্ষুদ্র স্তম্ভ প্রস্তুত হইলে তাহাতে এই লিখিত হইল, যে যিনি দেবতার ন্যায় মন্দিরের যোগ্য মানুষ ছিলেন, তাঁহার স্মরণার্থে প্রায় এক ক্ষুদ্র স্তম্ভও হইল না। তাঁহার পত্নী কর্ণিলিয়া হত না হইয়া ভর্ত্তৃচিতার ভস্ম লইয়া স্ব দেশে গমন করিলেন। উনষাটি বৎসর বয়স্ক হইয়া পম্পি আপন জন্ম দিবসে মরিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সিসার অদ্বিতীয় রাজার ন্যায় হইলেন।

---

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

ব্রুত ও কাটোর বিবরণ ।

যে ধার্ম্মিক যুলীয় ব্রুত সুন্যায়তদর্থে আপনার দুই পুত্রের বধ স্বীকার করিলেন, তাঁহার বংশীয় এক ব্যক্তি মার্ক ব্রুত ছিলেন ; তিনি আপন পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় অনধীনতা ভাল বাসিতেন, ও যেমন ফোকিওন্ নামে এক ব্যক্তি যুনানী লোকদের মধ্যে শেষ যুনানী রূপে বিখ্যাত হইলেন, তেমন মার্ক ব্রুত রোমি লোকদের মধ্যে শেষ রোমীয় রূপে বিখ্যাত হইলেন। এই দুই প্রধান মনুষ্যের মৃত্যুর পরে রোম ও যুনানী দেশ আর অনধীন থাকিল না।

যে সময়েতে ফিলিপ্ ও সেকন্দর যুনানী দেশকে দমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে আথিনী লোককর্ত্তৃক ফোকিওন্ বিষ পানদ্বারা হত হইলেন ; ও ব্রুতের মৃত্যুর পরে রোম নগর সিসারের অধীন ছিল। যুবা সময়ে ব্রুত কাটো সেনাপতির অধীন ছিলেন। যখন সিসার ও পম্পি যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ব্রুত পাম্পির পক্ষীয় ছিলেন। যদ্যপি তাঁহার পিতৃহন্তা হইয়া পম্পি অনেক অনিষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তথাপি পম্পি অপেক্ষা সিসারকে স্বদেশীয় শত্রু বোধ করিয়া পম্পির প্রতি দ্বেষভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষীয় হইয়াছিলেন।

ফার্সালিয়ার যুদ্ধ ও পম্পির মৃত্যুর পরে সিসার ব্রুতকে গ্রহণ করিয়া অনেক অনুগ্রহ ও বিশ্বাস পূর্ব্বক তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি কাস্সিয়কে ও অন্য এক রোমি ব্যক্তিকে মিত্রতা ভাবে অনুগ্রহ করিলেন। কাটো ঐ উভয়ের

মিত্র ছিলেন। এই তিন জন সময়ানুসারে সিসারের মহা দ্বেষ্টা হইল।

যখন কাটোর বন্ধুগণ সৈন্যের মধ্যে এক প্রধান পদ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বিনয় পূর্ব্বক কহিল, তখন তিনি অস্বীকার করিয়া কহিলেন, যে আমি তাদৃশ সম্ভ্রমপ্রাপ্তির কোন কর্ম্ম করি নাই। যখন তাহার এক বন্ধু ব্যক্তি কহিলেন, যে হে কাটো, তোমার তুষ্ণীংভাবেতে সর্ব্বজন অসন্তুষ্ট আছে, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে হে মিত্র, যদি আমার আচরণেতে অসন্তুষ্ট না হয়, তবে তাহাতে চিন্তা নাই। যখন আমি যোগ্য হইব তখন অবশ্য কহিব।

কাটো বোধ করিলেন, যে স্বদেশীয় পুরুষেরা মহা সুখভোগী ও কদাচারী; এই কারণ তাহাদের আচরণ পরিত্যাগ করিয়া পরিমিত আচরণ ও সরল ব্যবহারের এক দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া তাহাদিগকে আপনাকে দেখাইলেন। তাঁহার বস্ত্রসামান্য রূপ ও তাঁহার আহার অতি পরিমিত। তিনি সত্যবাদী সত্যনিষ্ঠ এমন ছিলেন, যে নগরের মধ্যে সর্ব্বদা এই কথিত হইত, যে এই বিষয় নিতান্ত সত্য, যে হেতু কাটো আপনি কহিয়াছেন; এবং কাটো না কহিলে আমি বিশ্বাস করিব না। দেখ, সত্য বাক্যের সদৃশ আর কোন ধর্ম্ম জগতে মান্য নয়; এবং সত্যের তুল্য আর সুসাধ্য ধর্ম্ম নাই; কেননা সকলেই সত্য বাক্য কহিতে পারে। তবে না কহে কেন?

যখন সিসারের ত্রাসেতে পাম্পি য়ুনানী দেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত কাটো গিয়াছিলেন; এবং এক দুর্জ্জয় স্বল্প দলের অধ্যক্ষ হইয়া পাম্পির পশ্চাৎ মিসর দেশেতে গেলেন। মিসর দেশেতে উপস্থিত হইয়া তথা

ম্পীর মৃত্যুসম্বাদ শুনিয়া আফ্রিকাতে ভগ্ন কার্থাজ নগরের নিকটবর্ত্তি উটিকা নামে এক নগরে বসতি করিয়া সিসারের আগমনের অপেক্ষাতে থাকিলেন। তখন তাঁহার মিত্রগণ দূরে পলায়ন করিতে তাঁহাকে অনেক প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাহা না মানিয়া মৌনভাবেতে সেখানে থাকিলেন। তিনি এই অনুমান করিলেন, যে রোমের স্বাধীনতা বিনাশ হইয়াছে ; অতএব আমার আর জীবনেতে প্রয়োজন নাই।

তৎকালে রোমীয়েরা মেজের চতুর্দ্দিকে স্থিত খট্টাতে শয়ন করিয়া ভোজন পান করিত, কিন্তু কাটো ফার্সালিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বে নিদ্রাকাল ব্যতিরেকে অন্য সময়ে শয়ন করিতেন না। যখন তিনি সম্বাদ পাইলেন, যে সিসার উটিকা নগরে আসিতেছেন, তখন আপনার বন্ধুগণের নিমিত্তে এক রাত্রি ভোজের আয়োজন করিলেন। ঐ ভোজনসময়েতে তিনি তাহাদের সহিত ইষ্ট ও প্রেমালাপ করিলেন; কিন্তু তাহাদের ন্যায় ভোজনকালে শয়ন না করিয়া বসিয়া থাকিলেন। ভোজনাবসানে বন্ধুদিগকে বিদায় করিয়া আপন কুঠুরীতে গিয়া অতি স্নেহেতে আপন পুত্রের মুখচুম্বন ও আলিঙ্গন করিলেন। পরে খট্টাতে শয়ন করিয়া এক পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু পাঠ কালে স্বস্থানে নিজ খড়্গ না দেখিয়া এক ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহা আনিতে কহিলেন।

কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তদীয় পুত্র পিতার বিমর্ষ বদন ও মৃদুভাবদ্বারা অনুমান করিয়াছিলেন, যে আমার পিতা আত্মঘাতী হইতে মনস্থ করিয়াছেন। এই কারণ তিনি পিতার খড়্গ লইয়া গৃহান্তরে সংগোপনে রাখিয়াছিলেন। যখন পুত্র

দাসের প্রতি পিতার আজ্ঞা শুনিলেন, তখন পিতার নিকটে গিয়া খড়্গের বিষয়ে চিন্তা না করিতে ও ক্ষান্ত থাকিতে মিনতি করিলেন। তাহাতে কাটো ক্রোধ পূর্ব্বক কহিলেন; যে মৃত্যুর কেবল কি একই উপায়? অদ্য আমার খড়্গ শীঘ্র আনয়ন কর। পুত্র তাহা শুনিয়া ত্রাসেতে ও শোকেতে কাতর হইয়া বহির্নির্গত হইয়া এক ক্ষুদ্র বালকের হস্তে দিয়া খড়্গ পাঠাইয়া দিলেন। কাটো তাহা লইয়া কোষহইতে বাহির করিয়া দেদীপ্যমান তীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিয়া কহিলেন, যে এখন আমি আপনার প্রভু বটি। দেখ, ইহাতে কাটোর কেমন ভ্রান্তি; কেননা ঈশ্বরের উদ্দেশে ও প্রতিবাসিগণের হিতার্থে নানা প্রকার কর্ম্ম করিতে আমাদিগের প্রাণ দত্ত হইয়াছে; এবং যে ব্যক্তি ক্রোধেতে কিম্বা ত্রাসেতে আত্ম প্রাণ নষ্ট করে সে অতি কাপুরুষ। দুঃখ সহিষ্ণুতাতে ও ধৈর্য্যেতে পুরুষের সত্য পুরুষত্ব প্রকাশ হয়। প্রাতঃকালে কাটোর কুঠুরীতে এক মহাশব্দ হইল, তাহা শুনিয়া তাঁহার পুত্র ধাবমান হইয়া গেলেন, ও তিনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহা দেখিলেন, যে পিতা বক্ষস্থলে খড়্গাঘাত করিয়া রক্তাক্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছেন। তদ্রূপ দেখিয়া পিতার বক্ষস্থলস্থ ক্ষত বস্ত্রেতে রুদ্ধ করিলেন; কিন্তু কাটো সেই পটী ছিঁড়িয়া নিঃক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

পরে কাটোর মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া সিসার কহিলেন, যে হে কাটো, তুমি আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতে আমার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিলা, তন্নিমিত্তে আমিও তোমার প্রতি মরণের ঈর্ষা করি। পর্শীয়া নামে কাটোর কন্যা ব্রুতের ভার্য্যা ছিলেন, তিনি এতাদৃশ পিতার ও তাদৃশ স্বামির যোগ্যা ছিলেন।

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।
যুলীয় সিসারের শেষ বিবরণ।

যুলীয় সিসার কেবল প্রধান সেনাপতি তাহা নয়, কিন্তু প্রধান সদ্বক্তাও ছিলেন। তদপেক্ষা কেবল সিসিরো উত্তম সদ্বক্তা ছিলেন। সিসার এক পুস্তকে স্বীয় যুদ্ধ বিবরণ লিখিয়াছেন; সেই পুস্তকের নাম সিসারের টীকা। তিনি পূর্ব্ব কৃত পঞ্জিকার অশুদ্ধ পরিশোধ করিলেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যাবত্তা প্রকাশ হইল। যে হেতু পূর্ব্ব কালীন পঞ্জিকাতে প্রথমাবধি সময় নিরূপণে মাসত্রয়ের ভ্রম হইয়াছিল। সিসার অগ্রেতে ঐ ভ্রান্তি নিশ্চয় করিয়া অনেক যত্নেতে পরিশোধ করিলেন। পূর্ব্বেতে চন্দ্রদ্বারা মাস সম্বৎসর গণিত হইত, কিন্তু সিসারকর্ত্তৃক তদবধি পৃথিবী সূর্য্যের পরিভ্রমণদ্বারা মাস সম্বৎসর গণনা হইতেছে।

কাটোর মৃত্যুর পূর্ব্বেতে সিসার পম্পিকে ধরিবার নিমিত্তে মিসর দেশে গিয়া ক্লিওপাত্রাকে দেখিতে পাইলেন। ক্লিওপাত্রা তলমির ভগনী ছিলেন, ছলক্রমে সিসারের সহিত সাক্ষাত করিলেন; যে হেতু, এক বৃহৎ দুলিচাসনের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া গুটান আসনের ন্যায় রাজধানীতে সিসারের নিকটে নীতা হইলেন। ঐ দুলিচা খোলা গেলে সিসার দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যেতে ও কোমলালাপেতে মুগ্ধ হইয়া প্রেমাসক্ত হইলেন। তাহার পরে ঐ সুন্দরীর ভ্রাতা তলমির আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না; তাহাতে বোধ হয় যে রাণী হইবার আশাতে ঐ ভগিনী তাহাকে বধ করাইলেন।

কিছু দিন পরে স্ব সৈন্যের সহিত সিসার তথাহইতে প্রস্থান করিয়া আশিয়াতে এক যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলেন।

ঐ যুদ্ধেতে যে অল্পায়াসে জয়যুক্ত হইলেন, তাহা বন্ধু- বর্গের নিকটে তিন কথাতে সম্বাদ লিখিলেন। সেই তিন কথা এই, যে আইলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম। উটিকা নগর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সিসার করিন্থ ও কার্থাজ নগরকে পুনর্ব্বার পত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই দুই নগরের এক সময়ে নাশ ও এক সময়ে পুনঃ পত্তন হইল।

সিসার রোমের সমীপে গিয়া জয়োল্লাসেতে নগর প্রবেশ করিলেন। তৎকালে উচ্চপদেতে চতুর্থবার নিযুক্ত হইলেন। পরে পম্পির পুত্রেরা স্পেন দেশে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিসারের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। যুদ্ধ কালেতে সিসার প্রায় পরাস্ত হইলেন, কিন্তু পলায়ন করিবার পূর্ব্বেতে আপন সৈন্য- গণকে এই কথা কহিলেন, যে তোমরা কি আপনাদের সেনা- পতিকে বালকগণের হস্তে সমর্পণ করিবা? ইহা শুনিয়া সৈন্যেরা মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া সেই যুদ্ধেতে জয়ী হইল। যুদ্ধাবসানে সিসার নিজ বন্ধুগণকে কহিলেন, যে আমি অনেক বার জয়ের নিমিত্তে যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে প্রাণের নিমিত্তে কখন যুদ্ধ করি নাই। এই সিসারের শেষ যুদ্ধ হইয়াছিল; তৎকালে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদে নিযুক্ত ছি- লেন। তথাপি স্ব দেশীয় সৈন্যের প্রতি ও বিপদগ্রস্ত পম্পির বিক্রমশালি পুত্রগণের প্রতি তাঁহাকে জয় যুক্ত দেখিয়া অনেকে মহাদুঃখিত হইল।

সিসারকে উচিত সম্ভ্রম দিতে সিসিরো মন্ত্রিগণকে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু অন্য মন্ত্রী তখন সিসারের অতিশয় প্রশংসা করিলেন। রোম নগরে পম্পির স্মরণার্থে যে পূর্ব্বকৃত মহাস্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার প্রস্তুত করিতে সিসার আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে সিসিরো এক উত্তম বাক্য কহিলেন, যে

সিসার পাম্পির ভগ্ন স্তম্ভ প্রস্তুত করণে আপনার শেষ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন ; কেননা মহাত্মা ব্যক্তির এই স্বভাব, যে আপন বিপক্ষগণেরও গুণের প্রকাশ করেন।

উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রায় অনেকে ঈর্ষা দ্বেষ করে। সিসারের অনেক বিপক্ষ ছিল, ও তাঁহার বন্ধুগণ রক্ষার্থে তাঁহার নিকটে থাকিতে চাহিল; কিন্তু তিনি স্বীকার না করিয়া কহিলেন, যে বরং মৃত্যু ভাল, সর্ব্বদা সভয় জীবন ভাল নয়।

মার্ক আন্তোনি নামে সিসারের এক বন্ধু মন্ত্রণাগৃহের মধ্যে তাঁহাকে এক মুকুট দিতে পরামর্শ করিলেন। তাহা শুনিয়া অনেকে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিল ; কিন্তু সিসার তাহা গ্রহণ না করিলে সকলেই তাঁহার মহা প্রশংসা করিল। এই মুকুটের বৃত্তান্তদ্বারা সিসার সর্ব্ব জনের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজা হইতে স্বীকার করিলেন না।

সিসারকে বধ করিবার নিমিত্তে এক উপায় স্থির হইয়াছিল। মার্চ্চ মাসের পঞ্চদশ দিবসে সেই উপায় সম্পূর্ণ হইল। সময়ানুসারে পাম্পির স্তম্ভের নিকটস্থ এক স্থানে মন্ত্রিগণ একত্র হইলে সিসার তাঁহাদের মধ্যে আগত হইলে ঐ মন্ত্রিগণ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিয়া খড়্গাঘাতে তাঁহাকে সংহার করিল। কাস্কা নামে এক মন্ত্রী তাঁহাকে প্রথম খড়্গাঘাত করিল, পরে কাশীয় প্রভৃতি মন্ত্রিগণ প্রহার করিল।

তৎকালে চতুঃপার্শ্ব অবলোকন করিয়া তিনি কেবল তীক্ষ্ণ ও দীপ্তিমৎ খড়্গধারি পুরুষগণকে দেখিলেন, ও তাহাদের মধ্যে ব্রুতকে দেখিয়া কহিলেন, যে হে ব্রুত, তুমিও ইহাতে আছ? তখন সিসার নিজ বস্ত্রেতে মুখাচ্ছাদন করিয়া ভূমিতে পড়িলেন, ও তেইশ বার খড়্গাঘাত পাইয়া পাম্পির স্তম্ভ নিকটে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

পরে ঐ বিশ্বাসঘাতি দুষ্ট মন্ত্রিরা দেশান্তরে পলায়ন করিল, কিন্তু ঐ দুষ্ক্রিয়ার ফলেতে প্রত্যেক জনের অপঘাত মৃত্যু হইলে তাহাদের মধ্যে ব্রুত ও কয়েক জন মন্ত্রি স্ব দেশের উপকার বাঞ্ছাতে তাঁহাকে প্রহার করিলেন, কিন্তু অন্য মন্ত্রিরা কেবল আপন ২ দুঃস্বভাব প্রযুক্ত হওয়া তদর্থে ঐ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহা যাহা হউক, কিন্তু সকলেই কুকর্ম্ম করিল।

---

৪৬ ষট্ চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অক্তাবিয় ও আন্তোনি ও লেপিদ প্রভৃতির বিবরণ।

যুলীয় সিসারের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র যে উত্তরাধিকারি অক্তাবিয়, তিনি রোম নগরে আসিয়া লোকদের অনুগত হইয়া আপন পিতৃব্যেরপদ প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মার্ক আন্তোনি রাজ্যাধ্যক্ষ হইয়া বিশ্বাসঘাতিগণকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে মনন করিলেন, কিন্তু সিসিরো সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। প্রথমেতে আন্তোনি অক্তাবিয়ের বিপক্ষ ছিলেন, কিন্তু নগর নিবাসিরা তাঁহাকে ভাল বাসিল, ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহার সহিত মিলন পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব করিতে স্বীকার করিলেন।

পরে অক্তাবিয় ও আন্তোনি ও লেপিদ এই তিন জন প্রধান পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মিলনের পূর্ব্বে পরস্পরের তুষ্টিজন্মাইবার নিমিত্তে প্রত্যেক জন আপন২ প্রিয় মিত্রগণকে বধ করাইবার স্বীকার করিলেন। তাহাতে আন্তোনি আপন পিতৃব্যকে ও লেপিদ আত্মভ্রাতাকে ও অক্তাবিয় স্বীয় মিত্র সুবক্তা সিসিরোকে বধ করাইবার স্বীকার করিলেন। পরে যেমন মারিয় ও সিল্লার সময়ে তেমন এক ক্রূরতর সাধারণ অনি-

য়ম উপপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই তিন দুর্দ্দান্তকে তুষ্ট করিবার জন্যে তিন শত মন্ত্রী ও তিন হাজার প্রধান পুরুষ নষ্ট হইল।

এই কুপরামর্শেতে সিসিরো ছিলেন না; তিনি অক্তাবিয়ের প্রিয় মিত্র ছিলেন; কিন্তু আন্তোনি তাঁহাকে অতি অবজ্ঞা করিত, ঐ আন্তোনিকে তুষ্ট করিবার জন্যে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল। দেখ, অক্তাবিয়ের কেমন মিত্রতা যে রাজ্যলোভেতে নিজ মিত্রকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করিল! অতএব মিত্রঘাতির অপেক্ষা অধিক পাপী কে আছে? ও এতাদৃশ পাপের কি রূপে নিস্কৃতি হইতে পারে।

সিসিরো আন্তোনির দ্বেষ ভাব অবগত হইয়া আথিনী নগরে গিয়া গ্রীষ্ম কাল যাপন করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু সেখানে কিছু দিন থাকিয়া আন্তোনির দ্বেষ ভাব দূর হইয়াছে এমত সম্বাদ পাইয়া পুনর্ব্বার স্ব দেশে আগমন করিলেন। পরে তিনি অক্তাবিয়ের হিতার্থে অনেক কর্ম্ম করিলেন, ও সেই ২ উপকার কর্ম্মেতে তাঁহার পিতা রূপে খ্যাত হইলেন।

তৎপরে তিনি গ্রামের নিজ বাটীতে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত ঐ উপপ্লবের সমাচার শুনিয়া মাকিদোনিয়া দেশস্থ ব্রুতের শরণাপন্ন হইতে নিশ্চয় করিলেন। তৎ প্রযুক্ত তিনি ও কুইন্ত নামে তাঁহার ভ্রাতা সেই দেশে পলায়ন কালে এক সুখাসনেতে আরোহণ করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সম্বল লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পথের মধ্যেই তাঁহাদের নানা চিন্তা ও মনোদুঃখ হইল; কেননা যে মিত্রের নিমিত্তে তাঁহারা প্রাণপণ করিয়া উপকার করিয়াছিলেন সেই মিত্রের বিশ্বাসঘাতিকতাতে দেশহইতে দূরীকৃত হইলেন। পথের মধ্যেই বিবেচনা করিয়া ঐ কুইন্ত আর কিঞ্চিৎ ধন আনিতে

বাটীতে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। প্রত্যাগমন কালে বিপক্ষ প্রেরিত নানা দুর্জ্জনদ্বারা ধরা পড়িয়া সেই স্থানে হত হইলেন।

দেখ, রোমীয়দের এই রূপ দৌরাত্ম্য ও অন্যায় কর্ম্ম শুনিয়া আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়! যদি প্রামাণিক বিশ্বস্ত লোকদেরহইতে আমরা এই কথা না পাইতাম, তবে আমাদের কদাচ বিশ্বাস হইত না। যে হেতু দেখ, ইংরেজের রাজ্যেতে অত্যুৎকট অপরাধ করিলেই মনুষ্যের প্রাণ দণ্ড হয়; কিন্তু অনেক বিবেচনা ও পুনঃপুনর্বিচার ব্যতিরেকে তাহা হইতে পারে না।

পরে সিসিরোর ভৃত্যেরা তাঁহাকে এক নৌকাতে উঠাইল; কিন্তু শূন্যেতে উড্ডীয়মান কতকগুলি পক্ষিকে দেখিয়া তিনি আপন অমঙ্গল বোধ করিয়া পুনর্ব্বার তীরেতে উঠিলেন। দেখ, এক অমঙ্গল শঙ্কাতে কত সহস্র মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটিল। তিনি তটে উপস্থিত হইলে তাঁহার ভৃত্যেরা পুনর্ব্বার নৌকাতে উঠিতে মিনতি করিল; কিন্তু সুখাসনে উঠিবার সময়েতে তাঁহার ভ্রাতৃহন্তারা ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। সিসিরো তাহাদিগকে দেখিয়া সুখাসন নামাইতে বাহকগণকে আজ্ঞা করিয়া নিজ চিবুকে দক্ষিণ পাণি রাখিয়া এক দৃষ্টে ঐ হন্তাদিগের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ক্ষীণ শরীর ও মুখমালিন্য দেখিয়াও উপস্থিত মৃত্যু নির্ণয় করিয়া ভৃত্যেরা হাহাকার পূর্ব্বক রোদন করিল। পরে সিসিরো আপন গলা বিস্তার করিলে প্রধান হন্তা এক খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। পরে তাঁহার হস্তদ্বয়ও ছেদন করিল ও আন্তোনির আজ্ঞাক্রমে সেই ছিন্ন মস্তক ও হস্তদ্বয় লইয়া যে গৃহেতে সিসিরো পুনঃ২ বক্তৃতা প্রকাশ করিতেন, সেই গৃহের

প্রকাশ স্থানে তাহা টাঙ্গাইল। তাহা দেখিয়া সকলে বলিল, যে এই সিসিরোর প্রকাশিত মস্তকদ্বারা আন্তোনির অন্তঃকরণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

---

৪৭ সপ্ত চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ফিলিপি নগরে যুদ্ধ ও ব্রুতের মৃত্যুর বিবরণ।

ব্রুতের বাঞ্ছা হইল যে আপন দেশ অন্যের অধীন যেন না হইয়া স্বাধীন থাকে, তন্নিমিত্তে তিনি সিসারের বধেতে সহায়তা করিয়াছিলেন। পরে অক্তাবিয় ও আন্তোনি ও লেপিদকে দূর করিবার জন্যে তিনি য়ুনানী দেশস্থ কাস্সিয় সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন।

অক্তাবিয় ও আন্তোনি ঐ সমাচার পাইয়া সসৈন্য হইয়া য়ুনানী দেশে গমন করিলেন, তাহাতে ও মাকিদোনিয়াস্থ ফিলিপি নগরের নিকটে এক তুমুল যুদ্ধ হইল। তাহাতে আন্তোনি জয়ী হইলেন। সেই সময়ে অক্তাবিয় যুবা হইয়াও ঐ যুদ্ধে কোন সহায়তা করিলেন না; ঐ যুদ্ধের পরেতে নিজ লজ্জাকর এক কর্ম্ম করিলেন।

কাস্সিয় সেনাপতি সসজ্জ হইয়া যুদ্ধ করিতে মহা যত্নবান্ হইলেন; কিন্তু স্ব দেশীয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহা জানিয়া তিনি এক মিত্র ব্যক্তিকে কহিলেন, যে হে মীস্সালা, তুমি সাক্ষী থাকিলা, যে মহা পম্পির ন্যায় আমি আপন দেশের মঙ্গল এই যুদ্ধের উপরে অনিচ্ছাতে সমর্পণ করিলাম।

এক দিবস রাত্রি কালে ব্রুত বোধ করিলেন, যে একটা দীর্ঘমনুষ্যাকৃতি ভূত তাহার শিবিরেতে প্রবেশ করিয়া নিকটে

দাঁড়াইল; তাহা দেখিয়া ব্রুত কহিলেন, যে তুমি কে? ও কি কারণ আসিয়াছ? ভূত কহিল, যে হে ব্রুত, আমি তোমার অনিষ্টকারী ভূত, ও তুমি ফিলিপি নগরে আমাকে দেখিতে পাইবা। তাহাতে নিঃশঙ্ক হইয়া ব্রুত কহিলেন, যে ভাল সেখানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। দেখ, এই ভূতের বিষয় সত্য কি মিথ্যা তাহা নিশ্চয় করিতে পারি না; কিন্তু আমাদের অনুমান হয় যে কেবল মানসিক শঙ্কাতে ঐ রূপ ভ্রান্তি জন্মে, অথবা ব্রুত ঘোরতর রাত্রি সময়ে আপনার শিবিরের মধ্যে একাকী থাকিয়া ও যুদ্ধের অপেক্ষাতে ও স্বীয় সেনাপত্য কর্ম্মেতে শ্রান্ত হইয়া নিদ্রাবস্থাতে ঐ ভৌতিক স্বপ্ন দেখিলেন। লোকেরা সত্য ঘটনার বিষয় অনেক বার স্বপ্নেতে দেখে, তেমন ব্রুত আপনার উপস্থিত বাস্তবিক অমঙ্গল স্বপ্নেতে দেখিলেন।

ফিলিপি নগরের যুদ্ধেতে ব্রুত প্রবীণ সেনাপতির ন্যায় স্বসৈন্যগণকে যুদ্ধাজ্ঞা করিয়া বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে তিনি যুদ্ধ নিপুণতাতে ও পরাক্রমেতে সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া অক্তাবিয়ের শিবির পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তখন আপনাকে জয়ী বোধ করিতে২, সম্বাদ পাইলেন, যে নিজ সহকারি কাস্সিয় ও তাঁহার সৈন্যগণ পরাস্ত হইল। কেবল বুদ্ধির ত্রুটিতে তাহাদের ঐ পরাজয় হইল। তথাপি কাস্সিয় তাহাতে এমত উদ্বিগ্ন হইলেন, যে ব্রুতের আগমন অপেক্ষা না করিয়া নিজ সৈন্যহইতে আপন শিবিরের মধ্যে গিয়া স্বীয় মস্তক চ্ছেদন করিতে এক নিজ দাসকে আদেশ করিলেন। দাস তাহা করিলে ব্রুত তথা উপস্থিত হইয়া আপন মিত্রের মৃত শরীর মাত্র পাইলেন।

পরে তিনি সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া পুনর্ব্বার আন্তো-নির সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু বুদ্ধির ও পরাক্রমের শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইলেন। আন্তোনি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু ব্রুত রক্তাক্ত হইয়া রণ ভূমিহইতে পলায়ন করিয়া স্বদেশের পরাধীনতা হওন প্রযুক্ত আর জীবনাশা করিলেন না; ব্রুত অগ্রেতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, যে জয় অসাধ্য; পরে নিশ্চয় করিলেন, যে আমার মৃত্যুই উচিত। তিনি নিজ দাসকে আপন বধের আজ্ঞা দিলেন, তাহাতে সে অসম্মত হইল। তখন ব্রুত-কে এক ব্যক্তি কহিল, যে শত্রু আগমন করিতেছে, এখন পলা-য়ন উচিত হয়। তাহা শুনিয়া ব্রুত ত্বরাতে উঠিয়া তাহাকে কহিলেন, হাঁ, পলায়ন উচিত বটে; তাহা চরণদ্বারা নয়, কিন্তু হস্তদ্বারা পলায়ন করা উচিত হয়। তখন তিনি এক বন্ধুগণের সহিত নির্জ্জনে গিয়া স্ত্রাত নামে এক বন্ধুহস্তে তীক্ষ্ণাগ্র শাণিত খড়্গ ঊর্দ্ধ করিয়া রাখিয়া বেগেতে তাহার অগ্রভাগে পড়িয়া বিদীর্ণশরীর হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

৪৮ অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

আন্তোনি ও ক্লিওপ্লাত্রার বিবরণ।

ব্রুতের মৃত্যুর পরে আন্তোনি সসৈন্য হইয়া আশিয়ান্তর্গত কিলিকিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন, ও কাস্সিয়ের বিষয় কিয়ৎ অপবাদ দূর করিতে ক্লিওপাত্রাকে সেখানে আগমন করিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। তৎকালে ক্লিওপাত্রা গতযৌবনা, তথাপি পরম সুন্দরী ছিলেন। তিনি ঐ আজ্ঞা পাইয়া এক শোণামুখী

বজরাতে আরোহণ করিয়া কুদ্নু নদী দিয়া আন্তোনির সহিত সাক্ষাৎ করিতে তার্স নগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ঐ বজ্‌রাতে অনেকং স্বর্ণঘটিত কর্ম্ম ছিল, এবং তাহার পাল বেঙ্গনেরঙ্গের পট্টসূত্রে নির্ম্মিত ছিল; ও তাহার দাঁড় রজতময় ছিল, ও তাহার দাঁড়ীগণ রমণীয় স্ত্রীলোক ছিল। ক্লিওপাত্রা এক তেজোময় শ্বেত ছত্রের নীচে রতি দেবীর ন্যায় উপবিষ্টা ছিলেন, ও কন্দর্প দেবের পুত্রের ন্যায় কতক গুলি বালক নিকটে বসিয়া শ্বেত চামর ব্যজন করিয়া ছিল। তৎকালে নদীর উভয় তীরেতে তাঁহার আঘ্রাণার্থে সুগন্ধি ধূপ দগ্ধ হইয়াছিল, ও তাঁহার শ্রবণসুখার্থে মনোহর নানা বাদ্যধ্বনি হইয়াছিল। নগরের ঘাটে বজ্‌রা লাগিলে জনরবদ্বারা নগরস্থ তাবল্লোক দেখিতে আইল। যখন আন্তোনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য ও মধুরালাপেতে মুগ্ধ হইয়া ও ফুলিয়া নামে আপন প্রিয় পত্নীকে বিস্মৃত হইলেন।

ঐ ফুলিয়া গৌরবাকাঙ্ক্ষিণী ও ক্রূরা ছিলেন। তিনি অক্তাবিয়ের সহিত আপন স্বামির যে হৃদ্যতা, তাহা বিনাশ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তদভিপ্রায় পূর্ণ না হইতে তাঁহার মৃত্যু হইল। পরে আন্তোনি অক্তাবিয়ের সহিত মিলন করিয়া অক্তাবিয়া নামে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এই দ্বিতীয় বিবাহের পরে আন্তোনি পুনর্ব্বার ক্লিওপাত্রার নিকটে গেলেন। তাহাতে অক্তাবিয় মহাক্রুদ্ধ হইয়া কুকর্ম্মি জামাতাকে শাস্তি দিবার জন্যে সসৈন্য হইয়া মিসর দেশে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বেতে কোন কুকর্ম্মদ্বারা লেপিদ দূরীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে অক্তাবিয় বোধ করিলেন, যে আন্তোনি দূরীকৃত হইলেই আমি একাকী রোমের অধিপতি হইব। দেখ, আ-

ন্তোনি এক মহাসেনাপতি ছিলেন; কিন্তু মিসরের রাণী ক্লিও-পাত্রাদ্বারা ও অনর্থ সুখ সম্ভোগদ্বারা কায়িক ও মানসিক দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। তিনি আক্তিয় নগরের নিকটে আক্তাবিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে উভয় সেনাতে তুমুল যুদ্ধ হইল। তাহাতে ক্লিওপাত্রা ভয়ান্বিতা হইয়া সেই নৌকাতে আরোহণ করিয়া স্বদেশে পলায়ন করিলেন। আন্তোনি আপন সৈন্য সামন্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। তাহাতে অক্তাবিয় জয়যুক্ত হইলেন। তদবধি রোম দেশ আর প্রজার অধীন না থাকিয়া অক্তাবিয়ের অধীন হইল।

কএক বৎসর পরে আন্তোনি ক্লিওপাত্রার মরণবার্ত্তা শুনিয়া শোকেতে আপন বক্ষস্থল খড়্গাঘাতে ছিন্ন করিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার জীবন সম্বাদ পাইয়া আপন ভৃত্যগণকে কহিলেন, যে তাঁহার নিকটে আমাকে লইয়া যাও। তৎকালে অক্তাবিয়ের ভয়েতে ক্লিওপাত্রা এক উচ্চ প্রাসাদের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সংগোপনে ছিলেন। আন্তোনি উপস্থিত হইলে গবাক্ষ দিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া লইলেন। তিনি নিজ প্রেয়সী ক্লিওপাত্রার সম্মুখে অস্ত্রাঘাতের বেদনাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু দেখিয়া ক্লিওপাত্রাও আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

পূর্ব্বেতে ক্লিওপাত্রা সর্ব্ব প্রকার বিষের শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং কোন বিষদ্বারা কত বিলম্বে মৃত্যু হয় তাহা নিশ্চয় করিয়াছিলেন। তাহাতে স্থির করিয়াছিলেন, যে কালসর্পের বিষদ্বারা অতি শীঘ্র প্রাণ বিয়োগ হয়। এই কারণ এক ঝাঁপিতে করিয়া কাল সর্প আনিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহা আনীত হইলে তাহার মুখের নিকটে নিজ বাহু ধরিলে তদ্দংশনেতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

পরে তাঁহার দুই প্রিয়দাসীও আত্মহত্যা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

তখন অক্তাবিয় রোমের অদ্বিতীয় প্রভু হইলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে মহারাজ ও অগুস্ত অর্থাৎ মহামহিমান্বিত বলিয়া থাকিত। তৎকালে রোমেতে অনেক বিজ্ঞ ও বিদ্বান্ মনুষ্য ছিলেন। কবিগণের মধ্যে বর্জিল ও হোরাস ও অবিদ ও তিবল্ল, এবং ইতিহাসকর্ত্তার মধ্যে নিপ ও লিব্বি ও স্ত্রাব ও দিও-নুসিয় প্রভৃতি ছিলেন। সে সময়েতে রোমের রাজ্য সর্ব্ব দেশ বিদিত ছিল। এবং রোম নগরে সর্ব্ব প্রকার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য ও সুখ সম্ভোগ বাহুল্যরূপে প্রকাশিত ছিল।

সত্য ইতিহাসসার।

পঞ্চম ভাগ।

৪৯ একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তিবিরীয় ও কালিগুলার বিবরণ।

অক্তারিয় অগস্ত পরমৈশ্বর্য্যেতে ও পরম সুখেতে চৌয়া-ল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছেহত্তর বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি প্রথমেতে অনেক প্রজাহত্যা করিয়াছিলেন, পরে কালক্রমে তাঁহাদিগকে সুখী ও প্রতিপালন করিলেন। এই নিমিত্তে তাঁহার বিষয়ে কথিত আছে, যে যদি তাঁহার জন্ম না হইত কিম্বা তাঁহার মৃত্যু না হইত, তবে প্রজাবর্গের পরম হিত হইত।

তাঁহার মৃত্যুর পরে যুলিয়া নামে তাঁহার কন্যার তৃতীয় স্বামী তিবিরীয় রাজ্যাধিপতি হইলেন। তিনি লিবিয়া নামে অগস্তের দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র।

তিবিরীয় এক ক্রূরতর উপদ্রবী হইয়া নানা কুকর্ম্ম করিলেন। সিজান নামে এক জন মিত্র ছিলেন; তিনি তাঁহার প্রশংসা করণ স্থলেতে রোম নগর ত্যাগ করিয়া কাপ্রিয়া নামে এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপে বসতি করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিবি-রীয় কিঞ্চিদ্দিন পরে বুঝিলেন, যে এই মিত্র স্বয়ং রাজা হই-বার জন্যে আমাকে এই কুপরামর্শ দিয়াছেন; অতএব ঐ বিশ্বাসঘাতি মিত্রকে বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

দেখ, সিজানের মৃত্যুর বৃত্তান্ত শ্রবণে আমাদের দয়া সম্বলিত হৃৎকম্প হয়। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রধান পদ ও ঐশ্বর্য্য ও পরম সুখ ভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ এক কালে তাঁহার এই সকল গৌরব লুপ্ত হইয়া গেল, এবং স্বয়ং মহাবিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। সম্প্রতি সুখসম্ভোগ কালে তাঁহার প্রশংসাকারি অনেক লোক ছিল; কিন্তু বিপদ্দশাতে তাঁহার এক জনও দেখা গেল না। সিজানের কোন উত্তম গুণ ছিল না, এই কারণ তাঁহার মিত্র বর্গ ছিল না। পরে তিনি সকলের ত্যাজ্য ও লজ্জাগ্রস্ত ও উপদ্রবী রূপে গণিত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে রাজপথে নীত হইলেন।

সেই সময়েও লজ্জা দুঃখ প্রযুক্ত তিনি বস্ত্রদ্বারা নিজ মুখাচ্ছাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তাঁহা করিতে পাইলেন না; কেননা নগরীয় লোক যেন তৎকালে তাহার মুখাবলোকন করিয়া ধিক্কার দেয়, তন্নিমিত্তে তাঁহার উভয় বাহু পৃষ্ঠ ভাগে বদ্ধ ছিল। পরে ফাঁশীদ্বারা হত হইলে তাঁহার পরিবার লোকেরাও হত হইল। দেখ, দুষ্ট জনেরা কদাচ দয়া প্রাপ্ত হয় না; তাহাদের মন ও তাহাদিগকে দোষী রূপে ব্যক্ত করে; অতএব অন্যেরা তাহাদিগকে যে দোষী করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরন্তু ভদ্র ব্যক্তি বিপদ্গ্রস্ত হইলে নির্দ্দয় লোকহইতে দয়া প্রাপ্ত হয়।

তিবিরীয়ের তাবৎ কু কর্ম্ম বর্ণনা করিতে আমাদের অসাধ্য হয়; কেননা যে দোষ তিনি না করিলেন ও যে দুঃখযন্ত্রণা না দিলেন এমন দোষ ও দুঃখ যন্ত্রণা নাই। তিনি নিত্য নূতন সুখভোগার্থে মন্ত্রিগণকে নিকটে রাখিতেন। সেই সময়েতে আপিশীয় নামে এক উদরম্ভরি ব্যক্তি ছিল; সে এক থাল ভক্ষ্য দ্রব্যার্থে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিল, ও এক মহাভোজ করি-

স্থা অনেক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিল। দেখ, পূর্ব্বাপেক্ষা রোমীয়-দের কেমন মন্দ ব্যবহার ছিল; পূর্ব্ব কালে সিন্‌সিন্নাট আপন কৃষি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজ্যের কর্তৃত্ব করিলেন, ও সেই রূপে রেগুল নিজ ক্ষেত্রকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজ্য রক্ষার্থে যুদ্ধ করিলেন।

তিবিরীয় নিজ আলস্যেতে ও সুখসম্ভোগেতে কালযাপন করিলেন; এই কারণ আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয় যে ৭৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিলেন। তিনি বহু দিনের পীড়িত হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারি কালিগুলা ঐ রাজার বধেতে সম্মত হইয়া তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। তিবিরীয় জীবদ্দশাতে এই কহিয়াছিলেন, যে এই রোমীয়েরা এমন দুষ্ট ও দুর্জ্জন হইয়াছে, যে আমাদের ইচ্ছা হয় যে আমার মরণে পৃথিবী ও আকাশ বিনাশ হউক।

যুলীয় সিসারকে রোমের প্রথম মহারাজ গণনা করিলে অক্তাবিয় দ্বিতীয় ও তিবিরীয় তৃতীয় ও কালিগুলা চতুর্থ মহা-রাজ হইলেন। কালিগুলার পিতা মাতার নাম জর্ম্মানিক ও আগ্রিপ্পিনা ছিল। জর্ম্মানিক তিবিরীয়ের ভ্রাতৃপুত্র। তৎকালে সৈন্যগণ তাঁহাকে এমন ভাল বাসিত, যে তিবিরীয়ের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মহারাজা করিতে চাহিল; কিন্তু তিনি ধার্ম্মিক ও সুমানুষ প্রযুক্ত তাহা স্বীকার করিলেন না। পরে তাঁহার পুত্র কালিগুলা পিতৃব্যের মরণান্তে সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন; তাহাতে প্রজা বর্গেরা পরমাহ্লাদিত হইল।

প্রথমে তিনি উত্তম রূপে রাজত্ব করিলেন, এবং সকল উচিত কর্ম্ম করিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি দুষ্ট পন্তীয় পিলাতকে দূর করিলেন, এবং আপনার বিরুদ্ধে কু মন্ত্রণাকারি-

গণের বিষয়ে যে নাম নির্দোষে লিপি হইল, তাহা পাঠ করিতে স্বীকার না করিয়া কহিলেন, যে আমি ঈর্ষা দ্বেষের কোন কর্ম্ম করি নাই, তৎ প্রযুক্ত তাহাদের শত্রুতাতে আমি ভয় করি না। দেখ, উত্তম ও নির্দোষ ব্যক্তির এই উপযুক্ত বাক্য বটে। কিন্তু ইহাতে দুঃখের বিষয় এই, যে কালিগুলা ধর্ম্মেতে ও সদ্বিচারেতে কেবল আট মাস পর্য্যন্ত রাজ্য প্রতিপালন করিলেন; পরে তাঁহার তাবৎ চরিত্র অজ্ঞানি কাপুরুষের ন্যায় ছিল। ইহাতে কেবল এক প্রবোধ বাক্য আছে, যে নিতান্ত উন্মত্ত ছিলেন।

তিনি আপনাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া লোকদিগকে জানাইতেন। এক দিবসে কহিলেন, যে আমি যুপিতর দেবতা; আর এক দিবস কহিলেন, যে আমি মার্স দেবতা। তিনি দেববৎ পূজ্য হইবার নিমিত্তে আত্মার্থে এক মন্দির প্রস্তুত করিলেন, ও তাহাতে যজ্ঞাদি করিতে যাজকগণকে নিযুক্ত করিলেন। ঐ যাজকগণের মধ্যে আপনার এক অশ্বকে যাজক রূপে গণিত করিলেন; কেননা যিনি যেমন দেবতা তেমনি তাঁহার বাহন হয়। উহাতে তাঁহার উন্মত্ততা ব্যক্ত রূপে প্রকাশিত হয়। দেখ, মনুষ্য উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে বিবেকান্ধ হইয়া কেবল মনোরাজ্য করে।

কালিগুলা স্নান করিবার সময়ে শত্রুকর্ত্তৃক হত হইলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে খড়্গাঘাতে বিনাশ করিল, সে প্রহারকালে কহিল, যে হে উপদ্রবি কালিগুলা, ইহাতে মনোযোগ কর। ঊনত্রিংশ বর্ষবয়স্ক হইয়া তিনি কালগ্রস্ত হইলেন। দেখ, তাঁহার বয়ঃক্রমের কেমন অল্পতা ও তাঁহার দোষের কেমন বাহুল্য!

৫০ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ক্লাদীয় নামক রোমের মহারাজার ও কারাক্টাক ইংগ্লণ্ডীয় রাজার বিবরণ।

প্রথমে যুলীয় সিসার বৃতেন্ দেশের প্রতি আক্রমণ করিলেন; পরে রোমীয়েরা তাহাদিগকে আপনাদের অধীন বোধ করিয়া তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত ছিল। তাহাতে বৃতেন্ নিবাসিরা মনে করিল, যে আমরা স্বাধীন আছি।

তিবিরীয় রাজ্যসময়ে কতক গুলি রোমীয় সৈন্য ঝড়েতে ভগ্ন এক জাহাজদ্বারা বৃতেন্ দেশের নিকটে পড়িলে তদ্দেশীয় লোক কর্ত্তৃক তাহারা অনেক শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইল। পরে ঐ আলাপ পরিচয়দ্বারা কতক বৃতেন্ নিবাসী রোম দেশ দেখিতে গেল, কতক বা তন্নিবাসিরা আপনাদের বালকদিগকে শিক্ষার্থে তথা প্রেরণ করিল। এই প্রকারে এই উভয় দেশের আনুগত্যদ্বারা মিলন হইল।

পরে আপন রাজ্যসময়ে কালিগুলা বৃতেন্ দেশ আক্রমণার্থে অনেক সৈন্য প্রেরণ করিতে শ্লাঘা করিতেন; কিন্তু তাঁহার বাক্যেতে কেহ বিশ্বাস করিল না।

ক্লাদীয় মহারাজ হইলে রোমীয় এক মহা সৈন্য বৃতেন্ দেশে গমন করিয়া অনেককে জয় করিল। পরে ক্লাদীয় সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদেরহইতে গৌরব ও উপঢৌকন প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়ে রোমীয়দের সহিত আলাপ ও সহবাসেতে বৃতেন্ দেশীয়েরা কিঞ্চিৎ সভ্য হইয়াছিলেন, এবং বাণিজ্য ও যুদ্ধবিদ্যার কিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহারা তখনু অসভ্য ছিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য ও রাজা ছিলেন; বিপক্ষহইতে উৎপাত

গুপ্ত হইলে তাঁহারা সকল রাজার পক্ষে এক রাজাকে তাবৎ সৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া নিরূপিত করিতেন। ক্লাদীয়ের সময়ে ঐ সেনাধ্যক্ষ কারাক্টাক ছিলেন।

কারাক্টাক প্রধান সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া রোমি সৈন্যের সহিত পরাক্রম ও সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন; তাহাতে দুই বার পরাস্ত হইয়া পুনশ্চ যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক বার জয়ী হইলেন। বৃতেন্ দেশেতে সিলুরীয় নামে এক যোধক বংশীয় লোকেরা সিবরন্ নদীর তীরেতে বসতি করিত। এক সময়ে রোমীয় সৈন্যগণ তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিল। সেই যুদ্ধেতে সসৈন্য কারাক্টাক প্রায় পরাস্ত হইলেও নিরাশ হইয়া রোমীয় সৈন্যের বশীভূত হইলেন না; পুনশ্চ সৈন্যগণের দুর্গম ব্যূহ রচনা করিয়া প্রত্যেক দলের নিকটে গিয়া সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে ও দুষ্ট বিপক্ষগণকে দূর করিতে তাহাদিগকে স্নিগ্ধ বাক্য কহিয়া আদেশ করিলেন। তাহাতে তাবৎ সৈন্যগণ উচ্চৈঃ শব্দ করিয়া তাহা স্বীকার করিল। ঐ আজ্ঞানুসারে তাহারা দৃঢ়বিক্রম ও উৎকট সাহস প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিল। তথাপি দুর্জ্জয় রোমীয় সৈন্যের যুদ্ধকৌশলেতে বৃতেন্ সৈন্য পরাভূত হইল।

সময়ান্তরে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়েতে কারাক্টাক কার্টিস্‌মান্দুয়া রাণীর শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু দুঃশীলা রাণী তাঁহাকে রোমীয় সৈন্যের হস্তে সমর্পণ করিল। তখন ক্লাদীয় মহারাজ ঐ সমাচার পাইয়া আজ্ঞা পাঠাইলেন, যে কারাক্টাক আমার নিকটে আনীত হউক। তখন সপরিবার কারাক্টাক রোমীয় মহারাজের নিকটে আনীত হইলেন। তৎকালে রাজশ্রী ও মহৈশ্বর্য্যেতে পূর্ণ ক্লাদীয় এক দেদীপ্যমান সিংহাসনোপবিষ্ট ছিলেন। কারাক্টাক নিঃশঙ্ক ও প্রসন্ন বদনে ঐ

সকল দেখিয়া কহিলেন, যে এ বড় আশ্চর্য্য! যাহারা এই রূপ সম্পত্তি ও গৌরবান্বিত মানুষ, তাহারা যে আমার এক ক্ষুদ্র কুটীরের প্রতি দ্বেষ করে।

পুনর্ব্বার ক্লাদীয়ের প্রতি কহিলেন, যে যদি আমি তোমার বশীভূত হইতে স্বীকার করিতাম, তবে তোমার বন্দী না হইয়া বরং তোমার অতিথি হইতাম। আমার বিপক্ষতাদ্বারা তোমার জয় কীর্ত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন আমি তোমার হস্তগত আছি। যদি তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রতি ব্যবহার কর, তবে আমার দশাই তোমার দয়া ও অনুগ্রহের সাক্ষী হইবে। তাঁহার এই রূপ সাহসিক উত্তম বাক্য শুনিয়া ক্লাদীয় আজ্ঞা করিলেন, যে ইহাদিগের শৃঙ্খল কাটিয়া মোচন কর। আমাদের বোধ হয়, যে ক্লাদীয়ের এই মোচন কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর প্রশংসনীয় কর্ম্ম নাই। কেননা তিনি ও তাঁহার পত্নী মিস্সালিনা কেবল কুকর্ম্মেতে রত ছিলেন; এই কারণ অদ্যাপি হাস্য পরিহাসসময়ে কোন স্ত্রীর প্রতি মিস্সালিনা কহিলে ব্যভিচারিণী বোধ হয়।

ক্লাদীয়ের সময়েতে পীত ও আরিয়া নামে দম্পতির বিষয়ে এক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত আছে। আরিয়া আপন পতিবিষয়ে সাধ্বী ছিলেন, ও পতি শুশ্রূষাতে অনেক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। তাঁহার ঐ স্বামী পীত, কতকগুলি দুষ্ট মন্ত্রির সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাজকে বধ করিতে নিশ্চয় করিল, কিন্তু তাহা না করিতে পারিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর তাহারা ধরা পড়িয়া পুনশ্চ রোম নগরে আনীত হইয়া দূর দেশে প্রেরিত হইতে অবধারিত হইল। তাহাদিগকে জাহাজে উঠাইলে, আরিয়া পতিসেবার্থে মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, যে হে মহারাজ, স্বামির সহিত

আমাকে গমন করিতে অনুমতি দেও; কেননা সর্ব্ব প্রকার লোকের সর্ব্বত্র দাস দাসী থাকে; অতএব আমি দাসী হইয়া গমন করিব। মহারাজ তাঁহার নিবেদন শুনিলেন না। পরে যখন পীত জাহাজে ভাসিল, তখন আরিয়া এক ক্ষুদ্র নৌকাতে উঠিয়া ঐ জাহাজের পার্শ্বে গিয়া তাহাতে উঠিলেন। যে সময়েতে পীত কারাগারে বদ্ধ হইয়া ছিল, তখন তাহার এক পুত্রও মরিয়াছিল। আরিয়া ঐ পুত্রের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঔষধ পথ্যদ্বারা অনেক শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, ও মৃত্যুর পরে তাঁহার যে রূপ শোক সন্তাপ হইয়াছিল তাহা গর্ব্ভধারিণী ব্যতিরেকে আর কে জানিবে? তথাপি শোকার্ত্তা আরিয়া আপন স্বামি-কে ঐ মৃত্যুসম্বাদ কহিলেন না; কিন্তু পুত্রের বিষয় স্বামী জি-জ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, যে সে ভাল আছে। আরিয়া বুঝিয়াছিলেন, যে স্বামির নিকট মৃত্যু; অতএব পুত্রশোক দেওয়া অনুচিত। পরে রাজাজ্ঞা হইল, যে পীত আত্মঘাতী হউক, তাহাতে আত্মঘাতী হইতে প্রবৃত্ত পতির ত্রাস দর্শন করিয়া আরিয়া আপনাকে নিদর্শন করিলেন। কেননা তা-হার সাক্ষাতে এক খড়্গ ধারণ করিয়া নিজ বক্ষস্থল বিদীর্ণ করি-য়া রক্তাক্ত খড়্গ পতির হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, যে হে প্রিয়, ইহাতে দুঃখ শোক নাই। তখন উভয়েই ঐ রূপে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

ক্লাদীয় অশেষ হত্যাদোষেতে দোষ গ্রস্ত হইয়া শেষেতে বিষদ্বারা হত হইলেন। অগ্রিপ্পিনা নামে তাঁহার দ্বিতীয় ভার্য্যা পাপ রাক্ষসী ও নিরো নামে পাপ রাক্ষসের জননী তিনি ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত বিষ প্রদান করিয়া ক্লাদীয়কে হত্যা করিলেন।

৫১ এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নিরো ও সেনিক ও বোদিসীয়ার বিবরণ।

ক্লদীয়ের পরে তাঁহার পুত্র বৃত্তান্নিক মহারাজ না হইয়া তাঁহার জামাতা নিরো মহারাজ হইল। অগ্রেতে সে অতি নম্র ও ধার্ম্মিক রূপে আপনাকে প্রকাশ করিল; কিন্তু পরে বৃত্তান্নিককে বিষভোজন করাইয়া ও নিজ জননীকে হত্যা করাইয়া আপনার দুষ্টতা প্রকাশ করিল। আমাদের বোধ হয় যে এ রূপ নিষ্ঠুর মানুষ আর কখন জন্মে নাই; কেননা সে আপন ক্রীড়া কৌতুকের নিমিত্তে অনেকে বধ করিত, ও তাহাদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিয়া পরমোল্লাসিত হইত। দেখ, কোন বিদেশী কিম্বা ভিক্ষুক কিম্বা বিপক্ষ ব্যক্তির কাতরতা দেখিলে আমাদিগের অন্তঃকরণ করুণার্দ্র হয়, এবং তাহাদের সেই দুর্গতি দূর করিতে ইচ্ছা হয়। অতএব যে দুর্বৃত্ত মানুষ তাহা দূর করিতে না চাহিয়া বরং তাহা দেখিয়া আহ্লাদিত হয়, সে কেমন দুরাত্মা! এই কারণ যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে নির্দ্দয় বলিতে চাহে, তবে তাহাকে নিরো বলিলে নির্দ্দয় বলা হয়।

নিরোকর্ত্তৃক হত জনদের মধ্যে তাহার গুরু সেনিক ছিলেন। তিনি অতি জ্ঞানি মানুষ; তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও জ্ঞাননৈপুণ্য প্রযুক্ত দ্বেষ করিয়া ঐ শিষ্য নিরো তাঁহাকে আত্মঘাতী হইতে আজ্ঞা করিল। সেনিক ঐ রাজাজ্ঞা পাইয়া আপন উত্তরাধিকার নিয়ম পত্র প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু নিরো রাজা তাহাতে সম্মত হইল না। তখন সেনিক নিজবন্ধু বর্গকে কহিলেন, যে আমি তোমাদিগকে ধন দিতে না পারিয়া ধনাপেক্ষা উত্তম সদুপদেশ ও আপন নিদর্শন প্রদান করি।

তখন সেনিকের প্রেয়সী ভার্য্যা কাতরা হইয়া তাঁহার সহিত মরণ প্রার্থনা করিলেন। সেনিক তাহার কাতর নিবেদন শুনিয়া অনুমতি করিলেন। পরে একত্র উভয়ে বসিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকাগ্রে আপন২ হস্তের শীর কাটিলে রক্ত পাতদ্বারা শরীর নীরক্ত হইতে লাগিল। বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত সেনিকের রক্ত মন্দ২ নির্গত হইলে এক বৃহৎ পাত্রস্থ উষ্ণ জলের মধ্যে রাখা গেলেন, তথাপি তাঁহার রক্তের মন্দগতি প্রযুক্ত অনেক বিলম্বে দুঃখ যন্ত্রণাভোগ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এরূপ যন্ত্রণা কালেও ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া বন্ধুদিগকে এক উপদেশ বাক্য কহিলেন। তাঁহার প্রেয়সী পালিনা রক্ত পাতদ্বারা মূর্চ্ছাপন্না হইলে দাসীগণ আসিয়া তাঁহার হস্তগত ক্ষত রুদ্ধ করিল, তাহাতে রক্তপাত নিবৃত্ত হইলে তিনি কয়েক বৎসর বাঁচিলেন।

দেখ, আমরা বিপদ কালে ধৈর্য্যাবলম্বনের বিশেষ গুণের বিষয় অনেক বার শুনিয়াছি; কিন্তু তাহার বিষয় পরীক্ষা না লইয়া আমরা তাহা নিশ্চয়রূপে বুঝি নাই; অতএব ঐ ধৈর্য্যশীল লোকদের গুণ আশ্চর্য্য রূপ মানিয়া যন্ত্রণা শোক সন্তাপ বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হই। কেননা এই সত্য ইতিহাস কেবল ক্রীড়ার নিমিত্তে নয়; কিন্তু আত্ম মনের হিতার্থে ও সদ্ব্যবহারার্থে জানিবা। এই সত্য ইতিহাস নির্ম্মল দর্পণ প্রায় হইয়াছে; কেননা তদ্দ্বারা পাপের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও ধর্ম্মের শান্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

বৃতেন্ দেশীয়েরা ঐ সময়ে স্বাধীন হইতে বাঞ্ছা করিয়া যত্ন করিতে লাগিল; তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে দমন করিতে রোম হইতে সসৈন্য পালিন নামে এক মহা সেনাপতি প্রেরিত হইলেন। তাহাদের আগমন দেখিয়া বৃতেন্ উপদ্বীপ নিবা-

সিরা যুদ্ধার্থে সমুদ্রতীরেতে ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইল। রোমীয় সৈন্যের সংক্ষোভার্থে বৃতেন্ সৈন্যের মধ্যে অনেক প্রাচীন যাজক ছিল; এবং মুক্তকেশী গলিতবসনা উল্কা হস্তা হইয়া অনেক২ স্ত্রী চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিল। এই সকল প্রতিবন্ধক দেখিয়া রোমীয় সৈন্য প্রথমেতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইল; কিন্তু তাহাদের সেনাপতির উৎসাহ বাক্যেতে তাহারা বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া বৃতেন্ সৈন্যকে পরাভূত করিয়া তাহাদের তাবৎ প্রধান যাজককে দগ্ধ করিয়া মারিল, এবং যে ২ উদ্যানে তাহারা পূজাদি করিত, তাহা ও তাহাদিগের যজ্ঞ বেদী সকল নষ্ট করিল।

পরে ঐ জয়যুক্ত রোমীয় সৈন্য সেখানে থাকিয়া নানা উপদ্রব করিয়া আপনাদের স্থানে অনেক ধন লইলে তাহারা কোপান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বোদিসীয়া নামে বৃতেন্ দেশের এক রাজকন্যা তাহাদের সহকারিণী হইয়া এক সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের প্রধান সেনাধ্যক্ষ হইলেন। ঐ কন্যার পিতা রোমীয় সৈন্যকে তুষ্ট করিবার নিমিত্তে এবং নিজ রাজ্য ও কন্যাকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে রোমীয়দের সহিত এই নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, যে আমার মৃত্যুর পরে আমার রাজ্যের অর্দ্ধ তোমাদের ও অপরার্দ্ধ আমার কন্যার হইবে। কিন্তু তাঁহার মরণান্তে রোমীয় সৈন্যেরা অর্দ্ধ রাজ্যেতে সন্তুষ্ট না হইয়া সমস্ত রাজ্য লইতে চাহিল। এই কারণ বোদিসীয়া রাজকন্যা পৈতৃক রাজ্যরক্ষার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধোদ্যতা হইলেন। যুদ্ধ কালেতে রথারূঢ়া হইয়া সৈন্যগণকে বল পৌরুষ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে সাহস বাক্য কহিলেন। তাহাতে প্রথমেতে জয়যুক্তা

হইলেন ; কিন্তু শেষেতে পরাভূতা হইয়া রোমীয় সৈন্যের বশীভাব শঙ্কাতে বিষপান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

সম্প্রতি নিরোর মৃত্যু বিবরণ লিখি। তাহার জীবনের ন্যায় তাহার মৃত্যুও ভয়ঙ্কর হইল। যুলীয় বিন্দিক নামে তাহার এক সেনাপতি ছিলেন ; তিনি গল দেশের অধ্যক্ষ। পরন্তু উপদ্রুবি নিরোকে দূর করিবার অভিপ্রায়েতে এক কথা প্রকাশ করিলেন, যে যদি কেহ আমার নিকটে নিরোর মস্তক আনিতে পারে, তবে আমি তাহাকে আপন মস্তক সমর্পণ করিব। তৎকালে ইহাও প্রকাশ করিয়া কহিলেন, যে গাল্‌বা নামে স্পেন দেশের অধ্যক্ষ নিরোর পরিবর্ত্তে মহারাজ হইবেন। এই সকল সমাচার শুনিয়া নিরো মহাত্রাসযুক্ত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় রোমহইতে পলায়ন করিল। পশ্চাদ্গামি বিপক্ষগণকে আততায়ী নিশ্চয় করিয়া সে আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইল ; কিন্তু তখন তাহার হস্ত এমত কম্পিত হইতে লাগিল, যে তাহা করিতে না পারিয়া স্বীয় দাসকর্তৃক হত হইল। সে মরণের পূর্ব্বেতে গর্ত্তের মধ্যে কিম্বা বৃক্ষমূলে রাত্রি কালে শয়ন করিয়া দিবাতে কেবল কিঞ্চিৎ শুষ্ক রুটী ও জলদ্বারা অতি কষ্টেতে প্রাণ ধারণ করিত। দেখ, এমন দুষ্ট নির্দ্দয় ব্যক্তির কোন্ ক্লেশভোগ উচিত না হয়? তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলে সকলে বোধ করিবে, যে এমন দুরাত্মা ক্রূর রাক্ষস কখন হয় নাই; অতএব ইহার যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।

---

৫২ দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বেস্পাসিয়ান্ ও প্লিনি প্রভৃতির বিবরণ।

নিরোর মৃত্যুর পরে গাল্বা মহারাজ হইলেন। তিনি কিঞ্চিৎ কঠিনান্তঃকরণ ছিলেন; তথাপি তাঁহার নানা গুণ ছিল। তাঁহার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল; কেননা তাঁহার কতক গুলি দুষ্ট সৈন্য ওথো নামক এক ব্যক্তিকে মহারাজ করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে হত্যা করিল।

পরে ওথো মহারাজ হইয়া উত্তম রূপে রাজ্যশাসন করিলেন। তিনি গাল্বা এক প্রিয় মিত্রকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে সম্মান্ করিলেন, ও স্বীয় প্রজাগণের হিতার্থে তাঁহার মৃত্যুর আবশ্যকতা হইলে আপন প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সেই সময়েতে রোমীয় সৈন্য মহা প্রবল হইয়া যাঁহাকে রাজা করিতে ইচ্ছা করিল, তাহাকেই মহারাজ করিল; এবং যাহাকে সিংহাসনহইতে দূর করিতে চাহিল, তাহাকেই দূর করিল। ওথো রাজা আত্মবিষয়ে তাহাদের ঐ উদ্যোগ দেখিয়া ও তৎপ্রযুক্ত নানা উপদ্রব সম্ভাবনা নিশ্চয় করিয়া কতক গুলি সৈন্য যুক্ত হইয়া ঐ প্রবল সৈন্যের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতে প্রযত্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তদ্বাক্য না মানিলে তিনি নিজ বিশ্বস্ত সৈন্যগণকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, যে দেখ, আমি তোমাদের হিতার্থে মরি। অন্য রাজারা রাজ্য সুশাসনদ্বারা প্রশংসিত হয়; কিন্তু আমি লোভতে প্রজাপীড়ন না করিয়া তাহাদের হিতার্থে কর্তৃত্ব পদ ত্যাগ করি, তাহাতেই আমার প্রশংসা হইবে।

পরে তিনি আপন মিত্রবর্গের হিতার্থে সকল বিষয় স্থির করিয়া প্রাণ ত্যাগে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আত্ম-

হত্যার সময়েতে সৈন্যগণের মধ্যে এক মহা কলহ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা শুনিয়া কহিলেন, যে আমি আর এক দিবস বাঁচিব; ইহা বলিয়া সেই কলহ নিবারণ করিলেন। পরে রাত্রিকালে আপন বালিশের নীচে দুই খড়্গ রাখিয়া নিদ্রাগত হইলেন, ও প্রভাতে জাগৃত হইয়া তাহার এক তীক্ষ্ন খড়্গ লইয়া স্বীয় বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ওথোর পরে বিটেল্লিয় মহারাজ হইলেন; কিন্তু তাঁহার বিষয়ে কোন উত্তম প্রস্তাব নাই; কেননা তিনি মহা অলস ও সুখভোগী ও অকর্ম্ম ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহার সুখাসক্তি ও অপরিমিত আহার দেখিয়া ক্রোধেতে তাঁহাকে হত্যা করিল।

তাহার পরে প্রধান সেনাপতি বেস্পাসিয়ান্ মহারাজ হইলেন। সেই সময়েও রোম নগরে মন্ত্রিগণ ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব কালের ন্যায় তাহাদের প্রাধান্য ছিল না; কেননা মহারাজ ও সৈন্যগণ কেবল আপনাদিগের পরামর্শানুসারে কর্ম্ম করিতেন। যে সময়ে মন্ত্রিগণের সম্মতিতে বেস্পাসিয়ান্ কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি সে সময়ে মিসরদেশে ছিলেন। পরে তিনি মিসর দেশহইতে রোম নগরে আগমন করিলেন, এবং তিত নামে নিজ পুত্রকে মিসরে রাখিয়া য়িরূশালমে যাইতে ও তাহা অবরোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তিত আপন পিতার আজ্ঞানুসারে য়িরূশালমে যাত্রা করিয়া পরাক্রমদ্বারা য়িহূদীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। য়িহূদীয়েরা অনেক দিন পর্য্যন্ত রোমীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, এবং তিতের অবরোধসময়ে ও যুদ্ধ করণার্থে তাবৎ য়িহূদীয়েরা য়িরূশালমে একত্র হইল। প্রথমে তাহারা ঐ যুদ্ধেতে বিজয়ী হইল, কিন্তু শেষেতে তিতের যুদ্ধ নৈপুণ্যেতে ও পরাক্রমে পরাভূত হইল।

য়িরুশালমের চতুর্দ্দিগে তিন থাক প্রাচীর ছিল। তিত আপনার বৃহৎ যন্ত্রদ্বারা তাহার প্রথম প্রাচীর ভগ্ন করিলেন, ঐ রূপে ক্রমেতে নগর প্রবেশের পথ প্রস্তুত করিলেন। তিনি অনেক বার য়িহূদীয়দিগকে ক্ষমা ও দয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন; কিন্তু তাহারা তাহাতে তুচ্ছ করিল। অবরোধকালে তাহাদিগের এমন দুর্গতি ও দুর্ভক্ষ্য হইল, যে তাহারা আপনাদিগের শিশুকে মারিয়া ভক্ষণ করিল। এই সম্বাদ পাইয়া তিত ক্রোধেতে ঐ নগর সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করিতে শপথ করিলেন; পরে তিনি আত্মশপথ পূর্ণ করিলেন। কেননা ছয় মাস যুদ্ধের পরে ঐ নগর পরাভূত হইলে তাবৎ গৃহ প্রাচীরাদি ভগ্ন ও তাহাদের রমণীয় মহামন্দির দগ্ধ হইল। এমত ছিন্ন ভিন্ন হইল, যে যিশু খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে এক প্রস্তর ও অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিল না।

য়িরুশালম নিবাসিরা প্রায় সমুদায় নষ্ট হইল; কেননা ঐ যুদ্ধেতে একাদশ লক্ষ লোক বিনষ্ট হইল। যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিল, তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানা দেশেতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহাদের সন্তানেরা ইউরোপের নানা দেশে নানা নগরে বাস করিতেছে; কিন্তু তদবধি তাহাদের কোন দেশ কিম্বা নগর নির্দ্দিষ্ট নাই। তৎকালে তিতের সৈন্যেরা জয়কারি তিতকে এক তেজোময় মুকুট দিয়া সম্মান করিতে চাহিলেন; কিন্তু তিত তাহাতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, যে আমি এই কর্ম্মে কেবল ঈশ্বরের হস্তস্থিত অস্ত্র স্বরূপ আছি।

তখন তাঁহার পিতা বেস্পাসিয়ান্ পুত্রের জয়শ্রীতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সৈন্যসামন্তের সহিত জয়োল্লাসেতে পিতা পুত্র একত্র হইয়া রোম নগরে প্রবেশ করিলেন। বেস্পাসিয়ান্ ক্রমেতে

অনেক উত্তম নিয়ম স্থির করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ হইতে এমত নিবৃত্ত হইলেন, যে এক যোদ্ধার শরীরে সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণ পাইয়া তাহাকে সৈন্যহইতে দূর করিলেন।

তৎকালে যে প্লিনি ছিলেন, তিনি পদার্থবিদ্যাতে মহাজ্ঞানী ও অনেকং পদার্থ বিবেচনা করিয়া ও অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হইয়া অনেক প্রশংসনীয় পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে তাবৎ বৃক্ষ ও পুষ্পের গুণ বিবেচনা করিয়া উত্তমাধম নির্ণয় করিলেন; কেননা তাবৎ পদার্থ নিরূপণে মহাতৎপর ছিলেন। তিনি বিসুবীয় নামে এক অগ্নিময় পর্ব্বতসমীপে মরিলেন। এই পর্ব্বতহইতে যে দুর্গন্ধ ও দুষ্ট বায়ু নির্গত হইল, তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। ইটালি দেশেতে এই মহা পর্ব্বত আছে। সময় বিশেষে এই পর্ব্বতের শৃঙ্গহইতে ধূম ও অগ্নি নির্গত হয়। সেই অগ্নি এমন প্রবল ও তীব্র, যে তদ্দ্বারা গৈরিক ধাতু প্রভৃতি দ্রব হইয়া রক্তধারার ন্যায় গহ্বরহইতে নির্গত হইয়া পার্শ্বভাগ দিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত বহিয়া নানা গ্রাম নগরীয় গৃহ ক্ষেত্রাদি বিনাশ করে। ঐ নির্গত গৈরিকদ্রব শীতল হইলে অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ হয়, এবং প্রস্তরের ন্যায় কঠিন। ঐ বস্তুদ্বারা প্রাচীর ও প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। বেস্পাসিয়ানের মৃত্যুর নিকট সময়ে ঐ পর্ব্বতের গৈরিক প্রভৃতি দ্রবীভূত হইয়া মহাবেগেতে নির্গত হইল। প্লিনি তাহাতে হত হইলেন, ও পম্পেয় ও হর্কুলানীয় নামে দুই প্রধান নগর ঐ রক্তময় দ্রবেতে আচ্ছন্ন হইয়া বিনষ্ট হইল।

এমত অল্প সময়ের মধ্যে এই দুর্ঘটনা হইল, যে তাবৎ নগরবাসিরা যে যেখানে যদ্রূপ ছিল, সে তৎক্ষণেতে সেই স্থানে তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া, সকলেই প্রাণ ত্যাগ করিল। এমন

উচ্চ হইয়া ঐ দ্রব বহিয়াছিল, যে নগরীয় তাবৎ গৃহাদির উপর দিয়া বহিয়াছিল। ইদানীন্তন লোকেরা ঐ আচ্ছন্ন নগরের কোনং প্রদেশ খনন করিয়া পথ প্রস্তুত করিল, তাহাতে নগরের মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে, ও অদ্যাপি তদ্রূপে মৃত ব্যক্তিদের অস্থিময় অবয়ব ভগ্ন হয়। এবং তাহাদের গৃহে তাবদ্বস্তু ও অন্যং বিষয় যেমন প্লাবন সময়ে ছিল, তেমন এই ক্ষণেও তদ্রূপ প্রাপ্ত হয়, তৎকালের রথ শকটের চক্রচিহ্ন এই ক্ষণে নূতনের ন্যায় দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালের অবশিষ্ট বস্তু প্রস্তাব গুচ্ছে ঐ উভয় নগরের বিদ্যমান অবস্থার বৃত্তান্ত বিলক্ষণ রূপে বর্ণিত আছে।

এই প্রস্তাবের অনুরোধে আমরা বেস্পাসিয়ান্ মহারাজের ও তাঁহার সুক্রিয়ার বিষয় প্রায় বিস্মৃত হইলাম; কিন্তু ঈশ্বরের কর্ম্ম বিবেচনা করণেতে মনুষ্যের চরিত্র বিস্মরণে আশ্চর্য্য নয়। বেস্পাসিয়ান্ মহারাজ ধর্ম্মেতে ও হিতাচরণেতে কালযাপন করিয়া শেষেতে চরণদ্বারা দাঁড়াইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি কহিয়াছিলেন, যে রাজার মৃত্যু এই প্রকার ভাল। তাঁহারা পিতা পুত্রই অতিনম্র ও বিনয়ী ছিলেন। যখন পার্থিয়ার রাজা বেস্পাসিয়ান্ মহারাজের নিকটে পত্র লিখিয়া তাহাতে রাজাধিরাজ বলিয়া স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তখন বেস্পাসিয়ান্ তাহার উত্তর লিখিয়া আপনার নামে ফ্লাবীয় বেস্পাসিয়ান্ মাত্র স্বাক্ষর করিলেন।

---

৪৩ ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তিত ও আগ্রিকলা ও দমিতিয়ানের বিবরণ।

যে বৎসরে প্লিনি মরিলেন, এবং পম্পেয় ও হর্কুলানীয় নামে দুই নগর বেসুবীয় অগ্নিময় পর্ব্বতদ্বারা নষ্ট হইল, সেই বৎসরে তিতের পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি মহারাজ হইলেন। বেস্পাসিয়ানের বিষয়ে উক্ত আছে, যে অতি উচ্চ পদ প্রাপ্তি-তেও তাঁহার কোন বিকার হয় নাই; কিন্তু কেবল পরোপ-কার তদর্থে ঐ পদের ব্যবহার নির্ব্বাহ করিলেন। এই সকল বিষয়ে তিতও প্রায় পিতার সদৃশ হইলেন।

তদ্বিষয়ে এই এক প্রসিদ্ধ কথা আছে, যে তিত এক দিবস রাত্রিসময়ে খেদ পূর্ব্বক কহিলেন, যে আমি এই দিবস হারাইলাম; কেননা তদ্দিনে প্রজাগণের হিতার্থে কোন কর্ম্ম করিলেন না। এই বাক্যতে আমাদিগের মনোযোগ করা উচিত; যে হেতু কোন ব্যক্তি এমন দরিদ্র ও দুর্ব্বল নাই যে দিন ২ আপন বন্ধু কি কুটুম্ব কিম্বা প্রতিবাসিগণের নিমিত্তে কোন হিত কর্ম্ম করিতে না পারে। যে দিবসে আমরা পরের হিত ও উপকারার্থে কোন কর্ম্ম না করিতে পারি, তদ্দিবস তিতের ন্যায় বৃথাগত রূপে গণনা করিতে হয়।

খেদের বিষয় এই, যে এমত ধার্ম্মিক ও পরোপকারি মানুষ কেহ নাই, যে সময়বিশেষে ও ব্যক্তি বিশেষহইতে নিন্দিত না হয়; অতএব তিতের আর এক কথাতে আমাদের মনো-যোগের আবশ্যক হয়। তিনি নিন্দিত হইয়া সর্ব্বদা এই কথা কহিতেন, যে যাবৎ আমি নিন্দার যোগ্য কোন কর্ম্ম না করি, তাবৎ নিন্দাতে বিষন্ন হইব না।

তিনি জিতেন্দ্রিয় ও মনোনিগ্রহে পরম তৎপর ছিলেন। ও তদ্বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত আছে, যে তিনি য়িহুদীয়ের রাজা অগ্রিপার ভগিনী বরিণিকীর প্রতি প্রেমাসক্ত ছিলেন, এবং বরিণিকীও তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা ছিলেন; কিন্তু রোম নিবাসিদের মত ছিল না, যে তাহাকে বিবাহ করেন; অতএব তাহার ক্রন্দনেতে ও সৌন্দর্য্যেতে মুগ্ধ না হইয়া আপন প্রেমাসক্ত মনকে ধৈর্য্য করিয়া তাহাকে স্ব দেশহইতে দূর করিয়া তদ্বিবাহে বিরত হইলেন। দেখ, যখন তিনি এই কর্ম্ম করিলেন, তখন মহা প্রেমী ও যুবা ছিলেন, এবং মহারাজা হইয়া স্বেচ্ছাচারীও হইতে পারিতেন।

ঐ সময়েতে আগ্রিকলা নামে এক রোমীয় সেনাপতি, বৃতেন্ দেশের অনেক গ্রাম নগর জয় করিলেন। তাসিত নামে এক ইতিহাসকর্ত্তা তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন; ও তাঁহার সুক্রিয়ার বিষয় অনেক ২ বৃত্তান্ত লিখিলেন। অগ্রিকলা উএল্স দেশের নানা নগর জয় করিয়া আঙ্গলিয়ার এক ক্ষুদ্রোপদ্বীপ প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি স্কট্লাণ্ড দেশে উপস্থিত হইয়া সসৈন্য গালগাক সেনাপতিকে জয় করিলেন। পরে তিনি ক্রমেতে নানা স্থান জয় করিয়া বশীভূত লোকদিগকে সুশিক্ষা দিতে ও সভ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কাল যাপন করিলেন। রোমীয়েরা তাহাতে মহা প্রশংসনীয় হয়, যে তাহারা অসভ্য লোকদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষাদ্বারা সভ্য ভব্য করিত। আগ্রিকলা স্কট্লাণ্ড দেশে অনেক ২ দুর্গ প্রস্তুত করিলেন, ও বৃতেন্ লোকদের নিমিত্তে নানা গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, ও আপনাদের কারণ নির্ম্মাণ করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন।

আগ্রিকলা বৃতেন্ দেশহইতে দমিতিয়ানকর্ত্তৃক আহূত হইলেন, ও এই উক্ত আছে, যে ঐ দুষ্ট মহারাজদ্বারা বিষপান করিয়া হত হইলেন। ঐ দমিতিয়ান আপন ভ্রাতা তিতকে বধ করাইলেন। পরে তাহার আর২ দুষ্কর্ম্ম করণে কিছু আশ্চর্য্য নয়। তিত দুই বৎসর মাত্র পরম সুখেতেও মহৈশ্বর্য্যেতে রাজ্যপালন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, পরে তাঁহার গুণ মহা প্রশংসনীয় হইল, ও জীবদ্দশাতে তাঁহার এই উত্তম উপনাম ছিল, যে তাবৎ মনুষ্যের মনোরঞ্জক তিত মহারাজ।

দমিতিয়ানের বিষয় কি কহিতে পারি? এই মাত্র কহিতে পারি, যে তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরে মহারাজ হইয়া সর্ব্ব বিষয়েতে তাঁহার অসদৃশ হইলেন; কেননা অতি ক্রূর ও কাল্পনিক ও বঞ্চক ধর্ম্মহীন ছিলেন। তাহার এক প্রমাণ এই, যে তিনি এক দিবস নিজ সুহৃদ্গণকে রাত্রি ভোজেতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত এক কোঠার মধ্যে তাহাদিগকে আনাইলেন। সেই কোঠাতে দীপের অল্প আলো ছিল, যদ্দারা নিমন্ত্রিতেরা, ঐ কোঠার চতুর্দ্দিগে মৃত মানুষের কবরার্থে কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছন্ন নানা সিন্দুক দেখিতে পাইল, এবং সেই সকল সিন্দুকের উপরেতে তাহারা আপনাদের লিখিত নাম দেখিয়া সকলে উদ্বিগ্ন হইল। ইতোমধ্যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কএক জন ভৃত্য বাম হস্তে প্রজ্বলিত উল্কা ও দক্ষিণ হস্তে শাণিত খড়্গ ধরিয়া বেগেতে ঐ কোঠার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে সকলে রোমাঞ্চিতকায় ও কম্পিতহৃদয় হইয়া ও দমিতীয়ানের ক্রূরতা বোধ করিয়া নিশ্চয় করিল, যে নিতান্তই আমরা মরিলাম। দমিতিয়ান অন্য কুঠুরীতে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে ভয়ার্ত্ত দেখিলেন।

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ আনন্দে আনন্দিত হইয়া উপস্থিত ভয়ঙ্কর দাসগণকে তথাহইতে গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে নিমন্ত্রিত সুহৃদ্গণ ঐ মহা ত্রাসহইতে মুক্ত হইয়া জীবনাশা পাইলেন। দেখ, এই রূপে পরের দুঃখোৎপাদন ও তদবলোকনেতে যে মনুষ্য সুখী হয়, সে কেমন নির্দ্দয় মানুষ! পরে দমিতিয়ান স্বীয় প্রজাগণহইতেই হত হইলেন। রোমের মহারাজ প্রযুক্ত সত্য ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিত আছে, কিন্তু কেবল কুকর্ম্মদ্বারা প্রসিদ্ধ ও অধমগণের প্রস্তাবে স্মরণীয় হন।

আগ্রিকলা বৃতেন্ দেশের প্রধান উত্তম অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নিজ উচ্চপদদ্বারা প্রসিদ্ধ নহেন, কিন্তু আপন সুক্রিয়াদ্বারা মহা প্রসিদ্ধ হন; এবং ভয়োৎপাদনদ্বারা নহেন, কিন্তু সম্ভ্রমদ্বারা স্মরণীয় হন। ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ করা উচিত হয়, যে যদ্যপি আমরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত না হই, তথাপি স্ব স্ব পদের সুব্যবহারদ্বারা সম্ভ্রমের পাত্র হইতে পারি। দমিতিয়ানের যে উচ্চ পদ তাহা কেবল তাঁহার বিপদ্ স্বরূপ জানিবা; কেননা তাহার দ্বারা তিনি নিজ কুবুদ্ধি প্রকাশ করিলেন, ও তদ্দ্বারা তাঁহার তাবৎ কুকর্ম্ম স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইল। তিনি কেবল নিজ উচ্চ পদের অপমান ও আগ্রিকলা স্বীয় পদের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।

---

৫৪ চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নর্বা ও ত্রাজান ও প্লুতার্খ ও আদ্রিয়ানের বিবরণ।

যে সময়ে সুখসম্ভোগেতে ও লম্পটতাতে রোম নগর অধঃপাত ভম হইল, সেই সময়ে বৃতেন্ ও জর্ম্মানি ও গল্ দেশ সভ্যতাতে

ও বিদ্যাতে ও শিল্প কর্ম্মেতে ক্রমে ২ মান্য হইতে লাগিল। রোম দেশের অধীন হইয়া তাহারা এই উত্তম ফল প্রাপ্ত হইল। তাহারা অনেক বার স্বাধীন হইতে যত্ন করিল, কিন্তু পারিল না; তথাপি বিদ্যাতে ও সংগ্রামেতে সুশিক্ষিত হইয়া তাহারা বহু কালান্তে নিষ্কৃতি পাইল। দমিতিয়ানের বধের পরে মন্ত্রিগণ নর্ব্বাকে মহারাজ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি প্রাচীন ও ধার্ম্মিক মানুষ, ও স্বভাবেতে অতি মৃদু; কিন্তু রোমীয়েরা সুখভোগী ও অবাধ্য প্রযুক্ত তাহাদের জন্য এক প্রবল মহারাজের প্রয়োজন হইল। মনের ধৈর্য্য ব্যতিরেকে সুক্রিয়া হইতে পারে না; কেননা যদি আমাদিগের জ্ঞান ও স্বতো বিবেচনা হয়, তথাপি তদনুসারে কর্ম্ম করিতে আমাদিগের সাহস ও ধৈর্য্য না হয়, তবে সে জ্ঞান ও সদ্বিবেচনাতে কি ফল হয়? এই কারণ নর্ব্বা পরম ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী হইয়াও ধৈর্য্যের অভাব প্রযুক্ত আপন দেশের হিতার্থে কোন সুক্রিয়া করেন নাই; এক বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল রাজত্ব করিয়া জ্বরেতে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

মরণসময়েতে নর্ব্বা রাজ্য পদে ত্রাজানকে মনোনীত করিলেন, ও তাঁহাকে নিযুক্ত করণে প্রজাগণের পরম হিত করিলেন; কেননা ত্রাজান মহা সেনাপতি ও বিজ্ঞ রাজা ও উত্তম পুরুষ ছিলেন। তিনি নানা দেশ জয় করিলেন, তথাপি রোম নগরে প্রত্যাগমনকালে ঐশ্বর্য্যেতে ও জয়োল্লাসেতে প্রবেশ করিলেন না। তৎকালে জয়ধ্বনি পূর্ব্বক নগরপ্রবেশ করিতে প্রজাগণ তাঁহাকে মিনতি করিলে তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। পরাজিত দেশের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়া তিনি কাহারো স্থানে কর গ্রহণ করিলেন না, ও কাহার কিছু উপ-

দূর করিলেন না। আপন কর্ত্তৃত্ব পদের গৌরব না দেখাইয়া তিনি সকলের হিত ও সুখচেষ্টাতে অনুরক্ত ছিলেন।

মনোরঞ্জক ইতিহাসরচক য়ুনানীয় প্লুতার্খ অনেক২ প্রধান মনুষ্যদের রমণীয় চরিত্র লিখিলেন। তিনি মহা জ্ঞানী ও নানা বিদ্যাতে তৎপর, এই হেতু ত্রাজানের গুরু ছিলেন। কিন্তু ত্রাজান অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিলেন না। প্লুতার্খের বিষয় এই উক্তি আছে, যে ক্রোধেতে কাহাকে শাস্তি দিলেন না; কেননা তিনি বোধ করিলেন, যে তাহা করিলে কেবল অন্যায় ও অজ্ঞানতা প্রকাশ হয়। এই কারণ যখন এক দাস তাঁহার ক্রোধ জন্মাইল, তখন কহিলেন, যে আমার যদি ক্রোধ না হইত, তবে তোমার শাস্তি করিতাম। দেখ, তাঁহার এই রূপ আচরণ কেমন উত্তম ছিল! যে হেতু ক্রোধেতে মনুষ্যের প্রকৃতি বিপর্য্যয় হয়। ত্রাজান মহা রাজ হইলে প্লুতার্খ তাঁহাকে এক সুন্দর পত্র লিখিলেন; তৎপাঠেতে সকলের চিত্ত প্রফুল্ল হয়; প্লুতার্খের গ্রন্থেতে তাহা পাওয়া যায়।

ত্রাজানের বিষয়ে নানাবিধ রমণীয় ইতিহাস লিখিত আছে, তাহার মধ্যে এক সুন্দর প্রস্তাব আমরা লিখি। তিনি এক সময়ে এক ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে খড়্গ সমর্পণ কালে কহিলেন, যে আমি যদি উত্তম রূপে রাজত্ব করি, তবে তুমি শস্ত্রদ্বারা আমার উপকারার্থে সংগ্রাম করিবা; যদি মন্দ রূপে রাজত্ব করি, তবে আমার অপকারার্থে যুদ্ধ করিবা।

ত্রাজান দানুব নদী তরণার্থে এক মহা পুল প্রস্তুত করিলেন। এক সময়ে তাঁহাকে প্রণতি করিতে ইন্দিয়া দেশহইতে কতকগুলি দূত উপস্থিত হইলেন। সিকন্দর রাজা যেমন নিজ

চিকিৎসক ফিলিপের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ত্রাজান মহারাজও সেই মত আপন মিত্র সুরার প্রতি পরম স্নেহ প্রকাশ করিলেন।

যেমন মহারাজের মনেতে সদ্গুণের উদয় ছিল, তেমন তাঁহার এক প্রজার মনেতেও ছিল। এক সময় লঞ্জিন নামে এক রোমীয় সেনাপতি দাসীয় লোককর্তৃক ধরা পড়িলে সেই দেশের রাজা কহিলেন, যে যদি ত্রাজান মহারাজ আমার সহিত সন্ধি বিধান না করেন, তবে এই বন্দি সেনাপতিকে আমি বধ করিব। তাহাতে ত্রাজান কহিলেন, যে এক জনের রক্ষার্থে অনেকের অনিষ্ট করা উচিত নয়। লঞ্জিন ও তাহাতে সম্মত হইলেন, ও তাঁহার বিষয়ে যেন বিবাদ বৃদ্ধি না হয়, তন্নিমিত্তে তিনি আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

প্রথমাবস্থাতে ত্রাজান খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্লিনির ভ্রাতৃপুত্র কনিষ্ঠ প্লিনি বিথুনিয়া দেশের অধ্যক্ষ হইয়া খ্রীষ্টিয়ানদিগের সুক্রিয়া ও সদ্ব্যবহার-বিষয়ক এক লিপি তাঁহার প্রতি লিখিলে তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন।

ত্রাজানের সময়েতে য়িহূদীয়েরা মহা উপদ্রব করিয়া কুপ্র উপদ্বীপে ও আর ২ স্থানে অনেক মনুষ্যগণকে বধ করিল, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহাদের সেই দর্প খর্ব্ব হইল। ত্রাজান অনেক যুদ্ধেতে বিজয়ী হইয়াছিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা বিখ্যাত নহেন; পরন্তু প্রায় বিংসতি বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যেতে প্রজাগণ সুখেতেও নিরুদ্বেগেতে কালযাপন করিল, এই কারণ মহা বিখ্যাত হইলেন। পরে সিলুসিয়া দেশেতে এক সাংঘাতিক রোগেতে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় ভ্রাতৃপুত্র আদ্রিয়ান্ মহা রাজ হইলেন। যখন তিনি রাজসিংহাসনে বসিলেন, তখন রোমের রাজ্য ও বিক্রম সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। আদ্রিয়ান্ মহা যোদ্ধা ও নানা বিদ্যাবেত্তা ও শিষ্ট শান্ত ছিলেন। তিনি আপন রাজ্যের বাহুল্য বোধ করিয়া পিতৃব্যার্জিত কতক প্রদেশ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি জর্ম্মানি ও গল্ ও হলাণ্ড ও বৃতেন ও স্পেন দেশ অবলোকন করিতে যাত্রা করিলেন। বৃতেন্ দেশের প্রতি উত্তরীয় অসভ্য লোক কর্ত্তৃক সম্ভাবিত আক্রমণ নিবারণ তদর্থে ইংগ্লণ্ড ও স্কট্লাণ্ডের মধ্যস্থানে এক দৃঢ়তর মহা প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইলেন।

পরে তিনি আথিনী নগর দেখিতে যাত্রা করিলেন, ও সেখানে নগরের প্রধান কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইলেন। তৎপরে আফ্রিকাতে গমন করিয়া কার্থাজ নগর প্রস্তুত করিলেন, ও নিজ নামানুসারে ঐ নগরের নাম আদ্রিয়ানপলি রাখিলেন। তিনি খ্রীষ্টিয়ানদিগের তাড়না ক্লেশ দূর করিলেন, ও সর্ব্বদা হিত কর্ম্মেতে অনুরক্ত ছিলেন। এক সময়ে য়িহূদীয়েরা ঐ দেশস্থ খ্রীষ্টিয়ান ও রোমীয় লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া অনেক প্রাণিকে নষ্ট করিল, তাহাতে রোমীয়েরা কোপাবিষ্ট হইয়া প্রতিফল দিয়া ছয় লক্ষ য়িহূদীয় মানুষকে বিনাশ করিল। আদ্রিয়ান্ বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য প্রতিপালন করিয়া উৎকট পীড়াতে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

৫৫ পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।
আন্তোনিন্ প্রভৃতির বিবরণ।

যে কালের বৃত্তান্ত আমরা এখন লিখিতেছি, তাহা আন্তোনিনের সময়রূপে প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতু সেই সময়ে আন্তোনিন্ নামে দুই মহারাজ ক্রমেতে উত্তমরূপে রাজত্ব করিয়া প্রজাগণের সন্তোষ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রোমীয় লোক প্রায় সর্ব্ব দেশের অধিপতি হইয়াছে; অতএব তাহাদের প্রধান কর্ত্তা ঐ সকল স্বাধীন দেশের হিতাহিত নির্ণয় করিতেন।

সদ্গুণপ্রযুক্ত আন্তোনিনের উপনাম ধার্ম্মিক ছিল। তিনি পূর্ব্বেতে আদ্রিয়ানদ্বারা প্রধান কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে কাহার প্রতি দ্বেষ করিলেন না, ও আপনাদিগের মতানুসারে ভজনাদি করিতে আজ্ঞা দিতেন। মহাদানশীল ও দরিদ্রগণের দুঃখবারণার্থে স্বীয় সমগ্র ধন বিতরণ করিতেন, যেহেতু তিনি কহিলেন, যে প্রজাগণের হিত চেষ্টাই রাজবর্গের পরম ধর্ম্ম। তিনি স্বভাবতো মৃদু কিন্তু ধৈর্য্যশীল, অতিসভ্য কিন্তু সুখাভিলাষী ছিলেন।

তৎকালে ইউরোপ ও আফ্রিকা ও আশিয়ার অন্তর্গত নানা দেশ রোমের অধীন ছিল; কিন্তু চীন দেশ তদধীন হইল না। তদ্দেশীয়েরা মহা সভ্য বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে নানা বিবাদ বিসম্বাদ তখন উপস্থিত ছিল। তাহাদের নৃপতিগণ পরস্পর বিবাদ করিতেন। অন্য দেশের প্রতি কখন আক্রমণ করিতেন না, ও অন্য দেশীয়েরাও তাঁহাদের প্রতি আক্রমণোদ্যত হইত না। তাহাদের প্রতিবাসি তার্তার

লোক তাহাদের মহাবিপক্ষ ছিল। তাহাদের বারণার্থে চীনীয়েরা আপন দেশের প্রান্ত ভাগে একদৃঢ়তর ও বহুযোজন ব্যাপি মহা প্রাচীর নির্ম্মাণ করিল। ইংরেজী সনের দুই শত চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ মহা প্রাচীর প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

চীন নিবাসিরা বোধ করে যে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পূর্ব্বেতে তাহাদের রাজগণের উপরে এক মহারাজ ছিলেন। ইংরেজী সনের পূর্ব্বেতে চীন দেশের প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক তদ্দেশে শতরঞ্চ খেলার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের অভাব সময়ে ঐ সেনাপতি আপন সৈন্যের সন্তোষার্থে ঐ ক্রীড়া সৃষ্টি করিলেন। যে সময়ে রোমীয়েরা সর্ব্ব দেশের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিল, তৎকালে চীনীয়েরা ধনাঢ্য ও সভ্য হইয়া আশিয়ার অনেক২ স্থানের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিল; কিন্তু বোধ হয় যে তাহাদের যে রূপ শ্লাঘা তাদৃশ জ্ঞান ছিল না।

সেই সময়ে ইন্দিয়া প্রভৃতি হিন্দুস্থানেতে অতি সভ্য ভব্য প্রাচীন লোক ছিল। সিসোস্ত্রি ইন্দিয়া দেশেতে গমন করিয়াছিলেন। সিকন্দরও সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যাগমনের পরে ইন্দিয়ান লোকেরা পূর্ব্ববৎ আপনাদের রাজকর্ত্তৃক শাসিত থাকিয়া স্ব ধর্ম্ম নিয়মানুসারে আচরণ করিয়া ছিল। তাহার বৃত্তান্ত পাঠে অনেক সুখোদয় হয়। তাহাদের বিষয়ে এই এক আশ্চর্য্য কথা আছে, যে আন্তোনিনের সময়ে তাহাদের যাদৃশী অবস্থা ছিল তাদৃশী অবস্থা অদ্যাপি আছে। ইউরোপের নানা দেশে কএক শত বৎসরের মধ্যে উত্তম২ অনেক বিশেষ হইয়াছে; কিন্তু আশিয়া দেশেতে অদ্যাপি কিছু বিশেষ হয় নাই।

আন্তোনিনের এই এক উত্তম বাক্য ছিল, যে এক সহস্র বিপক্ষ বিনাশ করণাপেক্ষা এক ব্যক্তি প্রজার রক্ষা করণ আ-মার আহ্লাদজনক হয়। সেই রূপ বাক্য প্রমাণ বটে, যেহেতু সকল রাজা যুদ্ধ অপেক্ষা সন্ধি ভাল বাসেন, ও অযুদ্ধ সময়ে প্রজাদের নানা সুখ ও সুক্রিয়া হইতে পারে। যুদ্ধের জয়েতে খ্যাতি হয়; কিন্তু তাহাতে সত্য সুখের বৃদ্ধি হয় না। আপনা-দের রক্ষার নিমিত্তে ও উপদ্রবিদমনার্থে যুদ্ধ করা আবশ্যক ও উচিত হয়; কিন্তু জয়শ্রী ও সম্পত্তির নিমিত্তে তাহার আবশ্য-কতা নয়। আদ্রিয়ানের ইচ্ছানুসারে আন্তোনিন প্রধান কর্তৃত্ব পদে আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে মার্ক অরিলিয়কে নিযুক্ত করিলেন, ও আপন কনিষ্ঠ কন্যা ফস্তিনাকে তাঁহার প্রতি বিবাহার্থে প্রদান করিলেন। তিনি তেইশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পঁচাত্তর বৎসর বয়সে জ্বরেতে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

মার্ক অরিলিয় স্বীয় শ্বশুরের পদে নিযুক্ত হইয়া আ-ন্তোনিন নামে বিখ্যাত হইলেন। 'তিনি লুশিয় বির নামে আপন ভ্রাতাকে আপনার সহিত মিলিত করিয়া কর্তৃত্ব-পদে নিযুক্ত করিলেন।' কিন্তু সে অযোগ্য পাত্র ও রোমীয়বর্গের লজ্জাকর মাত্র ছিল। ত্বরা তাহার সুম-ঙ্গল মৃত্যু হইলে অরিলীয় একাকী মহারাজ হইলেন। তিনি এমত বিজ্ঞতম ছিলেন, যে ইতিহাসগ্রন্থেতে তাঁহার উপনাম জ্ঞানী বিখ্যাত ছিল। তিনি স্বয়ং নানাবিধ উত্তম উপদেশ বাক্য বিশিষ্ট এক পুস্তক প্রস্তুত করিলেন; ও আপন প্রজাবর্গহইতে যুদ্ধব্যয়ার্থে অধিক কর না লইয়া তদর্থে আপন মণিরত্নাদি তাবৎ বস্তু বিক্রয় করিলেন। তাঁহার নানা গুণ ছিল, কিন্তু কিঞ্চিৎ দোষ ও

ছিল ; যেহেতু নিজ দুষ্ট ভ্রাতা ও গুণহীন পত্নী ও নির্ব্বোধ পুত্রের প্রতি অধিক স্নেহ করিলেন, ও পণ্ডিতাভিমানী ছিলেন, এবং কখন বা কাহার অপরিহার্য্য দোষ ক্ষমা করিতেন। সর্ব্বদা রাজগণের ও শাসকগণের এই উচিত কর্ম্ম, যে তাঁহারা কুক্রিয়া নিবারণার্থে ও সুক্রিয়ার বৃদ্ধিতদর্থে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন।

এই মহারাজের আবিদ নামক প্রধান সেনাপতি ছিল, তিনি ঐ রাজ্য লইবার আকাঙ্ক্ষাতে মহারাজকে দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহা জ্ঞাত হইয়া অরিলিয় কহিলেন; যে যদি আমি দূর হইলে প্রজাগণের সুমঙ্গল হয়, তবে যুদ্ধ ব্যতিরেকে রাজ্য পরিত্যাগ করিব। পরে ঐ দুষ্ট সেনাপতি আবিদ নিজ যোদ্ধাগণকর্ত্তৃক হত হইলেন। তাহার ছিন্ন মস্তক মহারাজসমীপে নীত হইলে তিনি উত্তম রূপে তাহা কবরস্থ করিতে আদেশ করিলেন। এই রূপে অন্য উপদ্রবকারির প্রতিও অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যদি আবিদ জয়ী হইত, তবে সে এই মত দয়াবান্ হইত না; এই রূপ কথা অনেকে কহিলে মহারাজ উত্তর করিলেন, যে আমি রাজ্যের পালন ও ঈশ্বরের সেবা এমত অধম রূপে করি নাই, যে তাহার জয় হওনেতে ভীত হইব। তিনি উনিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া বিএন্না নামক নগরে মারীরোগদ্বারা পীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র কম্মদ মহারাজ হইলেন। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পিতা যুবরাজপুত্রকে এই রূপ সুশিক্ষা দিতে আজ্ঞা করিলেন, যে দুষ্ট রাজা সমগ্র সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট ও তাবৎ সৈন্যেতে রক্ষিত হইতে পারে না; এবং

হিংস্র রাজা বহু দিন রাজত্ব করে না; ও রাজার প্রতি অন্য-কর্ত্তা না থাকিলেও, রাজা আপনার প্রতি আপনি শাস্তা ও কর্ত্তা হইবেন"। ঐ পুত্র পিতার এতাদৃশ সদুপদেশ বাক্যের দ্বারা কিছু ফল প্রাপ্ত হইল না, যেহেতু সে নির্ব্বুদ্ধি ও অমান্য ও দুষ্ট ও ক্রূর ছিল। অনন্তর পিতার উপদেশক প্রথম বাক্যই ঐ পুত্রের প্রতি সফল হইল। যদ্যপি আগন গলা ছেদের শঙ্কাতে নাপিতের স্থানে ক্ষৌরী হইত না, তথাপি একত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রজাগণহইতে হত হইল। বোধ হয় পিতার মৃদুতা ও স্নেহাধিক্যেতে তাহার কতক দোষ জন্মিয়াছিল; অতএব বালকগণের শাসন করা উচিত কর্ম্ম। যে বালকেরা সুশাসিত ও বাধ্য হয়, তাহারা পরেতে উত্তম ও সুখী হয়; কিন্তু যাহারা পিতা মাতার লালিত হইয়া অবাধ্য হয়, তাহারা কেবল আত্ম ও পরের দুঃখদায়ক হয়।

---

৫৬ ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সারাসিন্ ও গোথ্ ও সেল্ট্ ও হন্ লোকের বিবরণ।

আন্তোনিনের পরে রোমীয় রাজ্য পরাক্রমেতে ও ঐশ্বর্য্যেতে ক্রমে ছোট হইতে লাগিল। কম্মদ নামে এক দুষ্ট মহারাজ ছিলেন, তৎপরে যেং মহারাজ হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই ঐ রূপ দুর্বৃত্ত ছিলেন। ঐ সময়েতে সারাসিন্ লোকদের নাম ইতিহাসগ্রন্থে প্রথমে প্রাপ্ত হইল। সারাসিনেরা এক প্রকার আরাবি লোক। ঐ সময়ে রোমীয়গণের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হইলে ঐ যুদ্ধদ্বারা তাহারা প্রসিদ্ধ হইল।

কম্মদের মৃত্যুর পরে সেনাপতিগণ পরামর্শ করিয়া ঐ রাজসিংহাসনে পর্ত্তিনাক্স নামে এক পামর ব্যক্তিকে স্থাপিত করিলেন। তিনি দাসের পুত্র ছিলেন, পরে ক্ষুদ্র দোকানী ছিলেন। তৎপরে এক পাঠশালার অধ্যক্ষ হইলেন। অনন্তর ব্যবস্থাপক হইলেন। তৎপরে যোদ্ধা হইলেন। তদনন্তর এক কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইলেন। কম্মদ মহারাজকর্ত্তৃক সেই পদহইতে দূরীকৃত হইলেন। পুনশ্চ তাহাতে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধার্থে বৃত্তেন্ দেশে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধারম্ভ হইলে রণভূমিতে মৃতকল্প হইলে সৈন্যগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। পরে আফ্রিকাতে পুনশ্চ মৃতপ্রায় হইলেন। পশ্চাৎ রোম নগরে প্রত্যাগত হইয়া গুপ্ত ভাবে থাকিলেন। তনন্তর কম্মদের মৃত্যু হইলে মহারাজ হইলেন। তাঁহার এই সকল আদ্যোপান্ত চরিত্র বিস্তার ক্রমে লিখিত হইলে তদ্বিষয়ে এক বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। তিনি নিজ শ্রেষ্ঠ গুণদ্বারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেন; এবং রোমীদের দুষ্টতাদ্বারা পুনর্ব্বার অধঃপাতিত হইলেন; কেননা যাহারা তাঁহাকে সিংহাসনস্থ করিয়াছিল, তাহারাই তিন মাস পরে তাঁহার হন্তা হইল।

তাঁহার মৃত্যুর পরে সেনাপতিরা ঐ সমস্ত রাজ্য বিক্রয় করিল। তাহা সত্য বটে, কিন্তু অতি আশ্চর্য্য। দিদিয় যুলিয়ান নামে ধনী সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যাধিক্য স্বীকার করিলে তিনিই রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু অযোগ্য পাত্র প্রযুক্ত অল্প কালের মধ্যে মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক ছিন্ন মুণ্ড হইলেন।

পরে সেনাপতি ও মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক সিবির নামে এক মহারাজ নিরূপিত হইলেন। তিনি বুসান্তীয় নগর অবরোধ করিয়া তাহার অধিপতি হইয়া সমস্ত নগর

বাসিদিগকে বধ করিলেন। পরে বৃতেন্ দেশে গিয়া স্কট্‌লাণ্ডীয়দের আক্রমণহইতে বৃতেন্ লোকদের রক্ষার্থে তদুভয়ের মধ্য ভাগে প্রস্তরময় এক মহা প্রাচীর প্রস্তুত করিলেন; ঐ প্রাচীর অদ্যাপি তন্নামে প্রসিদ্ধ আছে। পরে নিজ দুষ্ট পুত্রের নিন্দা কর্ম্মেতে লজ্জান্বিত হইয়া য়র্ক্ নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ য়র্ক্ নগরের সমীপে অদ্যাপি সিবির নামে প্রসিদ্ধ দুই উপপর্ব্বত বিদ্যমান আছে। তাহার নির্ম্মাণের কারণ নির্ণয় হয় না, কি যুদ্ধের পরে মৃত শরীরের আবরণার্থে কিম্বা সিবির মহারাজের সম্ভ্রমার্থে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সিবিরের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র কারাকাল্লা মহারাজ হইয়া নিজ মাতার বক্ষস্থলস্থ শিশু ভ্রাতাকে বধ করিল, এই কথা শ্রবণ মাত্রে কোন ব্যক্তি তাহার বিষয় আর শুনিতে চাহে না। দৌরাত্ম্য ও দুঃশীলতা পূর্ব্বক ছয় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিলে পরে এক স্বকীয় সেনাকর্ত্তৃক পৃষ্ঠ দেশে খড়্গাঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

তাহার মৃত্যুর পরে মাক্রীন নামে এক জন প্রজাপীড়ক মহারাজ হইল। সে এক বৎসরের পরেই হত হইল। পরে সেনাপতিদ্বারা হেলিয়গাবাল নামে চতুর্দ্দশ বর্ষীয় এক বালক মহারাজ হইল। সে অপকৃষ্ট রূপে চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিলে সৈন্যগণদ্বারা হত হইল।

সম্প্রতি আমরা এই সকল দুর্বৃত্ত রাজার প্রস্তাব ছাড়িয়া তৎকালীন রোমের অধীন গোথ্ লোকের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখি। খ্রীষ্টের জন্মের চৌদ্দশত বৎসরের পূর্ব্বে গোথ্ কিম্বা সুতীয়া নামে এক প্রকার অসভ্য লোকেরা উত্তর দিক্ হইতে আগত হইয়া কাস্পিয়ান সমুদ্রগামি আরাক্সি নদী

উত্তীর্ণ হইয়া ইউরোপের তাবদ্দেশে ব্যাপিল। তাহারা সেল্ত লোকহইতে ভিন্ন; কেননা সেল্ত লোক পিরিণী পর্ব্বতের সমীপ ভূমিহইতে আগত হইয়াছিল। সিসারের সময়ে গোথীয়েরা সেল্ত লোকদিগকে গল দেশে দূর করিয়াছিল, সেল্তীয়দের কতক বংশ স্কট্‌লাণ্ড ও ঐর্লাণ্ড ও উঁএল্‌স্‌ দেশে গিয়া বাস করিল। তাহাদের মধ্যে অনেক ড্রুইদ লোক ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় যাজক ও পণ্ডিত ছিলেন, গোথ লোকদের মধ্যে ড্রুইদ ব্যক্তিরা ছিলেন না। গোথ ও সেল্ত ভাষাতে অনেক প্রভেদ আছে। এবং হন্‌ নামে অপর অসভ্য লোক তার্তার দেশহইতে প্রথমে উপস্থিত হইল।

৫৭ সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সেনোবিয়া ও ফিঙ্গাল ও ফ্রাঙ্কীয় লোকদের বিবরণ।

অনেক দুষ্ট রাজার পরে এক উত্তম মহারাজ হইলে সর্ব্ব জনের পরমাহ্লাদ হয়। হেলিয়গাবালের পরে সিকন্দর নামে এক মহারাজ হইলেন। তিনি কোমল স্বভাব ও পরমজ্ঞানী। রোমীয়েরা তখন উত্তম মহারাজের যোগ্য নয়; কেননা যদ্যপি এই মহারাজ অনেক যুদ্ধেতে জয়ী হইয়াছিলেন, ও পূর্ব্ব২ রাজার স্থাপিত নানা অনীতি দূর করিয়াছিলেন, ও স্বয়ং মহা সভ্য ও দয়ালু ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তথাপি ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া স্বসৈন্যকর্ত্তৃক নিহত হইলেন। তাঁহার মাতা অতি সুশীলা ছিলেন; বোধ হয় যে তিনি তাঁহার দ্বারা অনেক গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেখ, মাতৃগণের সদ্ব্যবহারেতে

বালকদের কত হিত হয়, ও অসদ্ব্যবহারেতে কত অহিত হইতে পারে। কম্মদের মাতা দুঃশীলা ছিল, তৎপ্রযুক্ত ও সেও তদ্রূপ দুঃশীল ছিল।

এই সিকন্দরের এক উত্তম নিয়ম ছিল। যে কেহ উচ্চ পদের ক্রয় করিতে পারে, সে তাহা বিক্রয় করিতেও সমর্থ হয়, ইহা বোধ করিয়া তিনি কোন পদ ক্রয় বিক্রয় করিতে দিলেন না।

তাঁহার মরণের পরে তদ্বধের প্রয়োজক ব্যক্তি মহা রাজ হইল। তাহার নাম মাক্‌সিমীন। সে নানা দোষেতে দূষিত, ও এমন দীর্ঘাকৃতি যে প্রায় তিন গজ পরিমাণ; ও এমত বলবান্‌ যে দুই গোরুর অসাধ্য ভার একাকী বহিতে পারিত; ও এমত ভোক্তা যে প্রতিদিন অর্দ্ধ মোন পরিমাণে ভোজন করিত; ও প্রায় আঠার সের পরিমাণ মদিরা পান করিয়া মত্ত হইত না; এতদ্ব্যতিরেকে তাহার অন্য সুক্রিয়ার লেশও ছিল না। সে ত্বরায় স্বকীয় যোদ্ধা-কর্তৃক হত হইল।

ঐ সময়েতে রোম দেশ অতি দুর্ব্বলপ্রযুক্ত, নানা দেশীয় অসভ্য লোকেরা তাহার প্রতি আক্রমণোদ্যত হইলে দ্বিতীয় ক্লাদীয় মহারাজ সংগ্রামদ্বারা তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কাল নিবৃত্ত করিলেন। তখন এই সকল দুর্দ্দান্ত অসভ্য সৈন্যেরা য়ুনানী দেশে গিয়া তাহাদের পুস্তক ও প্রতিমা ও চিত্রিত পট ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিদ্যার প্রতি কিছু গৌরব রাখিল না।

পালমিরা নগরের রাণী সিনোবিয়া কখন বা পূর্ব্ব দেশের রাণী রূপে বিখ্যাতা এক সুশীলা ও ধীরা স্ত্রী ছিলেন। পাল-মিরা সুরিয়া দেশস্থ এক রমণীয় প্রশস্ত নগর ছিল। এইক্ষণে

ঐ নগরের অবশিষ্ট চিহ্ন অনেক দৃষ্ট হয়, যদ্দ্বারা তাহার পূর্ব্ব কালীন সৌষ্ঠব অনুমিত হয়। সিলবিয়া অনেক যুদ্ধেতে প্রবৃত্তা হইলেন; কিন্তু শেষেতে অরিলিয়ান্ মহারাজদ্বারা পরাভূতা হইলেন। মহারাজ তদীয় নগর অধিকার করিয়া রাণীকে ধরিয়া রোম নগরের মধ্যে আপন জয়োল্লাস পূর্ব্বক ভ্রমণ করাইলেন। পরে ঐ নগরের এক সামান্য গৃহে বাস করিতে অনুমতি দিলেন।

ঐ সময়ে জর্ম্মানীয় অনেক লোক ফ্রাঙ্কীয় নামে বিখ্যাত হইয়া রোম দেশের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা গল দেশ জয় করিয়া তাহার অধিকারী হইল। দিওক্লিতিয়ান্ মহারাজার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রোমীয়েরা চীন দেশেতে কতক গুলি দুত প্রেরণ করিল। যদ্যপি তাহারা বল পৌরুষদ্বারা গৌরবাকাংক্ষী ছিল, তথাপি অসভ্য লোকদ্বারা ও দূরবর্ত্তি স্বাধিকারস্থ নানা উৎপাতদ্বারা তাহারা ক্রমে ২ দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

ঐ সময়েতে মর্ব্বেনের রাজা ফিঙ্গাল মরিলেন। অস্সিয়ানের কাব্যগ্রন্থেতে তাঁহার নানা চরিত্র লিখিত আছে। অনুমান হয়, যে ঐ কাব্যগ্রন্থ অস্সিয়ানকর্ত্তৃক নয়, কিন্তু মাকফেষন সাহেবের কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। সে যে সে কর্ত্তৃক হউক কিন্তু ঐ পুস্তক রমণীয় ও সুপাঠ্য বটে। স্কটলাণ্ড দেশের ঈশান দিকে মর্ব্বেন্ ছিল। মর্ব্বেনের অর্থ পর্ব্বতশ্রেণী, ঐ কাব্য গ্রন্থেতে যে কারাকল নাম তাহা সিবিরের পুত্র কারাকাল্লার নাম। ঐ পুস্তকেতে জগতের রাজরূপে সিবির বর্ণিত আছেন।

---

৫৮ অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দিওক্লিতিয়ান্ ও কনস্তান্তিয় প্রভৃতির বিবরণ।

ইং রাজী দুই শত চৌরাশী শালে রোম নগরে দিওক্লি-তিয়ান্ মহারাজ হইলেন। সেই সময়ে রোমীয় রাজ্যের আধিক্য প্রযুক্ত তাহা এক রাজকর্ত্তৃক সুশাসিত হইতে না পারিলে, ক্রমে ২ হ্রস্ব হইতে লাগিল। তৎকালে ইউরোপের রাজ্যান্তরের লোকেরা সুসভ্য ও পরাক্রমশালী হইল। উক্ত হইয়াছে, যে এই সময়ের অনেক পূর্ব্বেতে চীন ও ইন্দিয়া লোকেরা সভ্য ভব্য ও বিদ্যাবন্ত ছিল। পরে ইউ-রোপের অন্য ২ দেশীয়েরা তদ্রূপ উত্তম ছিল; পরে মিসর ও য়ুনানীয় লোকেরা ঐ রূপে প্রশংসনীয় ছিল; অনন্তর রোমীয়েরাও তদ্রূপ উত্তম ছিল। এই ক্রমে ইউরোপ অবধি আমেরিকা পর্য্যন্ত ঐ রূপ সভ্যতা ও বিদ্যা ও বিদগ্ধতা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা হইয়াছে। এই রূপে সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় বিদ্যা ও সভ্যতা রূপ দীপ্তি ক্রমে ২ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমেতে প্রকাশ পাইতেছে। যুদ্ধসম্বলিত কথা শুনিয়া নানা দেশের সুনীতি ও সদ্ব্যবহারের বৃদ্ধিবিবেচনা করিয়া আমাদিগের পরমাহ্লাদ হয়।

দিওক্লিতিয়ান্ স্বরাজ্যের বাহুল্য বোধ করিয়া আপ-নার সহিত রাজ্যপালন করিতে মাক্‌সিমিয়ানকে নিযুক্ত করিলেন। তখন উভয় ব্যক্তি রাজ্যে প্রভু হইয়া উত্তম রূপে প্রজাপালন ও বিপক্ষদমন করিলেন। কএক বৎসরের পরে ঐ উভয়েই কর্ত্তৃত্বপদ পরিত্যাগ করিলেন। পরে দিওক্লিতি-য়ান্ আপন গৃহেতে থাকিয়া নিজ পুষ্পোদ্যানের ব্যাপার করিয়া উচ্চ পদাপেক্ষা ঐ অধম পদেতেও পরমসুখী হইলেন।

মাক্‌সিমিয়ান্‌ কিঞ্চিৎ কঠিন স্বভাব হইয়া বাদবিসম্বাদদ্বারা পুনর্ব্বার কর্ত্তৃত্ব পদে আকাঙ্ক্ষিত হইলেন; কিন্তু তাহা না পাইয়া খেদেতে আত্মঘাতী হইলেন।

কনস্তান্‌তিয় ও গালিরিয় এই দুই জন এক কালে পূর্ব্ব মহারাজদ্বারা কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। পরে দিওক্লিতিয়ান্‌ ও মাক্‌সিমিয়ান্‌ স্বেচ্ছাক্রমে রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা মহারাজ হইলেন; অনন্তর কনস্তান্‌তিয় বৃতেন্‌ দেশে গমন করিয়া য়র্ক নগরে বসতি করিলেন; কিন্তু কিঞ্চিৎ কালের পরেই রোগগ্রস্ত হইয়া সেই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার পুত্র কনস্তানতিন পিতার পরিবর্ত্তে মহারাজ নিরূপিত হইলেন; তাঁহাতে দ্বিতীয় মহারাজ গালিরিয় অসম্মত হইয়া তাহাকে দূর করিতে চাহিলেন, কিন্তু গালিরিয় অল্প দিনের মধ্যে মহারোগেতে পীড়িত হইয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। কনস্তান্‌তিন অল্প দিবসের মধ্যে অদ্বিতীয় মহারাজ রূপে নিরূপিত হইলেন। তাহার নানা গুণ ও নানা সুক্রিয়া প্রযুক্ত মহা কনস্তান্‌তিন রূপে বিখ্যাত হইলেন।

দিওক্লিতিয়ানের সময়ে কারসীয় নামে জাহাজীয় এক প্রবল সেনাপতি বৃতেন্‌ দেশকে অধিকার করিলেন। ও সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহাতে উত্তম রূপে রাজত্ব করিলেন। পরে আলেক্‌ট তাঁহাকে বধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বয়ং রাজা হইলেন। তৎপরে কনস্তান্‌তিয় কোপাবিষ্ট হইয়া ঐ দুষ্ট রাজাকে সংহার করিলেন। এবং তিনি আলেক্টের সহকারি গলীয় ও শাক্‌সন্‌ লোকদের লুঠ উপদ্রব হইতে লণ্ডন নগরকে রক্ষা করিলেন; এই নিমিত্ত তিনি বৃতেন্‌ দেশীয়দিগের পরম সুহৃৎ ও প্রিয় ছিলেন। সেই সময়ে বৃতেন্‌ দেশের নগর ও জাহাজের বাহুল্য হইতে লাগিল;

তাহাদের নানা নগরের মধ্যে লণ্ডন ও য়র্ক নগরই মহা প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ সময়ে বৃতেন্ নিবাসিরা রোমীয়দের নিকটে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তাহারা মদ্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিল। এবং বোধ হয়, যেমন এখনকার বৃতেন্ নিবাসিরা তৎকালীন অপেক্ষা সভ্য, তেমন ঐ কালের ব্যক্তিরাও তৎপূর্ব্ব কালাপেক্ষা সভ্য ছিল।

৫৯ ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

মহা কন্স্তান্তিনের বিবরণ।

রোম দেশের মহারাজগণের মধ্যে যে মহারাজ প্রথমেতে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম কন্স্তান্তিন ছিল। তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে খ্রীষ্টিয়ানেরা রোমীয় মহারাজকর্তৃক তাড়িত ও তিরস্কৃত ছিলেন, কিন্তু তিনি মহারাজ হইয়া তাহাদের তাড়না ক্লেশ দূর করিয়া তাহাদের প্রতি পরমানুগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

তিনি দুরন্ত বিপক্ষগণকে দমন করিলেন, পরে সদ্বিবেচনা ও সুরীতিক্রমে আপন রাজ্যের শাসন করিলেন। চতুর্দশ বৎসর পর্য্যন্ত উত্তম রূপে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া নিজ উত্তম গুণ প্রকাশ করিলেন। যদ্যপি তিনি প্রজাবর্গের মহামান্য ও গৌরবিত হইলেন, তথাপি নিজ পরিবারহইতে দুঃখ ও দোষগ্রস্ত হইলেন।

মিনর্ব্বিনা নামে তাঁহার প্রথম পত্নীর গর্ব্ভেতে কৃস্প নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তিনি আশ্চর্য্য গুণশালী ও মহা-

পরাক্রান্ত ও সভ্য ও সদাচারী ছিলেন ; কিন্তু এই এক মহাদুঃখের বিষয়, যে তিনি নিজ পিতৃ আজ্ঞাদ্বারা প্রৌঢ় যৌবনাবস্থাতে হত হইলেন। তাঁহার মরণবিষয়ে নানা বিবরণ আছে ; কিন্তু তাহার মধ্যে যে অতিগ্রাহ্য কথা তাহা এই, যে ফস্তা নামে কন্স্তন্তিনের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভেতে অনেক গুলিপুত্র জন্মিয়াছিল, এবং ঐ স্ত্রী আপন পুত্রগণ যে রাজ্যাধিপতি হয়, তাহা আকাংক্ষা করিয়া নিরপরাধি ও গুণশালি সপত্নীপুত্রের প্রতি তৎপিতার যে চিত্তভার ও বৈগুণ্য হয়, তাহা করিয়া তাঁহাকে মহাকোপাবিষ্ট করাইল। তাহাতে পিতা ঐ স্ত্রীর বুদ্ধিতে হতজ্ঞান হইয়া ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনি আত্মকৃত অন্যায় ও কু কর্ম্ম বোধ করিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন।

ঐ প্রিয় যুবরাজের অন্যায় প্রাণদণ্ডেতে রোমীয়েরা মহাবিমর্ষ হইয়া দিনে২ তাঁহার নিন্দা গ্লানি করিতে লাগিল। কন্স্তান্তিন ঐ নিজগ্লানি নিন্দা শুনিয়া মহাদুঃখিত হইয়া যেখানে প্রিয় পুত্রের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, এমন স্থান যেন আর না দেখিতে হয়, এমত নিশ্চয় করিয়া নিজ রাজস্থানী ত্যাগ করিয়া বুসান্তীয় নগরে গিয়া তাহার বৃদ্ধি ও সৌষ্টব করিয়া নিজ নামানুসারে তাহার নাম কন্স্তান্তিনপলি রাখিলেন। মন্ত্রিপ্রভৃতি তাবৎ পরিবার লোকেরা তাঁহার সহিত তথা গমন করিলে ঐ নগর অতিশীঘ্র বিস্তারিত ও সুশোভিত হইল। বোধ হয় যে রোমনগরীয় রাজধানী পরিত্যাগেতে প্রায় রোম রাজ্য মহাভগ্ন হইল ; যেহেতু ঐ নগরী তাবন্নগরের রাণী স্বরূপা ছিল। তখন যেমন গৃহের ভিত্তি শূন্য হইলে তাবদ্বাই ক্রমেতে পতিত

হয়, তেমন ঐ নগরের নাম ও শ্রী এক কালে লুপ্তা হইয়া গেল।

তৎপরে গোথ লোকেরা রোম দেশের তাবৎ অঞ্চল আক্রমণ করিয়া নানা স্থান দগ্ধ ও উন্মূলন করিল। পরে কন্স্তান্তিন মহারাজ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়যুক্ত হইলেন।

পরে তিনি নিজ রাজ্যেতে আপন তিন পুত্রকে নিযুক্ত করিলেন; তন্নিমিত্তে ঐ রাজ্য আরও ত্বরাতে নিষ্প্রভ হইল। কিঞ্চিৎ দিন পরে কন্স্তান্তিন রোগগ্রস্ত হইয়া এক ত্রিংশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়া বৃদ্ধাবস্থাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই কালেতে মনুষ্যেরা সুক্রিয়া ও সদ্গুণেতে প্রসিদ্ধ ছিল না, কেবল আপনাদের বংশ সম্পত্তিতে প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালেও উত্তম ২ সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইত, ও ধাবক লোকদ্বারা লিখিতপত্রের প্রেরণ হইত। এবং দোষনিশ্চয়ার্থে লোকদিগকে নানা যন্ত্রণা দেওয়া যাইত। এবং রাজাজ্ঞা মাত্রেতে বাণিজ্য কর্ম্মের ও শিল্প কর্ম্মের রাজকর নিরূপিত ছিল। মহা কন্স্তান্তিনের রাজ্যসময়ে রোম নগর এতদ্রূপ ছিল।

সত্য ইতিহাসসার।

ষষ্ঠ ভাগ।

৬০ ষষ্টিতম অধ্যায়।

কনস্তান্তিয় ও যুলিয়ানের বিবরণ।

মহা কনস্তান্তিনের মৃত্যুর পরে তন্নিমিত্তে প্রজাগণের বহু দিন পর্য্যন্ত শোক বিলাপ ছিল। জীবৎ শরীরের ন্যায় তাঁহার মৃত শরীরের শুশ্রূষা ও গৌরব হইত। কেননা মন্ত্রিগণ সেই শরীরের নিকটে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করিল। তাহাতে প্রাচীন কথা আছে, যে কনস্তান্তিন মৃত হইয়াও রাজত্ব করিলেন।

তিনি মরণের পূর্ব্বে, নিজ তিন পুত্র ও দুই ভ্রাতৃপুত্রকে কর্ত্তৃত্ব ভারের আদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কনস্তান্তিয় প্রবল হইয়া অপর চারিব্যক্তিকে দূর করিয়া একাকী মহারাজ হইলেন। পরে ফার্শী দেশের পূর্ব্ব ভাগের রাজা সাপার রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়া সিঙ্গারা স্থানে তাহাদিগকে জয় করিলেন। সময়ান্তরে কনস্তান্তিয়কর্ত্তৃক সাপরের পুত্র ধরা পড়িয়া যন্ত্রণা ক্লেশেতে হত হইলেন। পরে কনস্তান্তিয় তার্স নগরে জ্বরী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরে কনস্তান্তিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র, যুলিয়ান সৈন্যকর্ত্তৃক রাজ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তখন কন্‌স্তান্‌তিনপলি নগরে উপস্থিত হইয়া তাবৎ প্রজাবর্গের সম্মতিতে মহারাজ হইলেন। পূর্ব্বেতে ঐ যুলিয়ান কন্‌স্তান্‌তিয়কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া আথিনী নগরে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। পরে সেনাপত্য পদে নিযুক্ত হইয়া স্ব দেশের উচিত নানা হিত কর্ম্ম করিলেন। তিনি অসভ্য লোকহইতে গল্ দেশকে রক্ষা করিলেন। সেই সময়ে পারিস্ নগর অতি ক্ষুদ্র ছিল; এবং তন্নগরের মধ্যগামিনী সেন্ নাম্নী নদীর উপরে কাষ্ঠময় দুই পুল ছিল। ঐ নগরের এক প্রান্তে বন ছিল, অন্য প্রান্তে রোমীয়দের সাধারণ মন্ত্রণাগার ছিল। গলীয় লোকেরা মহাবলবান্ ও অমায়িক ছিল। এই পারিস্ নামে তাহাদের পূর্ব্ব কালের নগর প্রথমে লুটিটিয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

যুলিয়ান্ মহারাজ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিরোধী, ও দেবপূজকদের সপক্ষ ছিলেন। এই কারণ তাঁহাকে সকলে ধর্ম্মত্যাগী বলেন; কিন্তু তিনি দেবপূজক হইয়াও খ্রীষ্টের উপদেশ বাক্য প্রামাণ্য করিতেন। তিনি মহাপ্রগল্‌ভ ও কর্ম্মশীল ছিলেন। তিনি গভীর রাত্রিতে শয়ন করিয়া অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন; এবং অতি সংক্ষেপ কালে ভোজন করিতেন। এমন উক্ত আছে, যে হস্তদ্বারা লিখন ও কর্ণদ্বারা শ্রবণ ও জিহ্বারা কথন এই তিন কর্ম্ম এক কালে করিতে পারিতেন, ক্রমে২ তাঁহার অনেক লেখক ছিল, তাহাতে তিনি একাকী প্রত্যেক সময়ে সকলকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। তিনি আহারবিষয়ে কেবল শাক ভোজন করিতেন; যে হেতু খাদ্যসুখ তুচ্ছ বোধ করিতেন। এবং প্রজাগণের হিতার্থে ও নিজজ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থে সর্ব্বদা যত্নবান্ ছিলেন। তিনি য়ুনানীয়দিগের প্রিয় বন্ধু হইয়া ও তাহাদের নগররক্ষা ও সমৃদ্ধিচেষ্টা

করিলেন। তাঁহার প্রধান এক গুণ এই, যে তিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে অতি আসক্ত ও তৎপর ছিলেন। দেখ, যত্ন ব্যতিরেকে কোন্ কর্ম্ম হয়? যত্ন না করিলে উত্তম গুণও বিফল হয়; যত্ন থাকিলে অসাধ্য কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, এবং অধম ব্যক্তির সম্ভ্রম হইতে পারে।

এই উক্ত আছে, যে যুলিয়ান মহারাজ যিরূশালমের ভগ্ন মন্দির পুনর্ব্বার নির্ম্মিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভিত খননের সময়ে তথা হইতে অগ্নি নির্গত হইলে তাহা সম্পন্ন হইল না।

সেই সময়েতে যে নানা দেশীয় লোক যিরূশালমে খ্রীষ্টের জন্মভূমি ও মৃত্যুস্থান সন্দর্শন করিতে গমন করিত, তাহাদিগকে যাত্রিক বলা গেল। এই যাত্রা পুণ্যজনিকারূপে মান্য হইল।

যুলিয়ান, নিজ স্বভাবদ্বারা নিত্য যুদ্ধশীল ছিলেন। ফার্শীদের সহিত যুদ্ধ করণে তিনি এক সময়ে তীরেতে আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়া ঐ মর্ম্ম তীর উঠাইতে যত্ন করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। পরে সচেতন হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার জন্যে আপন অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন; কিন্তু তিনি এমন দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, যে কেবল নিজমন্ত্রিগণের সহিত কিঞ্চিৎ কথোপকথন করিতে পারিতেন। মধ্যরাত্রিতে তিনি পিপাসাতে কাতর হইয়া জলানয়নার্থে আজ্ঞা করিলে কিঞ্চিৎ সুশীতল জল পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, ও তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন॥

---

৬১ এক ষষ্টিতম অধ্যায়।

যোবিয়ান্ ও বালেন্তিনিয়ান্ ও থিওদোশিয়ের বিবরণ।

যুলিয়ানের মৃত্যুর পরে সৈন্যবর্গ পরামর্শ করিয়া আপনাদের সেনাপতি যোবিয়ান্‌কে মহারাজ করিলেন। যে যে স্থান যুলিয়ান জয় করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান যোবিয়ান্ ফার্শীদিগকে সমর্পণ করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, যে তোমরা এই সকল স্থান লইয়া আপনাদিগের দেশের ভিতর দিয়া আমাকে নির্ভয়ে স্বদেশে যাইতে অনুমতি দেও। তাহাতে তাহারা স্বীকার করিল। যোবিয়ান্ খ্রীষ্টিয়ান লোকদিগের পরম মিত্র ছিলেন; কিন্তু তাহাদিগের হিতার্থে অধিক কর্ম্ম করেন নাই। যেহেতু তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছিল। এক দিবস রাত্রি ভোজে ভোজন করিয়া শয়নার্থে নিজ শয্যাতে উপস্থিত হইলে পরে প্রত্যূষে দৃষ্ট হইল, যে তিনি মরিয়াছেন। তাহাতে কতক লোক অনুমান করিল, যে গুরুতর ভোজন প্রযুক্ত ইহার মৃত্যু হইয়াছে; অন্য লোকেরা অনুমান করিল, যে জ্বলিতাঙ্গারীয় ধূমাঘ্রাণদ্বারা মৃত্যু হইয়াছে; যেহেতু গুরুতর ভোজন ও অঙ্গারোত্থ ধূমদ্বারা মৃত্যুর সম্ভাবনা বটে; অতএব এই উভয় কর্ম্মহইতে আমাদিগের সর্ব্বদা সাবধান হওন উচিত হয়।

ঐ সময়ে রোমীয়দিগের নানা বিপক্ষ প্রবল হইল। এবং যে যে দেশ তাহাদের বশীভূত হইয়াছিল, সেই ২ দেশে বিপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার দমনার্থে স্থানান্তরহইতে সৈন্যগণ নিত্য ২ সেই ২ স্থানে প্রেরিত হইত। এই রূপে রোমীয় সৈন্য বৃতেন্‌হইতে গেল, ও জর্ম্মানি দেশ রক্ষার্থে প্রেরিত হইল। তাহারা তথা প্রস্থান করিলে পিক্তীয় ও স্কো-

টীয় লোকেরা কর্ম্মীনির্ম্মিত চর্ম্মাবৃত ক্ষুদ্র ২ নৌকাদ্বারা নানা নদনদী পার হইয়া বৃতেন দেশের উপর আক্রমণ করিয়া বারবার পরাজিত হইল। কিন্তু অনেক উপদ্রব করিয়াও পলায়ন সময়ে লুট করিয়া দেশের অনেক ক্ষতি করিল॥

যোবিয়ানের পরে বালেন্তিনীয়ান্ মহারাজ হইয়া আপন ভ্রাতা বালেন্সকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিলেন। এই রূপে রোমীয় রাজ্য তখন দুই অংশেতে বিভক্ত হইল। ঐ দুই ভাগ পূর্ব্ব পশ্চিম রাজ্যরূপে বিখ্যাত হইল। বালেন্তিনীয়ান্ পূর্ব্ব রাজ্যের মহারাজ, ও তাঁহার ভ্রাতা পশ্চিম রাজ্যের মহারাজ হইলেন। তাঁহাদের ঐ রাজ্য বিভাগ কর্ম্ম মহা-সমৃদ্ধি ও উল্লাস পূর্ব্বক হইল।

পরে বালেন্তিনিয়ান্ ক্রোধদ্বারা আত্মঘাতী হইলেন। জর্ম্মানি দেশস্থ কুয়াদি নামে এক প্রধান বংশীয় লোক ঐ মহারাজের জাত ক্রোধ উপশমের নিমিত্তে তন্নিকটে কএক জন দূত প্রেরণ করিল। যদ্যপি ঐ দূতগণ অতি নম্র ভাবে মহারাজের নিকটে উপস্থিত হইল, তথাপি তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া এমত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন ও এমত উচ্চৈঃশব্দে কহিলেন, ও এমত শরীরের ভঙ্গী করিলেন, যে ঐ বেগেতে তাঁহার শরীরের একটা শির ছিঁড়িয়া গেলে অল্প ক্ষণের মধ্যে যাতনা ভোগ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অতএব যাহারা অতিশয় ক্রোধী হয় তাহারা যেন এই কথা স্মরণে রাখে; কেননা এস্থানে ক্রোধের ফল তৎক্ষণেই সাক্ষাৎকার হইয়াছে।

পরে তাঁহার পুত্র গ্রাতীয়ান্ ও তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় বালেন্তিনিয়ান্ ক্রমেতে মহারাজ হইলেন। তদুভয়ের মরণান্তে থিওদোশির পশ্চিম রাজ্যের মহারাজ হইলেন, ও বালেন্সের

মরণের পরে পূর্ব্ব রাজ্যের মহারাজ হইলেন। এই রূপে তাবদ্রাজ্যই দ্বিতীয় বার এক মহারাজ কর্তৃক পালিত হইল।

থিওদোশিয় মহারাজ খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন, এবং রোমীয় রাজ্যেতে তিনি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি পরমজ্ঞানী, ও মহাবীর, ও উত্তম দাতা ছিলেন, ও তাবৎ সৎক্রিয়াতে তাঁহার মতি ছিল। তিনি কুটুম্ব স্বজনের প্রতি দয়ালু ও মিত্রগণের পক্ষে বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি নিজ পত্নী-তেই প্রেমী ছিলেন, ও সন্তানবর্গের প্রতি স্নেহবান্ ছিলেন। নানা গুণশালী হইলেও তাঁহার দোষ ছিল, যে হেতু তিনি কিঞ্চিৎ ক্রোধী ছিলেন। থিস্সালোনীয় লোকেরা তাঁহার এক সেনাপতিকে বধ করিয়াছিল; তন্নিমিত্তে তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের অনেককে বধ করিতে আপন সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন। পরে কোপনিবৃত্ত হইলে তিনি সদয়চিত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রাণ রক্ষার আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কাল বিলম্ব প্রযুক্ত ঐ দ্বিতীয় আজ্ঞা বিফলা হইল। দেখ, ক্রোধের ও জ্ঞানের বাক্যে কত বিশেষ! জ্ঞানি মনুষ্য কি ক্রোধের অধীন হয়?

এই দোষ ব্যতিরিক্ত থিওদোশিয় মহারাজ সর্ব্বদা ক্রোধ দমন করিলেন। আন্তিওখ নিবাসিরা তাঁহার কোপ জন্মাইলে তিনি তাহাদিগের শাস্তি করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু বিবে-চনা পূর্ব্বক স্বীয় ক্রোধ দমন করিয়া পরে তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। থিওদোশিয়ের আর ২ অনেক প্রস্তাব্য কথা আছে; তাহা তোমরা বৃহৎ পুস্তকে অনুসন্ধান করিবা। তিনি অষ্টাদশ বৎসর সুখেতে রাজত্ব করিয়া ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ও তাঁহার মরণেতে প্রজাবর্গ মহা শোকাকুল হইল।

৬২ দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

হনোরীয় ও আলারিক্ ও পুল্খিরিয়ার বিবরণ।

মৃত্যুর পূর্ব্বে থিওদোশিয় স্বীয় পুত্রদ্বয়কে স্বরাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র হনোরীয়কে পশ্চিম ভাগ দিলেন, ও আর্কাদিয় নামে পূর্ব্ব ভাগ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিলেন। পশ্চিম ভাগের প্রধান নগর রোম ও পূর্ব্ব ভাগের প্রধান নগর কন্স্তান্তিনপলি। হনোরীয় মহারাজ হইয়া যে রাজ্যপালন তাঁহার উচিত, তাহা যৌবন কালের বুদ্ধির অপরিপাক প্রযুক্ত তাহা নষ্ট করিলেন।

আলারিক নামে সেনাপতি গোথীয় সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করিলে, মহারাজ রাবেন্না নগরে পলায়ন করিলেন, ও তাঁহার সভাসদ লোকেরাও পলায়ন করিল। তখন ঐ রূপে রোম নগর অরাজক হইল। আপন ভগিনীর বিবাহ কালে হনোরীয় মহারাজ স্পেন্ দেশের এক ভাগ তাহাকে যৌতুক দিয়া, ও গল দেশে বর্গন্দীয় লোকদিগকে বাস করিতে অনুমতি করিয়া, আপন রাজ্যের অল্পতা করিলেন।

গোথীয়েরা অনেক প্রকার, কিন্তু তাহার মধ্যে দুই প্রকার প্রধান এই, যে অস্ত্রগোথ ও বিসিগোথ, অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোথ। আলারিক বিসিগোথের রাজা ছিলেন। অনেক বিপক্ষ দ্বারা রোমীয়েরা উৎপাত গ্রস্ত হইয়া গোথের এক পক্ষকে অন্য পক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করিল। আলারিক্ রাজা তাহাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলেন। তিনি তাহাতে বোধ করিলেন, যে আমি বিশিষ্ট রূপ পুরস্কার পাইলাম না, এই কারণ অধিক সৈন্য প্রস্তুত করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। তখন গথের

মধ্যে আথিনী নিবাসিরা তাঁহাকে আপনাদের নগরে প্রবেশ করিতে দিয়া প্রাণ রক্ষা পাইল। পরে স্তিলিখো নামে রোমীয় সেনাপতি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আর্কাদিয়া দেশে তাঁহাকে দূর করিল; তদবধি আলারিক স্তিলিখোর জীবদ্দশাতে আর রোম নগরের নিকটে গমন করিলেন না। কিছু দিন পরে স্তিলিখোর মৃত্যু হইলে তিনি পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া রোম নগর অবরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাদের স্থানে বহুতর ধন গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ স্ব দেশে গমন করিলেন।

কিছু দিন পরে তিনি পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া রোম নগর লুঠ করিতে স্বীয় সৈন্যগণকে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা ছয় দিবস পর্য্যন্ত লুঠ ও যথেষ্টাচার দৌরাত্ম্য করিল। তদবধি চারি বৎসর পর্য্যন্ত ইটালি দেশ গোথীয়দের অধীন ছিল। তাহাতে আলারিক সন্তুষ্ট না হইয়া সিকিলী দেশ ও আফ্রিকা খণ্ড জয় করিতে উদ্যত হইলেন। দেখ, ধনাশা ও জয়াশা কোন মতেই পূর্ণা হইতে পারে না।

ঐ যুদ্ধযাত্রাতে আলারিকের বহুতর সৈন্য নৌকা ডুবিতে নষ্ট হইল, ও পরে স্ব দেশে তাঁহার মৃত্যু হইলে ঐ যুদ্ধযাত্রার নিবৃত্তি হইল। এই স্থলে আলারিকের সমাধির বিষয় এক বক্তব্য কথা আছে। ঐ অসভ্য গোথীয় লোকেরা এক প্রশস্ত গভীর গর্ত্ত খনন করিতে ও তাহার মধ্যে নিকটস্থ নদীর জল প্রবেশ করাইতে আপনাদের বন্দিগণকে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে ঐ ক্ষুদ্র নদীর জল নিঃশেষ হইলে ঐ নির্জ্জল নদীর মধ্যেতে আলারিকের মৃত শরীর গাড়িল। পরে গর্ত্ত প্রবিষ্ট তাবৎ জল পুনর্ব্বার নদীতে লইল; এই হেতু তৎস্মরণার্থে আর স্তম্ভ করিবার আবশ্যক হইল না, ঐ নদী তাঁহার স্মরণের নিমিত্তে রহিল।

পরে ঐ সমাধিস্থান সংগোপন করিতে ঐ খননকারি তাবৎ বন্দিগণকে ঐ স্থানে বধ করিল। ইহাতে অনুমান হয় যে গোথীয়েরা কেবল রোমীয়গণের ত্রাসেতে রাজার তদ্রূপ গুপ্ত সমাধি করিয়াছিল। আলারিক মহাবীর ও দাতা ও স্বদেশীয় অপেক্ষা অতি সভ্য মানুষ ছিলেন। তাঁহার পর আদল্ফ রাজা প্লাসিদিয়া নামে হনোরিয়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়া স্পেন দেশের এক ভাগ যৌতুক প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময়ে আর্কাদিয়ের দ্বারা খ্রুসস্তম নামে এক বিশিষ্ট মানুষ কন্‌স্তান্‌তিনপলি নগরহইতে দূর হইলেন। আর্কাদিয় রাজা যশঃকীর্ত্তি বিহীন হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া একত্রিংশ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তন্মরণান্তে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় থিওদোশিয় কেবল নাম মাত্র রাজা হইলেন; কেননা তাঁহার ভগিনী পল্‌খিরিয়া রাজত্ব করিলেন। তিনি ষোড়শ বর্ষীয়া হইয়াও অগস্তা নামে বিখ্যাতা হইয়া প্রথমে নিজ ভ্রাতার নামে ও পরে নিজ নামে রাজত্ব করিলেন। তিনি অতি দানশীলা ও কর্ম্মদক্ষা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন, ও গ্রীক ও লাটিন ভাষাতে তৎপরা ছিলেন, ও অকুতোভয়ে মহা সভাতে উত্তম রূপে মন্ত্রণা করিতে ও বিশিষ্ট বাক্য কহিতে পারিতেন। যদ্যপি তিনি স্বয়ং রাজত্ব করিলেন, তথাপি কর্ত্তৃত্ব পদের মান গৌরব আপন ভ্রাতৃনামে প্রকাশিত করিলেন। এই দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতীত হয়, যে স্ত্রীগণও রাজত্ব করিতে পারেন; কিন্তু পরিবারের পক্ষেই তাহাদের রাজত্ব করণ উচিত হয়, ও তাহা করিলে পরিবারবর্গ সুখেতে কাল যাপন করেন।

---

৬৩ ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

ফর্গ ও ফারামন্দ ও রোমীয় সৈন্যকর্ত্তৃক বৃতেন্ দেশ পরিত্যাগ বিবরণ।

হনোরীয় মহারাজের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মরণের পরে য়োহন নামে এক উপদ্রবকারি ব্যক্তি রাজা হইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যুদ্ধেতে অতি শীঘ্র পরাভূত ও ছিন্নমস্তক হইলে তৃতীয় বালেন্তিয়ান্ মহারাজ হইলেন।

ঐ সময়েতে স্কট্লাণ্ড দেশের রাজা ফর্গ ছিলেন, ও ফ্রাঙ্কীয় লোকদের রাজা ফারামন্দ ছিলেন। তাঁহাদের বিষয় আমরা তাবৎ জানি না, ও যাহা জ্ঞাত আছি, তাহা সত্য কি মিথ্যা ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। তৎ কালের ইউরোপীয় লোক অতি অসভ্য ও লিখন পঠনে ভাল তৎপর ছিল না। যদি বর্ত্তমান বিষয় যথার্থ রূপে নিশ্চয় করণ দুঃসাধ্য হয়, তবে বহু কালের অতীত বিষয় কি রূপে যথার্থ নিশ্চয় হইতে পারে? এই কারণ ইতিহাসের প্রস্তাব বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হয়।

তৃতীয় বালেন্তিনিয়ানের রাজত্ব সময়ে রোমীয় সৈন্যেরা বৃতেন্ দেশ পরিত্যাগ করিল, যে হেতু রোম নগর রক্ষা করণ তাহাদের মহৎ প্রয়োজন ছিল; অতএব তাহারা অনেক বৃতেন্ সৈন্যকে সঙ্গে লইয়া রোম দেশে গমন করিল। প্রস্থানসময়ে রোমীয়েরা বৃতেন্ নিবাসির প্রতি মহা স্নেহ প্রকাশ করিল; যে হেতু উত্তর দেশীয় বিপক্ষগণের পক্ষ নিবারণার্থ যে মহা প্রাচীর সিবিরকর্ত্তৃক পূর্ব্বেতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার তাহারা ভগ্নোদ্ধার পূর্ব্বক দৃঢ়তর করিল। এবং যে রূপে তাহাদের নিরুদ্বেগে রক্ষা হয়, তাহার সদুপ-

দেশ তাহাদিগকে দিল। প্রায় চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত রোমীয়েরা বৃতেন্ দেশের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া শেষেতে এই রূপে তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল।

বৃতেন্ নিবাসিরা তদবধি স্বাধীন হইয়া আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব্যবস্থা স্থির করিতে লাগিল। রোমীয়দের স্থানে তাহারা যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও পথ ও ধাতুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা তাহারা কর্ম্মদ্বারা ক্রমে প্রকাশ করিল। তাহারা যে ২ বিষয়ের শিক্ষা না পাইয়াছিল, কিম্বা বিস্মরণ হইয়াছিল, তাহা তাহারা আপনাদের বুদ্ধির কৌশলে সম্পন্ন করিল। যুবকদের শিক্ষার্থে তাহারা নানা বিদ্যালয় প্রস্তুত করিল। এমত কথিত আছে, যে তৎকালে তাহারা বলবান্ ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের কৌশল জানিত না; সাহসেতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, কিন্তু নৈপুণ্য ভাবে নয়।

পরে পিক্টীয় ও স্কোটীয় লোকেরা ঐ উত্তর প্রাচীর ভগ্ন পূর্ব্বক বৃতেন্ দেশে প্রবেশ করিয়া নানা উপদ্রব ও লুঠ করিতে লাগিল। বৃতেন্ দেশীয়েরা উদ্বিগ্ন হইয়া ত্বরাতে পলায়ন করিয়া দুর্গম্য বন ও পর্ব্বতের আশ্রয় লইল। তৎকালে মহা ব্যস্ত হইয়া তাহারা আইটীয় নামে রোমীয় সেনাপতির নিকটে পত্র প্রেরণ করিয়া এই নিবেদন করিল, যে হে মহাশয়, এক দিগে অসভ্য লোক, অন্য দিগে সমুদ্র, অসভ্য লোকেরা আমাদিগকে সমুদ্রের দিগে ঠেলিয়া ফেলে, ও সমুদ্র তাহাদের প্রতি ঠেলিয়া ফেলে; এই কারণ খড়্গেতে কিম্বা তরঙ্গেতে আমাদিগের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। এই যে তাহাদের লজ্জাকর কাতর নিবেদন, তাহা নিরর্থক হইয়াছিল; কেননা আইটীয় সেনাপতি তাহাদের সহায়তা

করিতে পারিলেন না, কিন্তু বিপক্ষগণ লুঠ উপদ্রব করিয়া আপনাদের স্বেচ্ছা ক্রমে স্ব দেশে গমন করিল।

পরে বৃত্তেন্ নিবাসিরা আপন ২ গৃহে যাইয়া কৃষি কর্ম্ম করিতে লাগিল, তাহাতে নানাবিধ শস্য জন্মিল; তাহাদের ভয় ও বিলাপের পরিবর্ত্তে আনন্দ ও সুখভোগ উপস্থিত হইল। এই রূপে তাহারা অনায়াসে হতাশা ও অনায়াসে লব্ধাশা হইয়াছিল; ঐ সময়ে বান্দাল লোকেরা আফ্রিকা খণ্ড লুঠ করিতেছিল ও সিপীও সেনাপতিকর্ত্তৃক পুরাতন কার্থাজ নগরীয় বিনাশের ছয় শত ধৎসর পরে তাহাদের রাজা জেন্সরিক নূতন কার্থাজ নগর জয় করিলেন। অগষ্ট মহারাজকর্ত্তৃক ঐ নূতন কার্থাজ নির্ম্মিত হইয়া অতি রমণীয় নগর হইয়াছিল, কিন্তু দুর্জয় জেন্সরিক কর্ত্তৃক তাহা নষ্ট হইল। আসদ্রুবাল নির্ম্মিত রোম দেশে অন্য এক নূতন কার্থাজ ছিল।

---

৬৪ চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

আত্তিলা রাজার ও ফ্রাঙ্কীয়দের বিবরণ।

আত্তিলা নিজ ভ্রাতাকে বধ করিয়া হন্ লোকদের রাজা হইলেন। তিনি আকারেতে এমত ভয়ঙ্কর যে প্রজাগণ তাহাকে নিরীক্ষণ করিলে কম্পিতকলেবর হইত; এবং তিনি যুদ্ধেতে এমত তৎপর ছিলেন, যে তাহাতে তাঁহার উপনাম ঈশ্বরের কোড়া। স্কুটিয়া ও জর্ম্মানি দেশ তাঁহার অধীন ছিল। তিনি দিন ২ পররাজ্য জয় করিয়া আপন রাজ্যের বৃদ্ধি করিতেছিলেন, ও সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া কনস্তানতিনপলি পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে দ্বিতীয় থিও-

দোেশিয় ভীত হইয়া আপন রক্ষার্থে তাঁহাকে নিয়মিত কর ও নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করিলেন।

তৎপরে আত্তিলার নিকটে এক জন দূত প্রেরিত হইলে তাঁহার অসভ্য সৈন্যেরা পথের মধ্যে তাহাদিগকে প্রতি দিন খাদ্য দ্রব্য চিঙ্গা ও মদ্বিরা জলমিশ্রু পেয় ও উগুক্তর আরক বিশেষ প্রদান করিত। তাহাদের নিবাসগৃহ ও রাজধানী প্রভৃতি কাষ্ঠময় ছিল। তাহারি মধ্যে অন্য লোকহস্তেতে আনীত নানাবিধ উপভোগ্য বস্তু ও বহু মূল্য বস্ত্র ও অস্ত্র শস্ত্রাদি থাকিত, ও য়ুনানী দেশহইতে আনীত স্বর্ণময় ও রজতময় নানা পাত্র থাকিত, ও রোমহইতে আনীত হীরক ও বিবিধ প্রকার মণি খচিত বিচিত্র বস্ত্র থাকিত।

আত্তিলা রাজা রোমীয়ের প্রতি মহা নিষ্ঠুর ছিলেন। এবং এক সময়ে তাহাদের স্থানে নিয়মিত কর না পাইয়া আপনার এক মন্ত্রিকে তাহাদের প্রতি এই কথা কহিয়া পাঠাইতে আদেশ করিলেন, যে আমার ও তোমাদের প্রভু আত্তিলা মহীপতি এই আজ্ঞা করিতেছেন, যে, আমার নিমিত্তে তোমরা এক রাজধানী প্রস্তুত কর। পরে আত্তিলা রাজা গল ও ইটালি দেশে নানা উপদ্রব করিলেন। পরে বিসিগোথের রাজা থিওদোরিক কর্তৃক তিনি এক বার পরাভূত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মরণানন্তর পুনর্ব্বার তদ্দেশের উপদ্রব করিতে লাগিলেন। এমত কথিত আছে, যে তিনি রোমীয়দের এক সুবক্তার বাক্যেতে সন্তুষ্ট হইয়া রোমীয়ের সহিত সন্ধি বিধান করিলেন।

এই রূপে বহু দিন পর্য্যন্ত রোমীয়দের ভয় জন্মাইয়া তিনি এক দিবস অধিক মদ্য পান করিয়া মত্ততা দোষেতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৎকালে তাঁহার একটা শরীরের

শির বিদীর্ণ হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল। কেননা মত্ততা দশাতে তিনি শয্যাতে নিদ্রাগত হইয়া পুনর্ব্বার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন না। ঐ সময়ে ফ্রাঙ্কীয় লোকেরা গল দেশে বাস করিলে তাহাদের রাজা মিরোবিয় ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বংশ মিরোবিঙ্গীয় নামে বিখ্যাত হইল। ফ্রাঙ্কীয় লোকেরা দীর্ঘাকৃতি ও শ্বেত বর্ণ ছিল, এবং তাহাদের চক্ষুর তারা নীল বর্ণ ও মস্তকের কেশ শোণের ন্যায় ছিল, ও বস্ত্রের দ্বারা তাহাদের শরীর আঁটা থাকিত, ও তাহাদের বাম ভাগে কোমরেতে দীর্ঘ খড়্গ ও পৃষ্ঠ দেশে ঢাল থাকিত।

ঐ সময়েতে কতক গুলি উদাসীন লোক ছিল, অন্তোনি নামে এক মিসরীয় ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে আদি উদাসীন ছিলেন। তিনি নিজ পরিবারগণকে ত্যাগ করিয়া সুফ্ সমুদ্রের সমীপে এক নির্জন কাননে গিয়া ফল মূলাদিদ্বারা প্রাণধারণ করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন; পরে তাহাদের জন্যে নানা মঠ প্রস্তুত হইল। পরে আর ২ অনেক লোক তন্মতাবলম্বী হইয়া নানা সম্প্রদায় হইল। ঐ সময়ে ইউরোপের তাবদ্দেশ অজ্ঞানতাতে মুগ্ধ ও কেবল যুদ্ধেতে তৎপর ছিল। রোমীয়েরা আপনাদের নানা বিপক্ষগণ নিবারণ করিয়া বর্ষে ২ অবসন্ন হইতে লাগিল, ও যে ২ দেশীয়েরা এই ক্ষণে নানা বিদ্যাতে, তৎপর দৃষ্ট হয় তাহারা তদবধি ক্রমে ২ সভ্য হইতেছিল।

৬৫ পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

হেঙ্গিস্ত ও হর্ষা ও আর্থুরের বিবরণ।

ইংরাজী সালের পাঁচ শত পঁয়তাল্লিশ বৎসরে বৃতেনীয়েরা উত্তর দেশীয়কর্ত্তৃক আক্রমণোদ্যম, শ্রবণ করিয়া অতি-

ভীত হইল, এবং তাহাদের রীত্যনুসারে সৈন্যের এক প্রধান সেনাপতি নিরূপিত করিলেন। তাঁহার নাম বর্ত্তিজর্ণ, কিন্তু তিনি নিজ পরাক্রম প্রকাশ না করিয়া সাক্সন্ লোকদের স্থানে সহায়তা প্রার্থনা করিলেন; ঐ সাক্সন্ লোক গোথীয়ের এক বংশ, ও সিসারের সময়ের পূর্ব্বেতে তাহারা জর্ম্মানি দেশে বাস করিয়া স্থিবিরূপে বিখ্যাত হইল। তাহারা বৃতেন্‌গণ অপেক্ষা মহা সভ্য ও যুদ্ধেতে নিপুণ ছিল। বৃতেনীয়েরা তাহাদেরহইতে এই নীতি শিক্ষা করিলেন, যে এক জন বিচারকর্ত্তা ও বার জন সভাসদ্ নিযুক্ত পূর্ব্বক দোষগুস্তের বিচার নিরূপিত হইবে। বর্ত্তমান বৃতেনীয়েরা ঐ সাক্সন্ লোকহইতে প্রায় উৎপন্ন হইল।

সাক্সনেরা বর্ত্তিজর্ণের ঐ প্রার্থনা শুবণ করিয়া সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন, ও হেঙ্গিস্ত ও হর্ষা এই দুই ভ্রাতা সার্দ্ধ সহসু সৈন্য লইয়া বৃতেন্ দেশে তাহাদের সাহায্য করিতে গমন করিলেন। তথা উপস্থিত হইয়া তাহাদের সহিত যোগ করিয়া উপস্থিত বিপক্ষগণকে পরাভূত করিয়া দূর করিলেন। এই রূপে শত্রুগণকে দমন করিয়া তাহারা মিত্রগণের প্রতি আক্রমণ করিল; তাহাতে হর্ষা সেনাপতি হত হইলেন। কিন্তু হেঙ্গিস্ত সেনাপতি অনিবার্য্য হইয়া বৃতেন্ দেশে অনেক দৌরাত্ম্য করিলেন। তাহাতে অনেক বৃতেনীয়েরা পলায়ন করিয়া ফ্রাঙ্কীয় দেশান্তর্গত পূর্ব্বেতে আর্ম্মরিকা পরে বৃতেন্ রূপে বিখ্যাত এক স্থানে বাস করিল। এই প্রকারে হেঙ্গিস্ত ও হেলা নামে অন্য এক সেনাপতি বৃতেন্ দেশের নানা স্থানের অধিপতি হইলেন।

ঐ সময়ে আর্থুর নামে সিলূরীয় লোকদের রাজা সাক্সন্ লোকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া বার বার জয়ী হইয়া মহা

বিখ্যাত হইলেন। তিনি অতি বিক্রমশীল ছিলেন, তদ্বিষয়ে এমত কথা আছে, যে এক যুদ্ধেতে তিনি স্ব হস্তে চারি শত বিপক্ষ সৈন্য বধ করিয়াছিলেন। পরে আর অনেক সাক্সনিরা বৃতেন্ দেশে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক যুদ্ধস্থলে হত হইলেন। তাহারা এই রূপে বৃতনের তাবৎ প্রদেশের অধিকারী হইল।

যে সময়ে হেঙ্গিস্ত সেনাপতি বৃতেন্ দেশে উপদ্রব করিতেছিলেন, সেই সময়ে বান্দালের রাজা জেন্সরিক্ রোম দেশে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি তথা জয়ী হইয়া রোম দেশ রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু নিজ প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া তিনি ও কার্থাজহইতে আগত মোর লোকেরা চৌদ্দ দিবস পর্য্যন্ত রোম নগর লুঠ করিয়া তাহাদের তাবদ্ধন কার্থাজে লইয়া গেল, এবং অনেক বন্দিগণকেও লইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে থিওদোসিয়ের দুই কন্যা ও উদক্সীয়া নামে তাঁহার ভার্য্যাও ছিল; ইহারা কার্থাজে উপস্থিত হইয়া মহাদুঃখিত হইল। কিন্তু দিওগ্রাতিয়া নামে কার্থাজের এক অধ্যক্ষ মানুষ তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ভক্ষ্য বস্ত্রাদিদ্বারা অতি উপকার করিলেন।

ঐ সময়ে বেণীশ নামে এক রমণীয় নগর পত্তন হইল। যখন আত্তিলা ইটালিহইতে অনেক জনকে দূর করিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে অনেকে ইটালির সমীপস্থ আদ্রিয়াটিক্ সমুদ্রের উপদ্বীপেতে পলায়ন করিয়া বেণীশ নগর পত্তন করিলেন। দূরহইতে দেখিলে ঐ নগর যেন সমুদ্রের মধ্যে ভাসিতেছে এমন বোধ হয়। তাহার স্থল পথ নাই, কিন্তু এক পল্লীহইতে অন্য পল্লীতে যাইতে নৌকাপথ মাত্র

আছে; কিন্তু নানা স্থানে নানা পুল আছে। ঐ নগরের প্রাসাদ অট্টালিকা অতি রমণীয়। প্রথমেতে ঐ স্থানে কেবল কএক কুটীর ছিল; কিন্তু ক্রমে প্রশস্ত ও সৌষ্টবান্বিত হইয়া অতি সুন্দর নগর হইল। এই রূপে তাবৎ সাংসারিক বস্তু ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দেখ, বালক যুবা হয়, ও বীজ বৃক্ষ হয়, ও কুটীর অট্টালিকা হয়, ও ক্ষুদ্র গ্রাম রমণীয় নগর হয়।

---

৬৬ ষট্ ষষ্টিতম অধ্যায়।

রোমীয় পশ্চিম রাজ্য বিনাশের বিবরণ।

রোমের পত্তনাবধি পশ্চিম ভাগের বিনাশ পর্য্যন্ত বারো শত বৎসর হইয়াছিল। ঐ পশ্চিম রাজ্যের বিনাশের অনেক কারণ ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান এই, যে কন্স্তান্তিন পশ্চিম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব রাজ্যের মধ্যে নিজ রাজধানী করিলেন। পরে তিনি আপনার দুই পুত্রকে ঐ রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন, এবং পরে হনোরীয় মহারাজ রাবেন্না নগরে গিয়া রাজধানী করিলেন; তাহাতে পশ্চিম রাজ্যের হ্রাস হইতে লাগিল; কেননা তদবধি রোমীয় রাজ্যে জ্ঞানবান্ ও বিক্রমশালী ধার্ম্মিক মহারাজ না থাকাতে প্রবল ও যুদ্ধকুশল নানা বিপক্ষ উপস্থিত হইল, ও তাহাদের কর্ত্তৃক ঐ রাজ্য ক্রমে২ উচ্ছিন্ন হইল।

মহা থিওদোশীয় অল্প কাল মাত্র একাকী মহারাজ ছিলেন; পরে তিনি আপন দুই পুত্রের নিমিত্তে ঐ রাজ্য দুই অংশ করিলে পশ্চিম ভাগের অধিকারী তাঁহার পুত্র হনোরীয় ছিলেন; তৎপরে একাদশ জন ক্রমে মহা-

রাজ হইয়া ঐ পশ্চিম ভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ একাদশ মহারাজ কেবল আশী বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, ও তাঁহাদের শেষ রাজা রমুল। এ বড় আশ্চর্য্য! যে রোমের প্রথম রাজা ও শেষ রাজা রমুল নামে ছিলেন। ঐ শেষ রাজা স্বীয় মাতামহের নামে রমুল বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার পিতার নাম ওরেস্তি ছিল। তিনি মহাবল পরাক্রম ও আত্তিলা রাজার সেনাধ্যক্ষ হইয়া নানা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে তিনি নীপ মহারাজের সেনাপতি হইয়া ঐ রাজাকে নষ্ট করিতে ও রমুলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে স্বাধীন সৈন্যগণকে প্রবৃত্তি লওয়াইলেন।

পরে রাজ্যাধিপতি হইয়া রমুল যৌবনাবস্থ হেতুক রাজত্ব করিতে পারিলেন না, এই কারণ তাহার পিতা তন্নামেতে রাজত্ব করিলেন। তাঁহার পিতা ওরেস্তি আপন সৈন্যের মধ্যে অনেক অসভ্য যোদ্ধাগণকে বেতনদ্বারা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে ঐ বেতনজীবি অসভ্য সৈন্যেরা ধনাকাংক্ষী হইয়া অধিক পুরস্কার প্রার্থনা করিল; ওরেস্তি তাহাতে অসম্মত হইয়া কহিলেন, যে নিরপরাধি প্রজাগণহইতে অধিক কর গ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে আমি কদাচ দিব না। এই বাক্য শুনিয়া তাবৎ অসভ্য যোদ্ধারা নিরাশ হইয়া মহা ক্রোধ করিল।

পাপ ও পুণ্যের এক প্রকার ফল হইলে জগতের কেমন দুর্দ্দশা হইবে! ইহার এক প্রমাণ দেখ। ঐ সময়েতে ওদোআসর নামে এক অসভ্য সেনাপতি ঐ অবকাশে সৈন্যগণকে অনেক পুরস্কার দিতে স্বীকার করিলে তাঁহাকে তাহারা রাজা পদের অধিপতি হইতে অনুমতি করিল; তাহাতে তিনি রোম নগরে জয়োল্লাসপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন।

পরে সর্ব্ব জনগোচরে ওরেস্তির প্রাণ দণ্ড হইল, ও তাঁহার পুত্র রুমুল, লুকুল্ল নামে এক দুর্গমধ্যে বন্দী হইয়া সেখানে নিজ পরিবারের সহিত কালযাপন করিলেন। এই রূপে পশ্চিম রাজ্যের বিনাশ হইল।

ওদোআসর ইটালি দেশের রাজা হইলেন; কিন্তু এমত কথিত আছে, যে তিনি কখনো রাজোপযুক্ত বস্ত্রাদি ধারণ করিতেন না। তাঁহার সৈন্য ও প্রজাগণ নানা দেশীয় ছিল। তৎপ্রযুক্ত তাঁহার সর্ব্বদা ত্রাস ছিল, যে পাছে তিনি এক দেশের রাজা রূপে খ্যাত হইলে অন্য দেশীয়েরা তাঁহার প্রতি বিরূপ হয়। ওদোআসর চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে অস্ত্রগোথীয় থিওদোরিককর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন। তাঁহার নিবাস নগর রাবেন্না, তিন বৎসর পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকিয়া শেষেতে আক্রান্ত হইল। তখন এই এক নিয়ম নিরূপিত হইল, যে ওদোআসর ও থিওদোরিক এই উভয়েই রাজত্ব করিবেন, কিন্তু এই নিয়ম নির্ণয়ের কিছু দিন পরে থিওদোরিকের আজ্ঞাতে ওদোআসর এক মহা ভোজেতে নিহত হইলেন।

---

৬৭ সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

থিওদোরিক ও ক্লোবির বিবরণ।

এইক্ষণে রোম নগর বর্ত্তমান আছে, কিন্তু পূর্ব্ব কালের ন্যায় তাহা মহারাজীয় নগর নাই; যেহেতু অসভ্য লোকেরা আক্রমণ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য সৌষ্টব বিনাশ করিয়াছে। অদ্যাপি তথা তাহাদের দৌর্জন্যের চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায়।

আত্তিলা রাজার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে জর্ম্মানি দেশস্থ বিয়েনা নগরসম্ভব থিওদোরিক নামে এক গোথীয় রাজা ইটালি দেশের রাজত্ব করিলেন। তিনি থিওদোমির রাজার পুত্র প্রযুক্ত পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; যখন ঐ পিতৃরাজ্য ইটালি দেশ প্রাপ্ত হইলেন, তখন মহা-রাজ রূপ খ্যাত হইতে ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু কেবল রাজারূপে খ্যাত হইলেন। তথাপি মহা সম্ভ্রম পূর্ব্বক পূর্ব্ব-রাজ্যের অধিপতি অনাস্তাসীয়কে মহারাজ সম্বোধন করিয়া প্রণতি করিলেন। রাবেন্না নগরে, থিওদোরিকের রাজধানী তৎকালীন রীত্যনুসারে মহারমণীয়া ছিল। তাঁহার সময়েতে তাবদ্বিপক্ষের সহিত সন্ধিবিধান হইল।

পরে তিনি একদা রোম নগর দেখিতে যাত্রা করিলেন, এবং ত্রাজানের মহাস্তম্ভ ও পম্পির কৌতুকালয় ও তিতের অর্দ্ধচন্দ্রা-কার মহা নাট মন্দির অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করি-লেন; এবং নগরের মধ্যে জলপ্রবেশের চতুর্দ্দশ পথ বিলোকন করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। তখন ঐসকল স্তম্ভাদি রক্ষা করিতে এক জনকে নিযুক্ত করিলেন; এবং আরাধনা গৃহ ও রাজধানী ও অন্য ২ সাধারণ গৃহ অধিক সৌষ্টবা-ন্বিত করিলেন। তিনি রাবেনা নগরে বাস করিয়া স্ব হস্তেতে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন, এবং কৃষিকর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন, ও সন্ধান করিয়া স্বর্ণ রজতের খানি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তিনি রোমের চতুর্দ্দিকস্থ সজল দুর্গন্ধস্থান পরিষ্কার করাইলেন। তাঁহার আচরণ ও নিয়মদ্বারা শস্য ও মদিরাদি অতিসুলভ ছিল; এবং এমত কথিত আছে, যে তাঁহার রাজ্যেতে পথ-মধ্যে সুবর্ণাদি পড়িয়া থাকিলেও কেহ গ্রহণ করিত না। থি-ওদোরিকের পিতামহ নানা গুণ বিশিষ্ট ছিলেন, এবং অতি

দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন, ও অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তাবদ্দিন রাজকর্ম্মেতে আসক্ত থাকিতেন। দেখ, এক উত্তম মনুষ্যের দৃষ্টান্তদ্বারা জগতের কত লাভ হয়! ও এক উত্তম পূর্ব্ব পুরুষের উপমাদ্বারা সন্তানগণের কত উৎসাহ হয়! থিওদোরিক বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত উত্তম রূপে রাজ্যপালন করিয়া অন্তিম কালে নিজ পৌত্র আথালারিককে ইটালি রাজ্য প্রদান করিলেন; এবং আমিলারিক নামে দ্বিতীয় পৌত্রকে স্পেন দেশ প্রদান করিলেন।

ফ্রাঙ্কীয়দের রাজা ক্লোবি রোমীয় মহাধ্যক্ষকে জয় করিয়া গল দেশের অধিপতি হইলেন। তিনি বর্গন্দি দেশের রাজকন্যা ক্লোটিল্দাকে বিবাহ করিলেন; এবং উত্তর কালে তদ্দেশের অধিপতিও হইলেন। এই রাজার সময়াবধি ফ্রাঙ্কীয়দের ইতিহাস বাক্য স্পষ্ট রূপে লিখিত হইতে লাগিল। তৎপূর্ব্বেতে তাহাদের ইতিহাস বাক্য স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয় নাই। তিনি জর্ম্মানি লোকহইতে উৎপন্ন সালিক্ ব্যবস্থা স্বীয় রাজ্যেতে স্থাপন করিলেন। ঐ ব্যবস্থানুসারে স্ত্রী লোক কখন রাজত্ব করিতে পারিত না। এই কারণ ফ্রাঙ্কীয় দেশের স্ত্রী লোক কখন রাজত্ব করে নাই।

থিওদোরিক সংগ্রামেতে ক্লোবিকে জয় করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি বিধান করিলেন। ঐ সময়ে ফ্রাঙ্কীয়দের পারিস্ নামে নগর রাজনগর হইয়া বিখ্যাত হইল। চরম কালে ক্লোবি আপন চারি পুত্রকে স্বীয় রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহাদের বংশের মধ্যে শার্লিমাটেলের পৌত্র পেপিন্ লেব্রেফ্ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি খ্যাত্যাপন্ন হয় নাই। তিনি বহু কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ইংরাজী সাত শত আট্ বাট সনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুসময়ে তিনি আপন

দুই পুত্র শার্লি ও কার্লোমানকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন ; কিন্তু কার্লোমান অল্প দিনের মধ্যে মরিলে শার্লি একাকী রাজা হইয়া শার্লিমান্ অর্থাৎ মহাশার্লি রূপে বিখ্যাত হইলেন।

---

৬৮ অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

যুস্তিনিয়ান ও বিলিসারীয়ের বিবরণ।

অসভ্য লোককর্ত্তৃক রোমের পশ্চিম রাজ্যের বিনাশ বিবরণ লিখিয়াছি, সম্প্রতি পূর্ব্ব রাজ্যের বিনাশ বিবরণ লিখি। রোম নগরের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী কন্‌স্তান্‌তিনূপলি ; এই কারণ ঐ নগর সম্বলিত রাজ্যকে পূর্ব্ব রাজ্য বলা যায়। ঐ রাজ্যের নানা রাজা ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে শেষ রাজা যুস্তিনিয়ান্ মহারাজ হইলেন। তাঁহার পিতৃব্য যুস্তিনের পদে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার আর ২ পূর্ব্ব পুরুষ অপেক্ষা বিখ্যাত হইলেন। তিনি পিতৃব্য কর্ত্তৃক কন্‌স্তান্‌তিনূপলির রাজধানীতে শিক্ষার্থ আনীত হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিশ্চিত হইয়া যুস্তিনিয়ান্ রূপে বিখ্যাত হইলেন। অনেকে বলে, যে যুস্তিন্ রাজা এমত অজ্ঞান ছিলেন, যে আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না। যুস্তিনিয়ানের ভার্য্যা খিওদোরা অতি গুণবতী, কিন্তু তাহার দোষও ছিল।

যুস্তিনিয়ানের মহাপরাক্রমশালী এক সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার নাম বিলিসারীয়। উক্ত আছে যে তিনি জয়লব্ধ নানা ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়া শেষে নির্দ্ধন ও দৃষ্টিবিহীন হইয়া ভিক্ষা করিয়া দ্বারে ২ ভ্রমণ করিলেন। তিনি বহু কাল পর্য্যন্ত বীর ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার

সৈন্যকর্ত্তৃক কখন পরকীয় বৃক্ষের ফলও অপহৃত হয় নাই, ও কোন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়া কাহারো শস্যের হানি করে নাই। তিনি যুদ্ধেতে ফার্শী সৈন্যকে জয় করিলেন, এবং এক সময়ে রাজধানীর মধ্যে এক মহা কলহ নিবারণ করিলেন, ও আফ্রিকার রাজা গেলিমরকে জয় করিয়া তাহার রাজনগর কার্থাজ্ স্বাধীন করিলেন।

তিনি ইটালী দেশেতে গিয়া জয়যুক্ত হইলেন। এবং অনেক গোথীয় লোককে জয় করিয়া পুনর্ব্বার রোম নগর প্রাপ্ত হইলেন। এক সময় তাঁহার অসন্নিধানে তোতিলা নামে এক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি রোম নগরের লূঠ উৎপাত করিয়াছিল; কিন্তু তিনি নগরে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পরাবৃত্ত করিয়া পুনশ্চ নগর প্রাপ্ত হইলেন। প্রজাবর্গেরা তাঁহাকে রাজা করিতে চাহিল; কিন্তু তিনি স্বীকার করিলেন না। যুস্তিনিয়ান রাজা নিজ সেনাপতির অতিশয় সম্ভ্রম দেখিয়া মনেতে ঈর্ষা করিয়া তাঁহাকে অক্ষম বলিয়া কর্ম্মচ্যুত করিলেন, ও আপন পক্ষে তাঁহাকে আততায়ী অপবাদ দিয়া বিচারস্থানে আনিয়া নানা অপমান করিলেন। শেষেতে বিলিসারীয় ধনহীন অতিদীন ও বৃদ্ধতম হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। তৎপরে যুস্তিনিয়ান রাজা বহু দিন বাঁচিয়াছিলেন না। বিলিসারীয়ের মৃত্যুর পরে লম্বার্দ কিম্বা স্কন্দিনাবিয়ান লোক জর্ম্মানি দেশহইতে আগত হইয়া ক্রমে২ ইটালি দেশের নানা অংশের অধিকারী হইল।

যুস্তিনিয়ান জীবদ্দশাতে অনেক২ উত্তম ব্যবস্থা স্থাপন করিলেন: সেই ব্যবস্থা অদ্যাপি ইউরোপের নানা দেশেতে প্রচলিতা আছে। তিনি রোমীয়দের প্রাচীন ব্যবস্থাহইতে

উত্তম ২ ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া এক নূতন গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাঁহার নাম অধিক বিখ্যাত আছে।

কন্‌স্তান্‌তিনপলিতে সাঁফিয়া নামে যে মহামন্দির প্রসিদ্ধ আছে, তাহা যুস্তিনিয়ানকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; ঐ বৃহৎ কর্ম্মদ্বারা তিনি আপনাকে দ্বিতীয় সলিমান বোধ করিলেন।

যুস্তিনিয়ানের সময়েতে রোমীয়দের অনেক শিল্প কর্ম্মের অনুশীলন ছিল। তাহারা রেসমীয় বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত; যেহেতুক তাহাদের অজ্ঞাতসারে চীনদেশহইতে তুত পোকার ডিম স্ব দেশে আনিয়া তদ্দ্বারা নানা রেসম প্রস্তুত করিত। তৎকালে চীন লোকদের সহিত জলপথ ও স্থলপথদ্বারা তাহাদের ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার ছিল; কিন্তু স্থলপথে গমনাগমন মহা দুর্গম ছিল, এবং জলপথও ঐ রূপ দুর্গম; কেননা চীনলোকেরা আপন দেশের সমীপ দিয়া জাহাজ লইয়া মালাকার সঙ্কুচিত পথ দিয়া লঙ্কাপর্য্যন্ত গমনাগমন করিত, সেখানে ফার্শী বণিক্‌গণের সহিত সাক্ষাত করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিত। পরে ঐ ফার্শীয় বণিকেরা ফার্শীয় মুদ্রা দিয়া কন্‌স্তানতিনপলি পর্য্যন্ত ঐ সকল বস্তু আনয়ন করিত।

---

৬৯ একোন সপ্ততিতম অধ্যায়।

শার্লিমান্ অর্থাৎ মহাশার্লি রাজার বিবরণ।

ফ্রাঙ্কীয় রাজ্যের রাজা মহাশার্লি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত নিজ পরাক্রমেতে ও সাধু ভাবেতে রাজ্যশাসন করিলেন, ও বাহু বলদ্বারা ক্রমেতে নিজ রাজ্য বৃদ্ধি করিলেন। পিপিন্ নামে তাঁহার পিতা বর্ষে২ মন্ত্রিগণের এক মহাসভা করিতেন।

পরে শার্লিমান্ রাজা হইয়া বৎসরের মধ্যে ঐ মহাসভা দুই বার করিতেন। ঐ মন্ত্রিগণের মধ্যে তিন প্রকার মনুষ্য ছিল। যাজক ও ধানাঢ্য ও সাধারণ, যেমন ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র। ঐ সভাস্থানের নাম চৈত্রীয় ক্ষেত্র ছিল,.যে হেতু চৈত্র মাসের প্রথম দিবসে ঐ মহাসভা হইত। ঐ সভার মধ্যে মন্ত্রণা স্থির করণে মন্ত্রিগণের মধ্যে রাজা কেবল এক মন্ত্রি রূপে বিদ্যমান থাকিতেন, কিন্তু শার্লিমানের সময়েতে মন্ত্রণাবিষয়ে রাজার অধিক ক্ষমতা হইল।

সেই২ সময়ে নানা দেশীয় ধনবান্ লোকেরা রাজাহইতে দুর্গ ও ভূমি মহত্রাণ রূপে পাইয়া স্বীকার করিলেন, যে.রাজ্যেতে পর রাজার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সৈন্য সামন্ত লইয়া আমরা শক্ত্যানুসারে যুদ্ধ করিব। এবং এই সকল ধনিগণের সহিত তাহাদের ভূমি কর্ষক প্রজারাও নিয়ম স্থির করিল, যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমরাও যুদ্ধ করিব। শার্লিমান্ লম্বার্দ দেশ জয় করিয়া তথাহইতে এই ধারা প্রাপ্ত হইয়া স্ব দেশে প্রকাশ করিলেন।

শার্লিমান্ লম্বার্দীয় লোককে জয় করিয়া ইটালি দেশের রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পরে জর্ম্মানি দেশের নানা প্রদেশ জয় করিলেন, এবং গোথীয় নানা বংশকে যুদ্ধে জয় করিলেন। তিনিও হন্ লোককে সবংশে নিপাত করিলেন, এবং পরে সার্দ্দিনিয়া উপদ্বীপ ও স্পেন দেশের নানা প্রদেশ স্বাধীন করিলেন। ইংরাজী শালের আট শত বৎসরে রোম দেশের পশ্চিম রাজ্যে মহারাজ রূপে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু রোম নগরে বাস করিলেন না। রোমীয় রাজ্যের পশ্চিম ভাগ তাঁহার মরণের পরে জর্ম্মান রাজা রূপে বিখ্যাত হইল।

অতএব এতাতে শার্লিমান আপন রাজ্য নানা অংশেতে বিভাগ করিলেন। ঐ প্রত্যেক অংশের মধ্যে কএক প্রদেশ ছিল। শিল্প নির্ম্মিত উত্তম বস্তুর প্রতি তাঁহার বড় অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজত্বসময়ে গ্লাস ও লোম ও লৌহদ্বারা নানা দ্রব্য নির্ম্মিত হইত। এবং নদীর প্রত্যেক মোহানাতে সংগ্রামীয় জাহাজ সসজ্জ থাকিত। তিনি বাণিজ্য কারিদের মহোপকারী ছিলেন; এবং সংগীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইটালীয়েরা ফ্রাঙ্কীয়দিগকে বীণাবাদ্য শিক্ষা করাইল। তিনি বিদ্বানগণের পরম মিত্র ছিলেন; এবং নিজ রাজ্যে ও জয় লব্ধ পর রাজ্যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম চলিত করাইলেন। রাজ কর্ম্মেতে যেমন সুদক্ষ ছিলেন, তেমন গার্হস্থ্য কর্ম্মেতেও দক্ষ ছিলেন। তিনি আপন পুত্রদিগকে পৌরুষ প্রকাশক ক্রীড়া করাইতেন। তাঁহার কন্যারাও গৃহ কর্ম্মেতে সুদক্ষা ছিল, এবং সূক্ষ্ম সূত্রনির্ম্মাণে ও শিল্প কর্ম্ম করণে কালযাপন করিত। শার্লিমান রাজা বাহাত্তর বৎসরীয় প্রাচীন হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। মরণকালে নিজ পৌত্র বর্নার্দকে ইটালী রাজ্য দিলেন; এবং নিজ পুত্র লুদেবিনরকে অন্য তাবৎ রাজ্য দিলেন।

শার্লিমানের সময়েতে হারুন অল্‌রসীদ্‌ অর্থাৎ ধার্ম্মিক হারুন্‌ সারাসিন লোকদের রাজা হইয়া বাহু বিক্রমেতে রাজ্য পালন করিলেন। তৎ সময়েতে এক উত্তম পুস্তক রচিত হইয়াছিল; তাহার নাম আলেফ্‌লয়লা অর্থাৎ এক সহস্র রাত্রির কথা। তাহার পূর্ব্বং রাজা আল্‌মান্‌সর আশিয়াতে তিগ্রীস্‌ নদীর তীরেতে বাগ্‌দাদ্‌ নামে এক রমণীয় নগর পত্তন করিয়া তাহাতে নিজ রাজধানী করিলেন। ঐ নগর বহুকাল পর্য্যন্ত মোছলমান রাজাদের রাজনগরী ছিল।